নীতিবোধক ইতিহাস

রাজদূত এবং সরলতার পুরস্কার

নামক গল্প।

অর্থাৎ বিবিধ বিদ্যা বিষয়ক রচনা

শ্রীকৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা

সংগৃহীত।

দশম কাণ্ড।

কলিকাতা সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

ইং ১৮৪৯। শক ১৭৭০।

MORAL TALES.

CONTAINING

THE KING'S MESSENGERS

BY REV. W. ADAMS M. A.

AND

THE REWARD OF HONESTY

BY MARIA EDGEWORTH.

ADAPTED FOR THE USE OF YOUNG READERS IN BENGAL.

Calcutta:

R. C. LEPAGE AND CO, AND P. S. D'ROZARIO AND CO.

1849.

MORAL TALES

MORAL TALES.

In the mountainous regions of the Himalaya, formerly lived a number of Chiefs, who, under the title of the Choubisi, or twenty-four Rajahs, ruled over as many little kingdoms; and, during a long series of years, maintained a sort of rude independence in the seclusion of their several capitals. Content with their own narrow territories, they did not trouble themselves with the political changes and convulsions which desolated the plains of Hindustan. They were little known to the rulers of those more fertile countries: their poverty offered no temptation for the grasp of a conqueror; and the almost inaccessible defiles, by which alone they could be approached, might have served to protect even a richer prize than was to be gained in the possession of their rugged hills.

One of the most powerful among these chieftains possessed more extensive knowledge and foresight than his neighbours. The rising power of the Goor-

নীতিবোধক ইতিহাস।

পূর্ব্বকালে হিমালয় শিখরি তলস্থ পার্ব্বতীয় দেশে কতিপয় ভূপালের বসতি ছিল। তাঁহারা চৌব্বিশি রাজা নামে বিখ্যাত হইয়া চতুর্ব্বিংশতি ক্ষুদ্রং রাজ্য শাসন করিতেন, এবং সভ্যভব্যতা বিহীন হইলেও বহুকাল পর্য্যন্ত আপনারদের নিভৃত রাজধানীর মধ্যে স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা আপনং পরিমিত রাজ্য ভোগ করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন সুতরাং হিন্দুস্থানস্থ দেশ দেশান্তরে ভূরিং ভয়ানক রাজ্য বিপর্য্যয়াদি অনিষ্ট ঘটনা হইলেও তৎসংস্রবে থাকেন নাই, ফলেও তাঁহারা ভারতবর্ষীয় উর্ব্বর ক্ষেত্রের মহীপাল দিগের নিকট সুপরিচিত ছিলেন না। অপর তাঁহারদের দেশীয় সম্পত্তি অত্যল্প হওয়াতে কোন বিজয়ী শূরবীর তথাকার রাজ্য হরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, আর যদিও তথায় শিলাময় ভূমি ভোগাপেক্ষা অধিক ধন সম্পত্তি লাভ সম্ভাব্য হইত তথাপি দুর্গম পর্ব্বতস্থ জীর ব্যাঘাতে সে ধন কেহ হরণ করিতে পারিত না কেননা সেখানে গমনাগমন করিবার সুগম পথ ছিল না।

উক্ত চতুর্ব্বিংশতি রাজশ্রেণীর মধ্যে এক ভূপতি প্রবল প্রতাপ এবং সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী ছিলেন তিনি গোরক্ষ জাতিকে উত্তরোত্তর পরাক্রমশালী হইতে দেখিয়া

khas alarmed him. He saw by anticipation the gradual progress of that restless people, who afterwards spread themselves, and established their supremacy, over all the countries skirting the southern flanks of the Himalaya. Being already well stricken in years, he doubted not that, during his own life, he should be able to counteract whatever ambitious designs they might entertain toward his principality; but he feared for the future. His own sons were all dead; and all, but one, childless. The hopes of his family centred in a young boy, the child of his youngest and favourite son, to whom, on his death, the inheritance of his dominions would descend. Not unmindful how much the prosperity of a kingdom is bound up with the qualities of its ruler, he spared no means which he could command to strengthen the character of his grandson, and render him worthy of his rank; desiring that he might appear as eminent, for virtue and knowledge which he had gained for himself, as for the power which he would inherit from a long line of ancestors. Something he had heard of a race of strangers, who, landing from that dark ocean, for which his own language had scarcely a name, but which the oldest shasters of his country pronounced to be the impassable boundary of the habitable earth, had, by their firmness, and undaunted courage, aided by skill in the arts and sciences, all which they made subservient to their lust of empire, established them-

উদ্বিগ্ন চিত্তে শঙ্কা করিতে লাগিলেন যে এই বিজিগীষু লোকেরা ক্রমশঃ সর্ব্বত্র আপনাদের জয়পদবী বিস্তার করিবে, ফলেও তাহারা পরে হিমালয়ের দক্ষিণ প্রান্তস্থ তাবৎ দেশ ব্যাপিয়া আপনারদের প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিল। পরন্তু তৎকালে তাঁহার বয়োবাহুল্য হওয়াতে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যে আত্ম জীবদ্দশায়, বিপক্ষ পক্ষ বিজিগীষু হইয়া রাজ্য আক্রমণ করিলেও তিনি স্বয়ং তাহারদিগকে নিরাকরণ করিতে পারিবেন, কেবল উত্তর কালের ভাবনায় ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। তাঁহার নিজ পুত্রেরা সকলেই তাঁহার সমক্ষে গতাসু হইয়া তনু ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারদের মধ্যে এক জন ব্যতীত কাহারো সন্তান সন্ততি ছিল না, অর্থাৎ কেবল সর্ব্ব কনিষ্ঠ প্রিয়তম কুমারের একটি পুত্র ছিল, সেই বালকই বংশধর এবং রাজার মরণান্তে রাজ্যাধিকারী হইবার সম্ভাবনা ছিল। উক্ত নরপতির মনে এই এক দৃঢ় সংস্কার ছিল যে রাজার গুণে রাজ্যের শুভাশুভ হয়। অতএব স্বীয় পৌত্রের চরিত্র শোধন পুরঃসর তাহাকে রাজপদের উপযুক্ত করিবার নিমিত্ত তাঁহার যৎপরোনাস্তি যত্ন হইল, এবং এমত মনোবাসনাও ছিল যে এই কুমার বহুকাল ব্যাপি রাজবংশীয় পদ প্রাপ্ত হইয়া যাদৃশ বিখ্যাত হইবেন, স্বয়ং কৃতবিদ্য এবং সদাচারী হইয়াও যেন তাদৃশ যশস্বী হয়েন। অপর ঐ চারচক্ষু ভূপতি শুনিয়াছিলেন যে দেশীয় প্রাচীন শাস্ত্রে যাহাকে লোকালয়ের দুস্তর সীমা রূপে বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাঁহার জাতীয় ভাষায় যাহার বিশেষ উপাধি ছিল না বিদেশীয় এক জাতি সেই অসিত জলধি উত্তীর্ণ হইয়া বঙ্গ ভূমিতে উপনীত হইয়াছে এবং শিল্পদক্ষতা ও বুদ্ধি কৌশলে রাজ্যলোভ পরিপূরণার্থ যত্নবান্ হইয়া স্থৈর্য্য বীর্য্য বিক্রম প্রভৃতি গুণ সহকারে উক্ত স্থানে বদ্ধ মূল হইয়াছে আর তাহারদের সৈন্য

selves in Bengal; and, with apparently very inadequate forces, succeeded in rendering themselves dreaded by the mightiest monarchs of India. He had heard repeated a saying of one of the sages of this western people, that "knowledge is power"; and, full of the thoughts which had so long occupied him, he sought to attract to his court some philosopher, capable of infusing into the mind of his grandson an idea of the wisdom of the West. For some time his search was without success; until at last he heard of one Jaganauth Shastri, a learned Pundit, who, it was reported, had not only mastered the language and literature of the English, (as these foreigners were called,) but, in his ardent thirst of knowledge, and, excited by those glimpses of a state of society, so different from that of his own land, which his intercourse with the strangers afforded him, had been hardy enough to cross the ocean in one of their ships; had visited the far distant England, of which country many disputed the existence; and had recently returned to his native land, full fraught with the wisdom and experience which his adventurous travels had procured for him. This famous philosopher the old rajah invited to his court; and, by the most liberal promises, prevailed on him to undertake the education of his grandson. Jaganauth, finding the young prince of an amiable and intelligent disposition, and pleased at the thought that his reputation should

সংখ্যা অল্প হইলেও কৌশলক্রমে ভারতবর্ষীয় প্রবল প্রতাপী মহীপালগণের ভয়ঙ্কর হইয়াছে। অপর পশ্চিম খণ্ডস্থ ঐ জাতীয় এক পণ্ডিতের বচনও মুহুর্মুহু রাজার কর্ণগোচর হইয়াছিল যথা "বিদ্যাই প্রকৃত বল"। অনন্তর এই বিষয় বহুকাল পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়া, উক্ত নরপতি নিজ রাজ্যে আনয়নার্থ এমত কোন সুপণ্ডিতের উদ্দেশ করিতে লাগিলেন, যিনি তাঁহার পৌত্রকে পশ্চিমখণ্ডস্থ বিদ্যার উপদেশ করিতে পারেন, কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহার এই চেষ্টায় কোন ফলোদয় হয় নাই, কিন্তু পরে শুনিলেন যে ভারতবর্ষে জগন্নাথ শাস্ত্রী নামা এক জন পণ্ডিত আছেন, তিনি উল্লেখিত ইংরাজ নামা বিদেশীয় জাতির ভাষা এবং বিদ্যায় পরিচিত, এবং পুনঃ২ তাহাদের সহবাসে, এতদ্দেশের বিপরীত তদীয় রীতি নীতি যৎকিঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তদ্বিষয়ক জ্ঞান সম্পূর্ণ করিবার মানসে বিদ্যার্থি হইয়া তাহারদের এক বৃহৎ অর্ণব যানে সমুদ্র পার হইতে সাহস করিয়াছিলেন, এবং দূরবর্ত্তি ইংলণ্ড দেশ যাহার অবস্থিতি বিষয়ে ভূরি২ লোকের মনে সংশয় ছিল তাহা দর্শন করিয়াছিলেন। তৎকালে জনশ্রুতি হইয়াছিল, যে তিনি দেশ দেশান্তরে ভ্রমণানন্তর নানা প্রকার জ্ঞানোপার্জ্জন পূর্ব্বক বহুদর্শী হইয়া অল্প দিবস হইল স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন, অতএব প্রবীণ নরপতি ঐ বহুজ্ঞ পণ্ডিতকে নিজ পুরীতে আসিতে আহ্বান করিলেন, এবং বদান্যতা পূর্ব্বক প্রচুর পুরস্কার প্রদানে প্রতিশ্রুত হইয়া, তাঁহার পৌত্রের উপদেষ্টা হইতে অনুরোধ করিলেন। জগন্নাথ শাস্ত্রী ঐ কুমারকে সুবুদ্ধি এবং কোমল স্বভাব দেখিয়া প্রীত হইলেন,

have made its way even into that remote country, readily undertook the task; and, while displaying before the astonished and delighted eyes of his pupil, the treasures of knowledge in his possession, and, while instructing him in those sciences, by the study of which the natives of Europe have made themselves famous, he did not forget to instil into his youthful mind, that the greatest skill and most abstruse learning are insufficient to form a truly great man, unless associated with the power and dignity, inseparable from a high moral character, and unattainable without it.

In the intervals of their severer studies, Jaganauth would reward the diligence of his young pupil, by reciting to him some agreeable tale; in which, blending instruction with amusement, the folly of vice and wisdom of virtue were inculcated. Sometimes this was done by precepts, skilfully mingled with the narrative; at other times, lessons of the same kind were conveyed by the mere conduct of the story, and the reflexions to which its various incidents naturally led the young prince: for, the sagacious instructor was well aware that these thoughts, appearing to rise spontaneously in his pupil's mind, as the result of those stories to which he listened with pleasure, would often produce a stronger and more lasting impression, than the same doctrine conveyed in a more direct and didactic form. In this manner did

এবং হিমালয়ের প্রান্ত পর্য্যন্ত আপনার যশোবিস্তার হইয়াছে এই ভাবিয়া প্রফুল্ল চিত্তে রাজকুমারের উপদেশক হইতে স্বীকার করিলেন। শাস্ত্রী স্বোপার্জ্জিত বিদ্যারত্ন কুমারের সমক্ষে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলে রাজকুমার তাহাতে চমৎকৃত এবং হর্ষে পুলকিত হইতে লাগিলেন, ইউরোপীয় জাতিরা যে২ পদার্থ বিদ্যাভ্যাস দ্বারা অতিশয় যশোভাজন হইয়াছে জগন্নাথ সেই সকল বিদ্যা অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন, অধিকন্তু ঐ যুবক কুমারের মনে এই প্রবোধ জন্মাইতে যত্ন করিলেন যে অতি প্রগাঢ় বিদ্যা এবং কর্ম্মদক্ষতা থাকিলেও কেবল তাহাতেই প্রকৃত মহত্ত্ব প্রাপ্তি হয় না, সচ্চরিত্র ব্যতীত বাস্তবিক ঔদার্য্য এবং পরাক্রম জন্মে না, সচ্চরিত্র জনিত ঔদার্য্য না থাকিলে মহত্ত্ব লাভ হয় না।

জগন্নাথ শাস্ত্রী রাজকুমারকে কষ্টসাধ্য বিদ্যোপার্জ্জনে যত্নশালি দেখিয়া, অধ্যাপনার বিরাম কালে তাঁহার সন্তোষার্থ এক২ চিত্তরঞ্জক ইতিহাস শ্রবণ করাইতেন, এবং তদুপলক্ষে দুষ্কৃতের অপকর্ষ এবং সুকৃতের উৎকর্ষ বিস্তার করিয়া মনোরম্য নীতিকথা চ্ছলে উপদেশ দিতেন। কখন২ ইতিহাসের মধ্যেই হিতোপদেশ সূচক বিধি কৌশল পূর্ব্বক মিশ্রিত করিতেন, কখন বা ইতিহাস বর্ণনা এবং তৎসম্বলিত বিচিত্র ব্যাপার কল্পনা দ্বারা কুমারের মনে উত্তম২ ভাব উৎপন্ন করাইয়া অভীষ্ট সিদ্ধি করিতেন, ফলতঃ ঐ উপদেশ কুশল আচার্য্য উত্তম জানিতেন যে চিত্তরঞ্জক আখ্যান শ্রবণানন্তর তৎতাৎপর্য্য গ্রহ দ্বারা ছাত্রের মনে যে২ ভাব স্বতঃ উৎপন্ন হয় তাহা সাক্ষাৎ বিধি নিষেধ জনিত ভাবাপেক্ষা প্রগাঢ় এবং স্থায়ি হইতে পারে। অতএব বৃদ্ধ

the sage Jaganauth justify the wisdom of the old monarch's choice, and endeavour to train up the prince to become a great and good king.

One day, the course of their studies led them to read the history of Crœsus, king of Lydia, the reputation of whose wealth was such, that his name has passed into a proverb; and, although he lived more than two thousand years ago, it is still not unusual to say "as rich as Crœsus," to give an idea of unbounded wealth. The imagination of the young prince was excited by the account of the riches of the Lydian monarch; and he exclaimed, 'How much I wish that I were as rich as Crœsus!'

His instructor gravely replied, that riches might undoubtedly be made a source of happiness; but that whether or not they become so, depends on the use that is made of them. He then proceeded with the lesson on which they were engaged; but, at the close of the day, when the prince requested his preceptor, as usual, to indulge him with the recitation of one of the tales, in hearing which he took so much delight, the sage Jaganauth illustrated the true nature of liberality, acknowledged by all pundits to be one of the four great points of royal polity, by the story of The King's Messengers.

রাজা যে প্রত্যাশায় আচার্য্যকে আহ্বান করিয়াছিলেন জগন্নাথ এইরূপে তাহা সফল করত রাজকুমারকে সচ্চরিত্র এবং উদারচিত্ত রাজগুণে উত্তরোত্তর বিভূষিত করিতে লাগিলেন।

এক দিবস অধ্যয়ন কালে রাজকুমারকে লিডিয়া দেশের রাজা ক্রিশসের বিবরণ পাঠ করিতে হইল, ক্রিশস ধনাঢ্য বলিয়া এমত বিখ্যাত হইয়াছিলেন যে ধন সম্পত্তির প্রসঙ্গে সকল লোকেই তাহার নামোল্লেখ করিত, দুই সহস্র বৎসরের অধিক হইল, ক্রিশসের পঞ্চত্ব হইয়াছে তথাপি বিজাতীয় সম্পত্তি বর্ণন কালে "ক্রিশসের ন্যায় ধনী" এই শব্দ অদ্যাবধি উক্ত হইয়া থাকে। অতএব রাজকুমার লিডিয়া রাজ্যের ধন সম্পত্তির বিবরণ শুনিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন "আমারও প্রার্থনা যেন ক্রিশসের ন্যায় ধন শালি হইতে পারি"।

অধ্যাপক স্থিরচিত্ত হইয়া উত্তর করিলেন "ধন সম্পত্তি সুখের কারণ হইতে পারে বটে, কিন্তু উত্তমরূপে ব্যয় করণের অপেক্ষা থাকে" এই কথা বলিয়া সে দিবসের নিরূপিত অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। দিবাবসানে অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে রাজকুমার শাস্ত্রিকে নিবেদন করিলেন যে এক্ষণে নিত্য ব্যবহারানুসারে একটী চিত্তরঞ্জক উপাখ্যান শ্রবণ করাইয়া পর্য্যাপ্ত করুন। জগন্নাথ নৃপতি বর্গের উপায় চতুষ্টয়ের মধ্যে গণিত দান ধর্ম্মের যথার্থ ধারা বর্ণনা করণাভিপ্রায়ে রাজ দূত নামক এক ইতিহাস শ্রবণ করাইতে লাগিলেন।

THE KING'S MESSENGERS.

CHAPTER I.

THE city of Passing lay to the west of the dominions of a Great King. It was an ancient city, and had gradually become very large and populous. But the original settlers had been placed there in consequence of a rebellion against the King's authority; and a remarkable law continued to prevail among the descendants as a memorial of their crime. No one was allowed to remain in it above a certain number of years, and no one, when he left it, was permitted to take any portion of his property with him. This was called the law of Exile. The Great King had himself enacted it, and the citizens had no resource but submission. There was not even a fixed and definite period allotted for their stay. They were liable at any moment to receive the Royal Mandate. It came to them also one by one. As each was summoned to depart, his dearest friends could only accompany him as far as the gates of the city. And he was then stripped of all his possessions, and sent forth as an exile on his solitary journey.

রাজ দূত

প্রথম পরিচ্ছেদ।

এক চক্রবর্ত্তি অধীশ্বরের রাজ্যের পশ্চিমাংশে জগৎপুর নাম্নী পুরী ছিল। ঐ পুরী অতি প্রাচীন কালে স্থাপিত হয় স্থতরাং কাল সহকারে দেশের পরিমাণ এবং প্রজা সংখ্যা প্রচুর হইয়াছিল। তত্রত্য পৌর জন আদ্য কালে রাজবিদ্রোহ করিয়াছিল তন্নিমিত্ত অধীশ্বর তাহারদিগকে বদ্ধ করিয়া তাহারদের অত্যাচারের চিরস্থায়ি চিহ্নস্বরূপ এক বিচিত্র নিয়ম স্থাপন করেন, সে নিয়মের তাৎপর্য্য এই যে প্রজা- গণ নির্দ্দিষ্ট কালাবসানে পুরী হইতে নিষ্কাসিত হইবে এবং নিষ্কাসন সময়ে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া একাকী গমন করিবে একারণ ঐ নিয়ম নির্ব্বাসন বিধি নামে বিখ্যাত হয়। অধীশ্বর স্বয়ং সে ব্যবস্থা সংস্থাপন করেন স্থতরাং প্রজাগণের গত্যন্তর ছিল না। অপর কে কত কাল বাস করিতে পাইবে তাহাও নিশ্চিত ছিল না তন্নিমিত্ত সকলকেই অনুক্ষণ রাজাজ্ঞা প্রচারের আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত থাকিতে হইত। পরন্তু সে আজ্ঞা এক সময়ে সকলের প্রতি প্রচার হইত না, প্রত্যেকে স্বতন্ত্রং আজ্ঞা পত্র প্রাপ্ত হইত, কোন ব্যক্তির নিষ্কাসন কাল উপস্থিত হইলে তাহার প্রিয়তম সুহৃদ্বর্গ কেবল পুরদ্বার পর্য্যন্ত সমভি- ব্যাহারী হইতে পারিত তৎপরে নিষ্কাসিত ব্যক্তিকে সকল ধন সম্পত্তিতে বঞ্চিত হইয়া পুর পরিত্যাগানন্তর নির্ব্বাসনাবস্থায় একাকী ভ্রমণ করিতে হইত।

Now, as the inhabitants of Passing were principally merchants, one would have imagined that such a law must have proved a source of perpetual disquietude and alarm. Yet this was not the case. Occasionally, indeed, when it was enforced against a very rich man, it would awaken sad thoughts in his companions, and cause them to mourn over the uncertainty of their wealth. But, for the most part, they all lived on in a false security. Every one fancied his possessions to be as really his own as though he had been able to retain them at will. Such a delusion may appear unaccountable; but, we must remember, that they had gradually become accustomed to the law, and for that reason it was lightly regarded by them or altogether forgotten.

The Great King, however, was full of compassion, and took much thought for the poor exiles, who were thus careless of themselves. He knew how dark and dreary was the wilderness that surrounded the city, and was unwilling that any should be left there to perish. He did not, indeed, reverse his original decree, but he did far more than this. He changed it from a punishment into a blessing. He offered to receive the exiles into a better and more glorious City than that from which he took them. If they rejected this offer the fault was their own. All the conditions on which it was made were very easy, and the King himself had

জগৎপুর নিবাসি জনগণের মধ্যে অধিকাংশ লোক বাণিজ্য ব্যবসায়ে ব্যাপৃত ছিল অতএব এমত বোধ হইতে পারে যে উল্লেখিত ব্যবস্থা প্রচলিত থাকাতে তত্রত্য মানব মণ্ডলী সতত ব্যাকুলচিত্ত এবং সশঙ্ক হইয়া কাল যাপন করিত কিন্তু ফলে তাহারা তদ্রূপ বিব্রত হয় নাই, কোন প্রধান ধনি ব্যক্তির প্রতি রাজাজ্ঞা প্রচার হইলে তাঁহার সঙ্গিগণের মধ্যে২ মনোদুঃখ উদয় হইত এবং স্ব২ ধন সম্পত্তির অস্থায়িত্ব বিবেচনায় খেদ জন্মিত বটে কিন্তু তাহারা প্রায় সর্ব্বদা মায়াতে মুগ্ধ হইয়া নিরুদ্বেগ কাল হরণ করিত এবং স্বেচ্ছাক্রমে আত্মধন রক্ষা করিতে পারিবে এই বোধে আপন২ ধনের প্রতি অত্যন্ত মমতা করিত। তাহারদের এই ভ্রমান্ধতা আপাততঃ অসম্ভব বোধ হইতে পারে পরন্তু আমারদের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে উক্ত ব্যবস্থার অধীন বাস করণে ক্রমশঃ তাহারদের অভ্যাস হইয়াছিল সুতরাং ঐ নিয়মকে সামান্য বোধ করিত অথবা মধ্যে২ তাহা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া থাকিত।

ঐ দুরবস্থ জনগণ স্ব২ বিষয়ে এইরূপ নিশ্চিন্ত থাকিলেও অধীশ্বর করুণার্দ্রচিত্ত হইয়া স্বয়ং তাহাদের মঙ্গল চিন্তা করিতেন। নগরের চতুষ্পার্শ্বে যে ভয়ানক নিবিড় বন ছিল তাহা তাঁহার সুগোচর ছিল অতএব তাঁহার মনে কখন এমত ইচ্ছা হইত না যে কেহ ঐ অরণ্য মধ্যে পতিত হইয়া বিনষ্ট হয় তিনি পূর্ব্বে যে নিয়ম স্থাপিত করিয়াছিলেন তাহার খণ্ডন করেন নাই বটে কিন্তু তৎখণ্ডনাপেক্ষা অধিক দয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। আদৌ ঐ নিয়ম অনিষ্টকর ছিল পরে তাহাকে মঙ্গলকর করিলেন, অর্থাৎ প্রজাগণ যে নগর হইতে নিষ্কাশিত হইত তদপেক্ষা অধিক রমণীয় পরম শোভাকর পুরীতে তাহাদিগকে স্থান দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। অতএব এমত সুখাস্পদ বিষয়ে যদি কেহ স্বয়ং নিজ দোষে বঞ্চিত হয় তবে তাহাতে অধীশ্বরের দোষ মাত্র নাই। অধিকন্তু

promised to enable the citizens to perform them. But we need not dwell upon them all, for one alone which applied more especially to the wealthier merchants is brought before us by the present story.

In the city of Passing dwelt four brothers, Love-gold Name-win, Seem-good, and Wise-heart. At the period at which I commence their history, the sentence of exile had lately been pronounced against their father. He had been a merchant of enormous wealth; and as, in accordance with the law, he was allowed to take nothing for his own wants, the whole of his vast possessions had fallen into the hands of his children. They had met in order to divide them. The room in which they assembled for this purpose was filled with the most costly furniture. The floor was covered with cloth of gold, which was now partially concealed by bales of yet more valuable merchandise, and heaps of precious stones which had been placed there, to await the choice of the brothers. Two sides of the apartment were hung with the most gorgeous tapestry, on the third was a window commanding an extensive view towards the west, while the wall opposite to the window was entirely covered by a spacious mirror, which reflected the various objects in the room itself and the street beyond.

But, in the midst of all this external splendour, a cloud sate on the countenance of each of the brothers. The departure of their father was too recent to allow

ঐ রমণীয় পুরী প্রাপণার্থ স্থাপিত নিয়ম সকলের পালনও দুষ্কর নহে বরং অধীশ্বর তাহাতে তাহারদিগের কৃতকার্য্য হইবার শক্তি স্বয়ং প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। উল্লেখিত নিয়মের তাবৎ বৃত্তান্ত লেখা নিষ্প্রয়োজন, ধনাঢ্য বণিকদিগের প্রতি যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল এক্ষ্যমাণ ইতিহাসে তদ্বিবরণ প্রকাশ পাইবে।

জগৎপুর নগরে কাঞ্চনপ্রিয় কীর্ত্তিপ্রিয় সুজনাভিমানী ও সুচেতা নামে ভ্রাতৃচতুষ্টয় বাস করিত। তাহারদের পিতা পুরী হইতে নিষ্কাসিত হইলে কিয়ৎকাল পরে যাহা২ ঘটিয়াছিল বর্ত্তমান ইতিহাসে তাহাই লিপিবদ্ধ করা গেল। নিষ্কাসিত বণিক স্বজাতীয় ব্যবসায়ে বিপুল বিত্ত সঞ্চয় করিয়াছিলেন কিন্তু গমন কালে দেশ চলিত ব্যবস্থানুসারে পাথেয় স্বরূপ কিঞ্চিন্মাত্রও সঙ্গে লইয়া যাইতে সমর্থ হইলেন না সুতরাং তাঁহার সন্তানেরা রাশীকৃত পিত্র্য বিভবের অধিকার প্রাপ্ত হইল। অনন্তর তাহারা পৈতৃক বিষয় বিভাগার্থ সকলে একত্র হইয়া যে গৃহে সভা করিল তাহা অতি মনোহররূপে সজ্জিত ছিল, তাহার মধ্য ভূমি সুবর্ণ ফলকে আচ্ছাদিত, উপরি ভাগ স্থানে২ মহামূল্য বাণিজ্য দ্রব্য সমূহে সুশোভিত এবং ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের নির্ব্বাচনার্থ তথায় মণি মাণিক্য রাশীকৃত হইয়াছিল। অপিচ গৃহের দুই পার্শ্বে বিচিত্র বস্ত্রের আচ্ছাদন ও অপর দিকে প্রকাণ্ড বাতায়ন ছিল তদ্দ্বারা পশ্চিমাঞ্চলের সমস্ত বস্তু সুন্দর রূপে দৃশ্য হইত। বাতায়নের সম্মুখবর্ত্তি ভিত্তিতে এক বৃহৎ মুকুর ছিল তাহাতে গৃহের মধ্যস্থ ও বহিস্থ দ্রব্যাদির প্রতিবিম্ব দেখা যাইত।

কিন্তু ভ্রাতৃচতুষ্টয় এতাদৃশ ঐশ্বর্য্য পাইয়াও বিষণ্ণ বদন হইল কেননা পিতৃ প্রয়াণের অব্যবহিত পরেই প্রাপ্ত ধন সম্পত্তির অস্থায়িত্ব বিস্মরণ হয় নাই বরং মনে হইল যে কিয়ৎ কাল গতে তাহাদের সকলকেই ধন সম্পত্তি ও গৃহ পরি-

them to forget the transitory character of the treasures which they were about to share. Let a few years pass, and each in his turn would be compelled to leave them, and go forth without money, without home, and without friends, into the dreary desert that lay around the city.

It was these thoughts which rendered them sad. They had never before felt the full burthen of the law of exile; they had been aware of its existence, for no citizen could be ignorant of it; but hitherto they had seen it, as it were, in the distance. It now seemed to meet them directly in their own path, and to force itself on their attention; so that the eldest brother did but echo the feelings of the rest when he said, "Of what profit is this enormous wealth? In the day of our banishment it will not purchase for us the delay of a single hour. How gladly would I barter the whole of it for some quiet dwelling-place, where we might remain in security for ever!"

He had not yet finished speaking, when his eyes were attracted by the mirror, which I have described as covering one side of the room. Some image appeared to be moving across it, which was not visible in the apartment itself. He pointed it out to his brothers, and it was clear from their anxious looks that they beheld it also. It was as the form of an old man. There was nothing in his appearance to excite terror, but every object as seen in the mirror was

জন পরিত্যাগ করিয়া নগরের পরিতস্থ গহন কাননে প্রবেশ করিতে হইবেক।

তাহারা এই প্রকার ভাবনায় ব্যাকুল হইতে লাগিল, নির্ব্বাসন বিধির বিষম ভার পূর্ব্বে তাহাদের এমত অসহ্য বোধ হয় নাই। ঐ নিয়মের বার্ত্তা তাহারদের কর্ণগোচর হইয়াছিল বটে কেননা কোন পৌরজন তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিল না কিন্তু এতকাল পর্য্যন্ত তাহা দূরবর্ত্তি বোধ হইত সম্প্রতি নিকটস্থ হওয়াতে তাহারদের তাহাতে সম্পূর্ণ মনঃসন্নিকর্ষ হইল। অতএব অগ্রজ যে আক্ষেপ প্রকাশ করিলেন অনুজ সকলেরি মনে তাদৃশ পরিতাপ জন্মিয়াছিল, যথা তিনি কহিলেন "এত রাশীকৃত ধন থাকাতে উপকার কি? প্রয়াণ কাল উপস্থিত হইলে ইহার অনুরোধে এক দণ্ডের নিমিত্তও ক্ষমা প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক না অতএব এই ধনরাশির বিনিময়ে যদি চিরকাল নিশ্চিন্ত বাস করণার্থ কোন নির্জ্জন স্থান পাওয়া যায় তাহাও শ্রেয়ঃ,"।

তাঁহার এই বাক্য সমাপ্ত না হইতে২ গৃহের এক পার্শ্বে যে দর্পণ ছিল তাহাতে দৃষ্টিপাত হইল এবং সেই মুকুর মধ্যে কোন জঙ্গম মূর্ত্তির আভা প্রকাশ পাইতে লাগিল, পরন্তু গৃহ মধ্যে বস্তুতঃ সে মূর্ত্তির কোন চিহ্ন ছিল না। দর্পণস্থ বিম্ব অবলোকন করিয়া অগ্রজ অনুজ গণকে তদ্দর্শন করিতে সঙ্কেত করিলেন পরে তাহারদের মুখ ম্লান হওয়াতে বোধ হইল যে তাহারাও উহা দৃষ্টি করিয়াছিল। ঐ মূর্ত্তি এক বৃদ্ধ পুরুষের আকার এমত প্রতীয়মান হইতে লাগিল তাহার রূপ ভয়ানক ছিল না কিন্তু তাহার উপস্থিতি মাত্রে মুকুর মধ্য-

changed by his presence. His foot trod on the cloth of gold, and it became mouldering and worm-eaten The hem of his garment swept against a table of solid ivory, and it fell crumbling into dust: while the bales of merchandise and precious stones lost their richness and splendour, as his cold eye rested upon them.

The brothers watched these signs with a sensation of chilling fear, and the eldest already repented his hasty words. For, in truth, in his inmost heart, he deeply loved the glittering wealth, and he was afraid lest the mysterious stranger might take it away, and give him in its stead the quiet dwelling for which he had asked.

At length it seemed to them that the image of the old man thus addressed them:—"Children, your wish is vain. You must not speak of bartering these treasures for a lasting home. They are not really yours; they belong to the Great King, whose subjects you are. Restore them to him now, and he will keep them for you, and in the day of your exile give them to you again. In this city they are worthless. See how even my slightest touch here causes them to decay. But in the King's palace they become incorruptible. I have no power over them there."

The brothers were yet more troubled at his words. They knew well that all the riches of Passing belonged to the Great King; but they were disquieted at the thought of restoring them to him again. A vague fear

স্থিত অন্যান্য প্রতিবিম্ব সকলের রূপান্তর হইল। তিনি স্বর্ণ ফলকে পাদার্পণ করাতে তাহা তৎক্ষণাৎ জর্জ্জরী ভূত হইয়া গেল এবং এক গজ দন্ত নির্ম্মিত মেজ তাঁহার পরিধেয় বসনাঞ্চল স্পর্শ মাত্রে চূর্ণ হইল, অপর বাণিজ্য দ্রব্য ও মণি মাণিক্যাদি সকল তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ নিষ্প্রভ হইল।

ভ্রাতৃ চতুষ্টয় এই সকল দুর্লক্ষণ দর্শনে অত্যন্ত ভয়ার্ত্ত হইলেন, তাহাদের অগ্রজ সহসা ধনত্যাগ করিতে বাসনা করিয়াছিলেন তন্নিমিত্ত এক্ষণে খেদ করিতে লাগিলেন কেননা তিনি অত্যন্ত ধনলুব্ধ প্রযুক্ত তাঁহার মনোমধ্যে এই আশঙ্কা হইল বুঝি এই অপরিচিত ব্যক্তি আমাকে ধন সম্পত্তিতে বঞ্চিত করিয়া এতদ্বিনিময়ে আপন আকাঙ্ক্ষিত কুটীর মাত্র প্রদান করিবেন।

অপর অবশেষে তাহারদের সকলের বোধ হইল যেন মুকুর মধ্যস্থ বৃদ্ধ পুরুষ তাহাদিগকে সম্বোধন করত কহিতেছে "হে বৎসগণ তোমারদের এই আকাঙ্ক্ষা বৃথা, এই সকল সম্পত্তির পরিবর্ত্তে চিরস্থায়ি হর্ম্য লাভের সম্ভাবনা নাই কেননা এধন বস্তুতঃ তোমারদের নহে, যে অধীশ্বরের অধিকারে তোমরা বাস করিতেছ তিনিই ইহার যথার্থ অধিকারী, এক্ষণে এসকল অর্থ তাঁহাকে সমর্পণ কর তবে নির্ব্বাসন দিনে তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হইবা। এনগরীতে ধন সম্পত্তি নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন সুতরাং মূল্যহীন, দেখ আমার স্পর্শ মাত্রেই লয় প্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু যদিস্যাৎ অধীশ্বরের প্রাসাদে প্রেরিত হয় তবে ইহার ধ্বংস নাই সে স্থলে আমার সন্নিকর্ষে কোন হানির সম্ভাবনা নাই"।

ভ্রাতৃগণ এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎকণ্ঠিত হইল, তাহারদের পূর্ব্বাপর এমত জ্ঞান ছিল বটে যে অধীশ্বরই জগৎপুরের সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী কিন্তু

arose that the sentence of exile was about to be passed against themselves; and all, in some degree, shared the apprehensions of Love-gold. The old man appeared to read their thoughts, and thus replied to them:—

"Fear not; I am not now come to deprive you of your wealth. Hereafter, indeed, I shall return with the Royal Mandate, but in that hour you will both see and feel that I am near. To-day my voice comes to you from a distance, and it is but my reflected image that you behold. Yet I bear you a message from the Great King. You have wished to purchase for yourselves a lasting home; I have said that you cannot purchase it, because your riches are not your own; they belong to the Great King. You must trust them freely to his Messengers, without asking for a return; and he will store them up for you in his own palace, and, when you are driven from hence, will suffer you to dwell with his children in a Glorious City where the law of exile is unknown. But beware lest you neglect this warning, and defraud the Great King of the riches committed to your trust; for if you refuse to give them to his Messengers, and either hoard them up or spend them on yourselves, you will have no treasure laid up

তাঁহাকে ঐ সকল সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিবার প্রসঙ্গে বিমনা হইল, অধিকন্তু তাহারদের মনে এই শঙ্কা হইতে লাগিল যে তদ্দণ্ডেই বুঝি তাহারদের প্রতি নির্ব্বাসন বিধি প্রচার হইবে অতএব সকলেই কাঞ্চনপ্রিয়ের ন্যায় সশঙ্ক হইল। উপরোক্ত বৃদ্ধ পুরুষ তাহারদের মনোগত এই ভাবের সম্পূর্ণ মর্ম্মাবধারণ করিয়া তাহারদিগকে কহিতে লাগিলেন।

"তোমরা শঙ্কা করিও না, আমি তোমাদিগকে এইক্ষণে অর্থ ও সম্পত্তিতে বঞ্চিত করিতে আগমন করি নাই, কিয়ৎকাল পরে রাজাজ্ঞা বহন পূর্ব্বক এখানে প্রত্যাগমন করিব বটে কিন্তু তৎকালে অদৃশ্য থাকিব না, তখন তোমরা আমাকে সাক্ষাৎ দর্শন ও স্পর্শন করিতে সমর্থ হইবা। সম্প্রতি দূর হইতে আমার রব তোমাদের কর্ণগোচর হইতেছেএবং আমার প্রতিবিম্ব মাত্রে তোমারদের চক্ষুঃ সন্নিকর্ষ হইয়াছে তথাপি অধীশ্বরের দৌত্য ক্রিয়া সম্পাদনার্থ আমাকে উপস্থিত জানিও। তোমরা অসংখ্য ধন রাশি দ্বারা চিরস্থায়ি গৃহ ক্রয় করিতে বাসনা করিতেছিলা কিন্তু আমি অব্যবহিত পূর্ব্বেইতোমাদিগকে জ্ঞাপন করিয়াছি যে তোমরা আপাততঃ যে২ ধন সম্পত্তি ভোগ করিতেছ ইহা তোমারদের নিজস্ব নহে, ইহার যথার্থ অধিকারী অধীশ্বর, অতএব নিস্পৃহ হইয়া অধীশ্বরের দূত দ্বারা এই সমস্ত ধন তাঁহার নিকট প্রেরণ করাই তোমারদের কর্ত্তব্য। অধীশ্বর নিজ মন্দিরে তাহা তোমাদের নিমিত্ত সঞ্চয় করিয়া রাখিবেন এবং যৎকালে তোমরা এস্থান হইতে নিষ্কাসিত হইবা তখন তিনি এক পরম রমণীয় নগরীতে আপন সন্তানেরদের সমভিব্যাহারে তোমারদিগকে বাস করিতে দিবেন সেখানে নির্ব্বাসন বিধির কোন প্রসঙ্গ নাই। কিন্তু সাবধান যে হিত ও প্রবোধ বাক্য আমি তোমাদের নিকট প্রকাশ করিলাম তাহাতে অবহেলা করিও না এবং অধীশ্বর তোমাদিগের সমীপে যে ধনরাশি গচ্ছিত করিয়া রাখিয়াছেন তাহা অপচয়

for you in the Royal Palace, and the gates of the Glorious City will be closed against you for ever.''

Now, there was nothing really new to the merchants in the old man's warning. The royal offers of pardon, and the dangers of the neglect of them, were well known in the city. But the inhabitants seldom spoke of them to one another, because they loved their riches and were unwilling to render obedience to the King's commands. The brothers had hitherto shared in the general feeling; and it was, perhaps, only because the remembrance of their father's departure was weighing heavily upon them that they had so long listened to the voice which now addressed them. It did not, indeed, seem to pass through their ears at all, but to fall at once inwardly on their hearts, and for the present they could not help regarding it. Yet all shrank from asking in what way they were to send their treasures to the Royal Palace. They were not, however, left in doubt. The reflection of the street in which their house stood was, as I have said, visible in the mirror. The figure of the old man now pointed towards it; and as he did so, the young merchants heard distinctly the words, "Behold the Messengers of the Great King!"

They followed the direction of his finger, and it seemed to them that the approach to their luxurious dwelling was now crowded with every form of disease and want. The poor, the maimed, and the blind, were

ধরত তাঁহাকে প্রবঞ্চনা করিও না কেননা আপনারদের প্রীত্যর্থে ব্যয় করিয়া অথবা রাশীকৃতরূপে একত্র সঞ্চিত রাখিয়া তোমরা তাঁহার দূতগণকে ঐ অর্থ প্রদানে বিরত হইলে রাজপুরীতে তোমারদের নিমিত্ত অর্থ সঞ্চয় হইবে না এবং সেই পরম রমণীয় নগরীর গোপুর তোমারদের প্রতি চিররুদ্ধ থাকিবে।

বৃদ্ধ পুরুষ যেহ প্রবোধবাক্য প্রচার করিলেন বণিক্‌নন্দনেরদের পক্ষে তত্তাৎপর্য্য অবিদিত ছিল না কেননা ক্ষমা প্রদানের প্রসঙ্গ ও সেই নিয়ম উপেক্ষার ভয়ানক ফল নগরী মধ্যে বিশেষরূপে প্রকাশিত ছিল কিন্তু পুরবাসিগণ ধন লোভ বশতঃ রাজাজ্ঞা প্রতিপালনে শৈথিল্য করিত একারণ পরস্পরের সমক্ষে উক্ত বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতে লজ্জিত হইত, এতৎ পূর্ব্বে ভ্রাতৃচতুষ্টয়েরও ঐরূপ অপত্রপা জন্মিত কিন্তু তাহারদের পিতা সম্প্রতি পরলোক গত হওয়াতে তাহারা কেবল শোক বিহ্বলতা প্রযুক্ত বৃদ্ধের কথা শ্রবণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ফলতঃ ঐ কথা এক্ষণে যেন তাহারদের কর্ণগত না হইয়া একেবারেই হৃদয়ঙ্গম হইতে লাগিল অতএব আপাততঃ তাহাতে উপেক্ষা জন্মিবার সম্ভব কি? তথাপি অধীশ্বরের রাজসদনে কি প্রকারে ধন সম্পত্তি প্রেরণ করিতে হইবে তাহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিতে তাহাদের মধ্যে কাহারও সাহস হইল না পরন্তু তদ্বিষয় অধিক কালের নিমিত্ত সন্দেহস্থল হইয়া রহিল না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে বণিকনন্দনেরদের বাটীর সম্মুখস্থ পথ গৃহের মধ্যস্থিত মুকুরে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল ঐ বৃদ্ধ পুরুষের প্রতিমূর্ত্তি সেই বর্ত্মাভিমুখে অঙ্গুলি বিস্তার করাতে যেন এই শব্দ স্পষ্টরূপে তাহারদের কর্ণগোচর হইল "দেখ, ঐ অধীশ্বরের দূতগণ।"

ঐ প্রতিমূর্ত্তি যে দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছিল সেইদিকে নেত্রপাত করাতে বণিক্‌তনয়দের বোধ হইল যেন তাহারদের মনোহর হর্ম্ম্যের পথ বহুবিধ দরিদ্র ও রুগ্ন লোক দ্বারা

there. Men who seemed stimulated to madness by famine, and little infants who could scarce crawl upon the ground, formed part of the same vast concourse. Still, as the old man pointed, their numbers went on increasing in every direction, until, as far as the eye could reach, every sign of wealth and luxury had disappeared, and in their stead was one universal scene of misery. Presently the shrieks of the dying, the cries of orphans, and the wailing of widows, rose in the air; and then, out of the tumult, the low solemn voice of the old man fell once more on the hearts of the brothers.

"These," he said, "and such as these, are the Messengers of the Great King. Numerous as they are, they will come to you in secret, and one by one. Trust them with your treasure, and it will be safe; they will bear it for you to the Royal Palace. The journey thither is long and dangerous; but if you are sincere in your wish to send it, the Great King will not suffer it to be lost. Only do not cause them to linger needlessly within the city walls; and let their departure be secret, lest the King's enemies should impede them on their way."

The form of the old man gradually disappeared as he ceased speaking; and the signs of his presence passed away; the ivory table, the cloth of gold, and the

ব্যাপ্ত হইয়াছে ও অন্ধ খঞ্জ দীন দরিদ্র লোক সকল সে স্থলে উপস্থিত হইয়াছে তাহারদের মধ্যে কেহ২ যেন ক্ষুধা কাতরতায় উন্মত্ত প্রায় হইয়া রহিয়াছে অপর চলৎ শক্তিহীন শিশু সকল যেন সেই জন সমূহ মধ্যে উপস্থিত আছে। অধিকন্তু ঐ বৃদ্ধ যত দূর পর্য্যন্ত অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন ততই চতুর্দিকে ঐ প্রকার লোক সংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দৃষ্ট হইতে লাগিল এবং অবশেষে ঐশ্বর্য্য ও সৌভাগ্যের চিহ্নমাত্র দৃষ্টিপথে রহিল না, বরং যত দূরপর্য্যন্ত চক্ষুঃপাত সম্ভাব্য তাহার সর্ব্বত্র কেবল ভয়ানক দুঃখের আবির্ভাব হইল এবং অনতি বিলম্বে আসন্ন মৃত্যু ব্যক্তিরদের আর্ত্তনাদ ও পিতৃ মাতৃহীন শিশুরদের ক্রন্দন শব্দ তথা অবীরা স্ত্রী লোকেরদিগের বিলাপ এই সকল দুঃখরব নভোমণ্ডলকে আচ্ছন্ন প্রায় করিল। পরন্তু বহু জনের হাহাকার ধ্বনি জনিত ঐ কোলাহল মধ্যে বৃদ্ধের বাক্য পুনশ্চ ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ের শ্রুতিগোচর হইয়া হৃৎপদ্মে প্রবেশ করিতে লাগিল। যথা।

"এই সকল ব্যক্তি এবং এতাদৃশ লোকেরাই অধীশ্বরের দূত, ইহারা বহু সংখ্যক হইলেও একত্র না আসিয়া অপ্রকাশ্য ভাবে এক২ করিয়া তোমারদের নিকট উপস্থিত হইবে, ইহারদের প্রতি বিশ্বাস করিয়া ধন সম্পত্তি সমর্পণ করিলে কোন হানির সম্ভাবনা থাকিবে না, ইহারাই ঐ সম্পত্তি তোমাদের নিমিত্ত রাজ ভবনে লইয়া যাইবে। সেস্থানে যাইবার পথ অতি দূর ও দুর্গম কিন্তু সরল মনে যদি অর্থ প্রেরণ করিতে অভিপ্রায় কর তবে অধীশ্বর সত্ত্বে কোন প্রকারে তাহার অপচয় সম্ভাবনা নাই, কেবল দূতগণকে নগরী মধ্যে বিলম্ব করিতে দিও না এবং তাহাদিগকে গোপনে বিদায় করিও কেননা রাজার শত্রুবর্গ জানিতে পারিলে তাহাদের পথ রুদ্ধ করিবে।"

এই সকল বক্তৃতা সমাপ্ত হইবা মাত্র বৃদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল এবং তাহার উপস্থিতির কোন চিহ্নও অবশিষ্ট

heaps of precious stones, resumed the beauty and splendour which they had lost. The brothers once more breathed freely. Hitherto their eyes had been riveted by a kind of fascination on the mirror. They now looked anxiously around the apartment itself; but it had undergone no change. If the old man had trodden upon it, not one trace of his footsteps had been left. They then turned their eyes towards the window. The street presented its usual appearance; there was the busy throng hurrying hither and thither, and splendid equipages, and waggons laden with merchandise. But they saw nothing to remind them of the view presented by the mirror, save some few beggars who chanced to linger at their door. As Love-gold threw open the sash to inhale the fresh air, they eagerly asked the young merchants for alms; and there was not one who at that moment could refuse to give them; for the words of the stranger were fresh in their memory, and they felt every poor man to be a Messenger from the Great King.

রহিল না। হস্তিদন্তময় মেজ ও সুবর্ণময় বস্ত্র এবং মনি মাণিক্য সমূহ তাঁহার সংস্পর্শে বিরূপ হইয়াছিল এক্ষণে তাঁহার অন্তর্ধানে পুনশ্চ উজ্জ্বল ও মহাশোভান্বিত হইয়া পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইল, ভ্রাতৃ চতুষ্টয়েরও নির্বেদ বিগত হইল। ইতি পূর্ব্বে তাঁহারা যেন কোন মায়াশক্তিতে মোহিত হইয়া সকলেই মুকুরাভিমুখে স্থির দৃষ্টি করিয়াছিলেন এইক্ষণে গৃহের চতুস্পার্শ্ব নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে কোন পদার্থই রূপান্তর হয় নাই, বৃদ্ধ পুরুষ যদিও তাহাতে পদার্পণ করিয়াছিলেন বটে তথাচ তাঁহার কোন চিহ্ন আর দৃষ্টিগোচর হয় না। অনন্তর তাহারা বাতায়নাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল যে রাজ পথে লোক সমূহ পূর্ব্ববৎ গমনাগমন করিতেছে অশ্ব রথের শোভার অথবা পণ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ শকটের কিঞ্চিন্মাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই, দর্পণে যে অদ্ভুত ভাণ হইয়াছিল তাহারও কোন চিহ্ন নাই কেবল দৈবক্রমে কতক গুলি ভিক্ষুক দ্বারে উপস্থিত রহিয়াছে। কাঞ্চন প্রিয় স্নিগ্ধ বায়ু সেবনার্থ বাতায়নের কপাট উদঘাটন করিলে ভিক্ষুকেরা কিঞ্চিৎ অর্থ যাচঞা করিতে লাগিল এবং তখন তাহাদের মধ্যে কেহ যাচকদের প্রার্থিত দানে বিমুখ হইল না কেননা পূর্ব্বোক্ত অপরিচিত বৃদ্ধের কথা তাহাদের মনে জাগরূক থাকাতে এই প্রতীতি হইতে লাগিল যে দরিদ্র ব্যক্তিরাই অধীশ্বরের দূত।

CHAPTER II.

THE brothers were too deeply affected by the warning of the old man to proceed to the immediate division of their wealth. At one time, they even contemplated holding it in common, and consulted together on the best means of restoring it to the Great King. But from the first, their views differed so greatly, that they could agree on no settled plan. And, during the interval consumed in their discussions, their feelings underwent a partial change. The words of the stranger seemed to lose their distinctness. Their riches recovered, in some degree, the value they had lost; and at length they reverted to their original plan of dividing them into four parts, so that each might take his own share, and do with it as he pleased.

Love-gold was entrusted with the division. Many months elapsed while he was absorbed in his calculations, and settling how large a portion he might appropriate to himself. During this time he was more than once interrupted by Messengers from the Great King. But their applications were in vain. He always returned the same answer, that, until the property was divided, no portion of it could be transmitted to the Royal Palace.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভ্রাতৃ চতুষ্টয় বৃদ্ধের প্রবোধ বাক্যে বিষণ্ণ হইয়াছিল অতএব তাহারা বিষয় বিভাগে বিরত হইয়া সমস্ত সম্পত্তি একত্র রাখা শ্রেয় জ্ঞান করত তাহা যাহাতে অধীশ্বরের নিকট সহজে প্রেরিত হয় এমত উপায় চিন্তাতে একদা ব্যাপৃত হইল কিন্তু প্রথমাবধি মতের অনৈক্য হওয়াতে কোন উপায়ই স্থির হইল না পরে নানা তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হওয়াতে ক্রমশঃ আদ্য অভিপ্রায়ের যৎকিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য হইতে লাগিল সুতরাং শেষে অপরিচিত বৃদ্ধ পুরুষের বাক্যও অস্পষ্ট বোধ হইল এবং ধন সম্পত্তির প্রতি পুনর্ব্বার মমতা জন্মিল অতএব প্রথমে পৈতৃক সম্পত্তি চতুরংশে বিভাগ করণের যে কল্পনা হইয়াছিল তাহাই বলবতী হইয়া উঠিল এবং সকলে আপন২ অংশ গ্রহণ করিয়া স্বেচ্ছামতে ব্যয় করা মঙ্গলকর বোধ করিল।

অনন্তর কাঞ্চনপ্রিয়ের প্রতি বিষয় বিভাগের ভারার্পণ হওয়াতে তিনি আপনি কত অংশ গ্রহণ করিবেন ইহার গণনায় বহু কাল ক্ষয় করিলেন, ইতিমধ্যে রাজদূতগণ উপস্থিত হইয়া ভূয়োভূয় যাচ্ঞা করত তাঁহার কার্য্যে ব্যাঘাত করিতেলাগিল কিন্তু তাহাদের আবেদনে কোন ফল দর্শিল না। তাহাদের সকলকেই তিনি এইমাত্র উত্তর প্রদান করিলেন যে পৈতৃক বিষয় বিভাগ না হইলে রাজসদনে প্রেরিত হইবে না।

At length the division was made. The younger brothers were satisfied, though none were able to follow the calculations of Love-gold. Each had a share assigned to him, which, considering the shortness of their probable sojourn in the city, seemed inexhaustible, and each was left to follow his own course.

I proceed to give a brief sketch of their history.

The remarkable point in that of Love-gold, the eldest, was his utter forgetfulness, not only of the old man's warning, but of the law of the city in which he dwelt. Every act of his life appeared to set them at defiance. His one great object was to accumulate wealth. He neither trusted it to the King's Messengers, nor spent it in procuring the good-will of his fellow-citizens, but hoarded it up within the walls of his own house. There was no present gratification that he would not sacrifice, in the hope of adding to his possessions for future years. And this he did with the sentence of exile hanging over his head, and the positive certainty, that, when he left the city, he would not be allowed to take the smallest portion of them away.

I have already said, that the inhabitants of Passing lived, for the most part, in forgetfulness of the law of Exile. But the conduct of Love-gold appeared unaccountable even to the most thoughtless among them.

অবশেষে বিভাগের সমাধা হওয়াতে অনুজেরা কাঞ্চনপ্রিয়ের গণনা বোধ গম্য করণে অসমর্থ হইলেও আপন২ অংশ লইয়া সন্তুষ্ট হইল। সকলেরই এক২ অংশ হস্তগত হইল এবং ঐ নগরীতে অধিক কাল অবস্থিতি করণের সম্ভাবনা না থাকাতে প্রত্যেকের অংশ অসীম বোধ হইতে লাগিল, পরে সকলেই স্বেচ্ছানুসারে আপন২ কার্য্য সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইল। সম্প্রতি তাহাদের উপাখ্যান সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতেছে।

কাঞ্চনপ্রিয় যে কেবল পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধের উপদেশ সম্পূর্ণ রূপে বিস্মৃত হইয়াছিলেন এমত নহে কিন্তু উক্ত নগরীতে যে ব্যবস্থা চলিত ছিল তাহাও তাহার স্মৃতিপথে রহিল না অতএব তিনি সকল ক্রিয়াতেই উক্ত ব্যবস্থার বৈপরীত্যাচার করিতে লাগিলেন কেবল ধনসঞ্চয়ই তাঁহার অভিপ্রেত হইল। তিনি রাজদূতগণের হস্তে কিঞ্চিন্মাত্র অর্থ সমর্পণ করিতে অথবা পুরবাসিবর্গের মনোরঞ্জনার্থ ব্যয় করিতে বিরত হইয়া কেবল গৃহমধ্যে রাশীকৃত করিয়া রাখিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং উপস্থিত সুখ সম্ভোগ বিসর্জ্জন করিয়া যাহাতে অর্থ বৃদ্ধি হয় কেবল সেই চেষ্টাতেই কাল ক্ষয় করিতে লাগিলেন। নির্ব্বাসন বিধি প্রতিক্ষণ প্রচার হইবার শঙ্কা ছিল এবং নগর পরিত্যাগ করিয়া গমন কালীন পূর্ব্বার্জিত ধন সম্পত্তির কিঞ্চিন্মাত্র সঙ্গে লইয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল না এ সকল বিষয় সম্পূর্ণ রূপে অবগত থাকিলেও ধন সঞ্চয়ে তাঁহার বিরতি মাত্র হইল না।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে জগৎপুর বাসিগণ প্রচলিত নির্ব্বাসন বিধি বিস্মৃত হইয়া কাল যাপন করিত কিন্তু কাঞ্চনপ্রিয়ের ঐ রূপ ব্যবহার দর্শন করিয়া অবিবেচক ব্যক্তিরাও চমৎকৃত হইয়া বোধ করিল যে তিনি বুঝি কোন মায়া জালে

He was supposed to be under the influence of a spell; and the following legend was commonly reported through the city:—

There had been, it was rumoured, a mine of gold communicating with the house of the departed merchant. Love-gold had taken possession of it, unknown to his brothers. The mine was haunted by an evil spirit, who had beguiled him by specious offers of assistance. For a time they had laboured together; but the evil spirit, while pretending to work out the precious ore, had changed the mine into a dungeon, and bound Love-gold hand and foot with chains of gold. After he had thus made him captive, he refused to allow him to return to the upper air, unless he would become his slave, and labour incessantly in bringing new treasures to the mine. It was farther said, that the golden bonds had never from that hour been removed; and that though they were invisible to the naked eye, the signs of their presence might be detected in every look and gesture of the unhappy merchant. Thus his head was continually bent downwards, and his very walk constrained and embarrassed, because the chains and fetters that he wore weighed heavily upon him and impeded his steps.

Strange as this legend seems, it was, in the main, true. One part alone was incorrect. The spirit of the gold mine had not used threats or violence; he had,

বদ্ধ হইয়া থাকিবেন সুতরাং ঐ নগরী মধ্যে এই রূপ প্রবাদ হইয়াছিল। যথা।

মৃত বণিকের বাটীর প্রান্তে এক নিভৃত স্বর্ণাকর ছিল কাঞ্চনপ্রিয় সহোদর গণের অজ্ঞাতসারে আপনি তাহার অধিকারী হইয়াছিলেন। ঐ স্বর্ণাকরের মধ্যে এক যক্ষ বাস করিত, সেই যক্ষ কাঞ্চনপ্রিয়কে নানা প্রকার আশ্বাস দিয়া মুগ্ধ করিয়াছিল, কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত বণিকনন্দন ঐ খেচর পুরুষের সহিত মিত্রভাবে আকর খননাদি কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে যক্ষ, স্বর্ণচয়ন করিবার ছলে, ঐ আকরকে তিমিরাবৃত কারাগার স্বরূপ করিয়া, কাঞ্চনপ্রিয়ের হস্ত পাদাদি সুবর্ণময় শৃঙ্খলে বদ্ধ করিল। তিনি করারুদ্ধ হইলে, যক্ষ কহিল যে তুমি আমার দাসত্ব স্বীকার করিয়া অবিরত নূতন২ রত্নাদি আহরণ পূর্ব্বক আকরের মধ্যে আনায়ন করিতে প্রতিশ্রুত না হইলে আমি তোমাকে লোকালয়ে গমন করিতে দিব না, পুরবাসি গণ সমাজে একথাও প্রচার হইয়াছিল, যে তাঁহার অঙ্গ উক্ত স্বর্ণ শৃঙ্খল হইতে কোন কালে মুক্ত হয় নাই। যদিও সে শৃঙ্খল চর্ম্মচক্ষুর অগোচর ছিল, কিন্তু তাহার স্থায়িত্বের লক্ষণ ঐ দুরবস্থ বণিকের ভঙ্গিতে স্পষ্ট বোধ হইত। ফলতঃ শৃঙ্খলের ভারে গমন কালে তাহার পাদবিক্ষেপ শিথিল হইত এবং তন্নিমিত্ত তাহার মস্তকও মৃত্তিকাভিমুখে অবনত থাকিত।

এই গল্প অসম্ভব বোধ হইলেও, নিতান্ত অলীক নহে, কেবল ইহার একাংশ মাত্র অসত্য ছিল। স্বর্ণাকরস্থ যক্ষ কাঞ্চনপ্রিয়ের প্রতি কোন ভয় প্রদর্শন অথবা বল প্রকাশ

throughout, accomplished his purpose by treachery, and Love-gold sunk, imperceptibly, into a state of servitude. His chains had been light and flexible when they were first twined around his limbs. It was while he wore them that, by little and little, they had increased in size and strength. For such was the nature of those bonds that, when newly wrought, they were most easily broken. For this reason, he was not suffered to feel their pressure until they had been hardened by time; and even then, the change was so gradual, that Love-gold was not aware of it. The signs of his bondage, which seemed so clear to others, passed unnoticed by himself.

Still, however, he was a slave, and by little and little incurred the full misery of servitude, though to the last unconscious of its cause. Morning, noon, and evening, he laboured for an insatiable master, who allowed him no share in the profits of his toil. Every day was passed in drudgery and weariness; every night in anxiety and care. Not an hour was given him to share the amusements of his fellow-citizens; not an hour for the duties of hospitality; not an hour for the quiet enjoyment of home. His whole time was claimed by the spirit of the gold mine; and very heavy and monotonous was the task imposed upon him. If a child were forced to go on hour after hour casting up a sum the figures of which were innumerable, he might form some idea of the employment of

না করিয়া, কেবল প্রতারণা দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি করিয়াছিল, এবং কাঞ্চনপ্রিয় ক্রমশঃ তাহার দাসত্ব কুহকে পতিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ সুকোমল শৃঙ্খলে তাহার হস্তপাদ বদ্ধ হইয়াছিল পরে ক্রমে২ ঐ শৃঙ্খলের কাঠিন্য ও পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অধিকন্তু তাহার এই বিশেষ গুণ ছিল, যে প্রথমাবস্থায় কোমল ও ভঙ্গুর, সুতরাং, কাল সহকারে দৃঢ়তর হইবার পূর্ব্বে তাহাতে কাঞ্চনপ্রিয়ের ভার বোধ হয় নাই, এবং পরেও, ক্রমশঃ দৃঢ়তা জন্মিবাতে, তিনি তাহা অনুভব করিতে পারেন নাই। সকল লোকের সমক্ষে দাসত্বের চিহ্ন স্বয়ং গাত্রে ধারণ করিলেও তদ্বিষয়ে তাঁহার আপনার কোন জ্ঞান ছিল না।

তথাপি কাঞ্চনপ্রিয় বাস্তবিক দাস হইলেন, এবং কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিলেও দাসত্ব জনিত দুঃখ উত্তরোত্তর ভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি নির্দয় প্রভুর কার্য্য সাধনার্থ প্রাতঃকালাবধি সায়ংকাল পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়াও, শ্রমের ফলের অংশী হইতে পারিলেন না, কেননা দিবাভাগে ক্লেশ ও কষ্ট ভোগে আর রজনীযোগে দুর্ভাবনা এবং চিন্তায় কাল হরণ করিতে হইত, তিনি পুরবাসিগণের সহিত কোন আমোদ করিতে কিম্বা বন্ধুবর্গের প্রতি আতিথ্য ক্রিয়া করিতে অথবা আত্ম পরিজনের সহিত সদালাপ করিতে এক ঘটিকা কালের নিমিত্তও অবকাশ প্রাপ্ত হইতেন না, স্বর্ণাকরস্থ যক্ষ মনে করিত সর্ব্বক্ষণ তাঁহাকে পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রাখা পরামর্শ সিদ্ধ, সুতরাং অতিশয় কষ্টসাধ্য এবং অপকৃষ্ট কার্য্যের ভারার্পণ করিত। কোন বালককে অনুক্ষণ অসংখ্য অঙ্ক সঙ্কলনে নিযুক্ত করিলে তাহার যেরূপ ক্লেশ হয় কাঞ্চনপ্রিয়ের কার্য্যেও তদ্রূপ কষ্ট বোধ হইত। তাহার ধন অসংখ্য অঙ্কের

Love-gold. His wealth was to him but as an endless sum, and his most successful enterprises did but add some new figure to the account.

Yet even this would give no just notion of his misery. He could not help believing the old man's warning, though his whole life was at variance with his belief. He knew that his buried treasure would be worse than useless when the day of his exile arrived. The gates of the Glorious City would be closed against him, and endless wanderings in the dreary wilderness were certain to succeed the present season of anxiety and toil. His heart often shrank within him, as he witnessed the averted looks of the Messengers of the Great King. They did not even offer to carry his treasures to the Royal Palace, for long experience had taught them that it was a waste of words to seek employment from Love-gold. Again and again had he resolved to intrust them with some portion of his wealth, but the subtle chains of gold withheld his hand, and, while he was struggling against them, the opportunity passed by, and he deferred till the morrow his intended gift.

While the eldest of the four brothers thus laboured incessantly for the spirit of the mine, the second was following a very different path. He was unfettered by any chain of gold, and his bearing was high and noble; his step firm and free. He looked down on his very riches with disdain, and they won him the

তুল্য ছিল, এবং কোন বিষয়ে পরিশ্রম করিয়া কৃতকার্য্য হইলে ঐ অঙ্কের বৃদ্ধি মাত্র হইত।

উপরোক্ত বৃত্তান্তেও কাঞ্চনপ্রিয়ের দুঃখ বর্ণনা পরিসমাপ্ত হয় না, তিনি সেই বৃদ্ধ পুরুষের উপদেশ মিথ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই, অথচ সর্ব্বদা তদ্বিপরীতাচরণ করিতেন। তাহার মনে বিলক্ষণ প্রতীতি ছিল যে নির্ব্বাসন সময় উপস্থিত হইলে গৃহস্থিত ধন রাশি কোন কার্য্যেই আসিবে না, তৎকালে রমণীয় নগরীর পুরদ্বার তাঁহার প্রতি রুদ্ধ হইবে, অতএব বর্ত্তমান অবস্থার দুর্ভাবনা ও ক্লেশের শেষ হইলেও তাঁহাকে নিবিড় অরণ্যে ভ্রমণ করিতে হইবে। অপর রাজদূতগণকে বিমুখ হইতে দেখিলে তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইত, তাহারা তাঁহার ধন রাজভবনে লইয়া যাইবার প্রসঙ্গ মাত্র করিত না, কেননা তাহারা বহুকাল দেখিয়া শুনিয়া এই স্থির করিয়াছিল যে কাঞ্চনপ্রিয়ের নিকট কর্ম্ম প্রার্থনা করা বাক্য ব্যয় মাত্র। কাঞ্চনপ্রিয়ও তাহাঁরদের উপলক্ষে অর্থের কিয়দংশ প্রেরণ করিতে বারম্বার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বর্ণ শৃঙ্খলে হস্ত বদ্ধ থাকাতে শৃঙ্খল ছিন্ন করণার্থ, যত্ন করিতেং সুযোগ কাল উত্তীর্ণ হইয়া যাইত সুতরাং প্রত্যহই কল্য দান করিব এই সঙ্কল্প করিতেন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাঞ্চনপ্রিয় এইরূপে স্বর্ণাকরস্থ যক্ষের সেবায় নিযুক্ত রহিলেন, কিন্তু তাঁহার অনুজ কীর্ত্তিপ্রিয় অন্য এক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলেন, ইহাঁর হস্ত স্বর্ণ শৃঙ্খলে বদ্ধ হয় নাই, এবং আকৃতির ভঙ্গিমা অতি মনোহর এবং ঔদার্য্য যুক্ত ছিল, আর পদার্পণেও দৃঢ়তার লক্ষণ দৃষ্ট হইত। কীর্ত্তিপ্রিয় ধন সম্পত্তির প্রতি অত্যন্ত উপেক্ষা করিতেন, তন্নিমিত্ত

envy and admiration of his fellow-citizens instead of their pity and contempt. But while in every other respect his conduct afforded a marked contrast to that of Love-gold, there was one important point in which he resembled him. He neglected altogether the old man's warning.

There was a district in Passing, far removed from the stir and traffic of the crowded streets, and farther still from the dwellings of the King's Messengers. It was remarkable for the beauty and costliness of its buildings. The erection of these formed a favourite occupation of the more wealthy merchants. Their appearance was very irregular, for the size and form of each varied with the taste and resources of the individual who raised it. But all might be comprehended under two great classes. Some were frail and unsubstantial, and intended to please the eye for one short summer, and then make way for others not less perishable than themselves; while some were built of firm and durable materials, in the hope that they might stand for centuries as memorials of their architects. The one class were for the most part called villas of Pleasure—the other, towers of Fame.

It was to the erection of one of these latter that Name-win devoted his vast wealth. The whole energy of his mind was given to this single object, and its gradual accomplishment was watched by his fellow-

পুরবাসিগণ তাহাকে জঘন্য অথবা হেয় বোধ না করিয়া বরং কখনং তাহার ঈর্ষা কখন বা প্রশংসা করিত। পরন্তু সকল বিষয়ে তাঁহার আচরণ কাঞ্চনপ্রিয়ের বিপরীত হইলেও এক বিষয়ে সদৃশ ছিল, অর্থাৎ তিনিও বৃদ্ধের উপদেশ অবজ্ঞা করিয়াছিলেন।

জগৎপুরের এক প্রদেশ নগর মধ্যস্থ কোলাহলাকুল রাজবর্ত্ম হইতে বহু দূরে স্থাপিত ছিল, সে স্থল রাজদূতগণের আবাস হইতে আর দূরতর, তথাকার গৃহাবলী অতি মনোহর এবং সুশোভিত ছিল, ধনাঢ্য বণিকেরা সেই প্রকার অট্টালিকা নির্ম্মাণে অতিশয় আমোদ করিত, কিন্তু ঐ প্রাসাদ সমূহ পরস্পর সমরূপ ছিল না। নির্ম্মাণ কর্ত্তৃগণের সম্পত্তি ও মানসিক ভাব এক প্রকার না হওয়াতে তাহারদের আকৃতি বিবিধ প্রকার হইয়াছিল। সে সকল প্রাসাদ দুই জাতীয় বলিয়া বিভক্ত করা যাইতে পারিত, প্রথম জাতি সামান্য অসার দ্রব্যে নির্ম্মিত প্রযুক্ত গ্রীষ্ম ঋতুতে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত নেত্রানন্দকর হইত এবং গ্রীষ্মাবসানে তৎপরিবর্ত্তে অন্যান্য গৃহ সংস্থাপিত হইত কিন্তু তাহাও তদ্রূপ অস্থায়ী, দ্বিতীয় জাতি দৃঢ়তর দ্রব্যে প্রস্তুত হইত, তন্নির্ম্মাণ কর্ত্তৃগণের তাৎপর্য্য উত্তর কালে শতং বৎসর পর্য্যন্ত আপনারদের কীর্ত্তির স্মরণ থাকে। প্রথম জাতীয় প্রাসাদ আমোদালয়, দ্বিতীয় জাতীয় যাশো মন্দির নামে বিখ্যাত ছিল।

কীর্ত্তিপ্রিয় এক যশোমন্দির নির্ম্মাণার্থ স্বীয় অর্থরাশি ব্যয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, ঐ বিষয়ে তাঁহার মন একাগ্র হইয়াছিল, এবং পুরবাসিগণও তাঁহার চেষ্টার সুসিদ্ধতা দর্শনার্থ অতিশয় ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছিল, জগৎপুরের

citizens with the most eager interest. The raising of the tower formed quite an epoch in the history of Passing. Wonderful stories were told of the depth of its foundations and the thickness of its walls. Each of the vast stones seemed to have its own legend annexed to it, while the quarry from which they came, and the names of the workmen, and every detail connected with the building, were carefully preserved in the annals of the city. But all this I must pass over very briefly, for the King's Messengers had no share in the work; and from this cause the whole narrative of the tower, which appeared so eventful to Name-win and his brother merchants, has but little interest in the present story.

The whole soul of Name-win was absorbed in the erection of the building;—and these few words comprise his history. He did not keep aloof from his fellow-citizens, but he made his intercourse with them subservient to this one object. If he visited the crowded streets, it was in order to select workmen of skill and strength. If he went into the market-place, it was to change his gold and jewels for blocks of marble and granite. His perseverance was rewarded, and his work prospered. Day after day the tower increased in size and beauty. It was to no purpose that the wind and storm beat against it; the firm foundations defied their power. The wreck of the surrounding buildings was made to assist its growth.

মধ্যে তাদৃশ মন্দির কখন স্থাপিত হয় নাই, তাহার মূল পত্তনের গভীরতা ও ভিত্তির প্রশস্ততা বিষয়ে বিচিত্র গল্প কল্পিত হইয়াছিল। প্রত্যেক প্রস্তরের পৃথক২ অদ্ভুত বিবরণ ছিল, কোন্ খনি হইতে প্রস্তর সংগ্রহ হইয়াছে ও কোন২ নির্ম্মাণ কর্ত্তার দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ হইয়াছে তৎসম্বন্ধীয় তাবৎ বৃত্তান্ত জগৎপুরের পুরাবৃত্ত মধ্যে বর্ণিত আছে, কিন্তু এস্থলে সে সকল বৃত্তান্ত বাহুল্যরূপে লেখা যাইবে না, কেননা তাহাতে রাজদূতগণের কোন সংস্রব ছিল না এবং যদিও ঐ মন্দিরের উপাখ্যান শ্রবণে কীর্ত্তিপ্রিয় ও তাঁহার সহযোগি বণিক্‌বর্গের কৌতুক হইত বটে তথাপি বর্ত্তমান ইতিহাসে তদ্বর্ণনায় প্রয়োজনাভাব।

উক্ত মন্দির নির্ম্মাণের ভাবনাতেই কীর্ত্তিপ্রিয়ের মন সতত নিবিষ্ট থাকিত, এই কএক কথাতেই তাঁহার চরিত্র বর্ণন অবসন্ন হয়। তিনি পুরবাসিগণ হইতে পৃথক্ থাকিতেন না, কিন্তু কেবল উক্ত কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত তাহারদের সহিত সর্ব্বদা আলাপ করিতেন, কখন২ যে জনতাকুল রাজপথে ভ্রমণ করিতেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে বলিষ্ঠ এবং নিপুণ শিল্পকরের অন্বেষণ করিবেন, অপর পণ্য স্থানেও গমন করিয়া বহুমূল্য রত্নও কাঞ্চনের বিনিময়ে মর্ম্মর ও গ্রানাট নামক বিচিত্র প্রস্তর সংগ্রহ করিতেন। তাঁহার ঐরূপ দৃঢ়তর যত্নেতে কার্য্য সিদ্ধি হইল, দিনে২ ঐ মন্দিরের শোভা ও পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, প্রচণ্ড বায়ুর আঘাতেও সে মন্দিরের কোন হানি হইল না কেননা তাহার ভিত্তি বদ্ধমূল হইয়াছিল। চতুষ্পার্শ্বস্থ গহাববলীর পতিতাংশেও সেই মন্দিরের সুগম হইয়াছিল,

Some of these had been left as fragments, in consequence of the sudden exile of their architects. Some were mouldering away with the lapse of time; and some were purposely undermined by the workmen of Name-win. He selected from the ruins of each such stones as seemed suited for the accomplishment of his design; until at length his tower rose so far above every other in the city, that it appeared to stand by itself in solitary grandeur.

The more it grew, the more was the mind of Name-win absorbed in its growth. It seemed to exercise a fascination over him, and from the day in which it became visible from every part of the city, his eye was seldom withdrawn from it. This may in part account for his neglect of the King's Messengers. His look was raised above them while he watched his tower. Even if they ventured to speak to him, their voices failed to arrest his attention; for his ear had been so long filled with the din and tumult of building, that it had been rendered deaf to any gentler sound.

Yet, notwithstanding his success, Name-win was not happy. He was perpetually changing or adding to his tower. It never seemed to have attained the perfection that he designed. He remembered also how the city of Passing was liable to the shock of earthquakes, so that at any moment the vast fabric might be shaken from its foundation and reduced to a heap

ভগ্ন ভবনের মধ্যে কোন২ ভবন নির্ম্মাণ কর্ত্তার সহসা নির্ব্বাসন হওয়াতে অসমাপ্ত ছিল ও কোন২ গৃহ কালাত্যয়ে জীর্ণ হইয়াছিল, এবং কীর্ত্তিপ্রিয়ের কর্ম্মকারকেরাও স্বয়ং কোন২ প্রাসাদ নির্ম্মূল করিয়াছিল, অতএব কীর্ত্তিপ্রিয় আত্ম মানস সুসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষায় ঐ সকল ভগ্ন অট্টালিকার অবশিষ্টাংশ হইতে প্রয়োজন মতে প্রস্তর সংগ্রহ করিলেন, তাহাতে অবশেষে তাঁহার মন্দির নগরস্থ অন্যান্য প্রাসাদ অপেক্ষা উচ্চতর হইয়া অনুপম রূপে বিরাজমান হইল।

মন্দিরের পরিমাণ যত বৃদ্ধি হইল কীর্ত্তিপ্রিয়ের মন ততই তাহাতে আসক্ত হইতে লাগিল, ফলতঃ তিনি ঐ প্রাসাদের মমতাতে অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এবং যে দিবস সেই মন্দির নগরের সর্ব্ব স্থান হইতে দৃষ্ট হইল তদবধি তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় অন্য দিকে প্রায় নিক্ষিপ্ত হইল না, অতএব রাজদূতগণকে উপেক্ষা করিবার মূল কারণ তাঁহার পক্ষে উহাই হইতে পারে কেননা তাঁহার চক্ষু সর্ব্বদা প্রাসাদের উপর নিক্ষিপ্ত থাকাতে অন্য কাহারও প্রতি দৃক্‌পাত হইত না, এবং রাজদূতেরা সাহস করিয়া কোন প্রস্তাব করিলেও তাহাতে তাঁহার মনঃসংযোগ হইত না বিশেষতঃ প্রাসাদ নির্ম্মাণের কোলাহল অনবরত শ্রুতিগোচর হওয়াতে কোমলতর শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে পারিত না।

পরন্তু কীর্ত্তিপ্রিয়ের ঐপ্রকার মানস সুসিদ্ধ হইলেও তিনি সুখী হইতে পারেন নাই, মন্দিরের কোন অংশের পরিবর্ত্তন কোন অংশের বৃদ্ধি করিতে অবিরত ব্যস্ত থাকিতেন, তথাপি আপনার অভিমতানুসারে তাহা সুসম্পন্ন করিতে অক্ষম হইলেন। অপর জগৎপুরে মধ্যে২ ভূমিকম্প হইয়া থাকে সুতরাং মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার প্রকাণ্ড অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইবার

of ruins. Neither was this all. Even at those times in which he was able to view with unmingled satisfaction the tower itself, there was still a cloud upon his vision of glory. It had arisen, in the first instance, from the simple question of a poor wayfaring man. Name-win had observed him gaze earnestly at the building, and then turn aside, as though to conceal his tears. He could not help inquiring what train of thoughts it had called forth to lead to such an expression of sorrow. There was a strange sadness in the wayfarer's reply. "I was thinking," he said, "how long this vast tower was calculated to last." "How long!" exclaimed Name-win with indignant pride; "centuries on centuries will elapse, and there shall be no symptoms of decay." "And I was also thinking," he continued, in the same melancholy tone, "how long its possessor will remain within its walls!"

The wayfarer had disappeared before Name-win could reply; but the unwelcome words kept recurring to his mind in spite of every effort to suppress them. It was true that only half the period usually allotted to the merchants for their sojourn in Passing had as yet passed by; but he knew that, at any moment, his sentence of exile might be pronounced, and that the strength of his tower would not delay its enforcement for a single hour. The warning of the old man now

সম্ভাবনা আছে এই ভাবনায় আরো ব্যাকুল হইলেন। অপর ঐইরূপ ভাবনাতেই যে কেবল তাহার দুঃখোদয় হইয়াছিল এমত নহে, যৎকালে হর্ষে পুলকিত হইয়া আপনার মন্দিরের প্রতি নিরীক্ষণ করিতেন তখনও তাঁহার হৃদয় আকাশ উৎকণ্ঠারূপ মেঘে আচ্ছন্ন হইত। একজন দরিদ্র পথিকের বাক্যে প্রথমতঃ তাঁহার দুর্ভাবনার উদয় হয়। একদা কীর্ত্তিপ্রিয় দেখিলেন যে এক অধন ব্যক্তি তাঁহার মন্দিরাভিমুখে কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পরে নেত্রাম্বু লুকাইবার ছলে অন্য দিকে দৃষ্টি করিতেছে, তাহাতে কি কারণ বশতঃ ঐ ব্যক্তির এমত ক্ষোভ হইল ইহার তথ্যানুসন্ধান করাতে পথিক অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়া উত্তর করিল "এই প্রকাণ্ড মন্দির কত দিন পর্য্যন্ত স্থায়ি থাকিবে তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতেছি!" কীর্ত্তিপ্রিয় তখন অভিমানে পরিপূর্ণ হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন "কি কত দিন থাকিবে? শত২ বৎসর গত হইলেও ইহার বিকৃতি হইবে না!"। পথিক পূর্ব্ববৎ বিষণ্ণ বদনে পুনশ্চ কহিল "এই মন্দিরের অধিকারী কত দিন ইহার মধ্যে বাস করিতে পাইবেন তাহাও চিন্তা করিতেছি"।

কীর্ত্তিপ্রিয় এই উক্তির উত্তর প্রদান না করিতে২ পথিক সে স্থান হইতে অন্তর্হিত হইল। অনন্তর তিনি ঐ অশুভ কথা বিস্মরণার্থ নানা প্রকার চেষ্টা করিলেও মনোমধ্যে তাহা ক্রমশঃ সংস্কার বদ্ধ হইল, জগৎপুর বাসি বণিকেরা সামান্যতঃ যত কাল সেস্থানে বাস করিতে পায় কীর্ত্তিপ্রিয়ের পক্ষে তখন তাহার অর্দ্ধেক সময়ও অতীত হয় নাই, তথাচ তিনি জানিতেন, যে প্রতিক্ষণ, নির্ব্বসান বিধি প্রচার হইবার সম্ভাবনা আছে এবং আসন্নকাল উপস্থিত হইলে মন্দিরের দৃঢ়তায় সেই বিধি প্রচারে এক ঘটিকা কালও বিলম্ব হইবে না, অতএব বৃদ্ধ পুরুষ প্রথমেই ভ্রাতৃ চতুষ্টয়কে যে উপদেশ করিয়াছিলেন

came back to his remembrance, and brought with it new feelings of disquietude and alarm. Where were the immense riches that had been intrusted to his care? Had any portion of them been laid up in the Royal Palace? Alas! he shrank from the reply. He had not, indeed, buried them in the earth like Love-gold. On the contrary, he had often lavished them with an unsparing hand. But, while he had seldom failed to examine those who came for them on their health, their strength, and their skill in building, he had forgotten the one only important question,—he had never asked, whether they were Messengers of the Great King.

There was a time when, as these thoughts passed through the mind of Name-win, he half formed the resolution of pulling down, stone by stone, the tower which he had raised, and giving the materials to the Kirg's Messengers. But the dread of ridicule and pride of heart prevailed. He felt that he should incur the mockery of his brother merchants, if, after years of incessant labour his own hand were to destroy the sole produce of his toil. He once more fixed his gaze stedfastly on the lofty building, and resolved to suppress every doubt and alarm. His efforts were at length successful. Not only did his former triumphant feeling return, but a yet more fatal delusion seized him. He fancied the story of the King's Mes-

তাহা তাঁহার স্মরণে আইল, তৎপ্রযুক্ত মনোমধ্যে পুনশ্চ এই প্রকার দুর্ভাবনার উদয় হইল, যথা, যে অর্থ রাশি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম তাহা এইক্ষণে কোথায় আছে? তাহার কিয়দংশ রাজ ভবনে প্রেরিত হইয়াছে কি না? এবং এবম্ভূত প্রশ্নের উত্তর প্রদানে তাঁহার হৃৎকম্প হইতে লাগিল। তিনি কাঞ্চনপ্রিয়ের ন্যায় মৃত্তিকার নীচে অর্থ সঞ্চিত করিয়া রাখেন নাই, বরং তদ্বিপরীতে প্রসারিত হস্তে ব্যয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু গ্রাহক লোক উপস্থিত হইলে তাঁহারদের শারীরিক কুশল ও বল এবং নির্ম্মাণ দক্ষতা ইত্যাদি বিষয়ে বিলক্ষণ পরীক্ষা করিয়াও তাহারা অধীশ্বরের দূত কি না এই মুখ্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে বিস্মরণ হইয়াছিলেন।

একদা এই সকল দুর্ভাবনা মনোমধ্যে উদিত হইলে কীর্ত্তিপ্রিয় প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে উক্ত মন্দির ভগ্ন করিয়া তৎসম্পর্কীয় সকল দ্রব্যাদি অধীশ্বরের দূতগণের মধ্যে বিতরণ করিবেন কিন্তু লোকলজ্জা ও অভিমান প্রবল হওয়াতে সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল না। তিনি বিবেচনা করিলেন যে, এত দিন পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া যাহা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা স্বহস্তে ভগ্ন করিলে অন্যান্য বণিকেরা তাঁহাকে ধিক্কার প্রদান করিবে। অনন্তর সেই উচ্চতর প্রাসাদাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া মনের উদ্বেগ ও সন্দেহ দূর করিতে যত্ন করিলেন, ফলতঃ এবিষয়ে তাঁহার যত্ন সিদ্ধ হইল, এবং তাঁহার মন পুনর্ব্বার কেবল পূর্ব্ববৎ দর্পেতে পূর্ণ হইল এমত নহে বরঞ্চ ভয়ানক মায়াতেও মোহিত হইল, অর্থাৎ তিনি রাজদূত

sengers, and the Royal Palace, and the Glorious City, to be a mere invention; and maintained that, notwithstanding the law of Exile, the only sure and lasting resting-place was to be found in the tower of Fame.

Alas! even while he was giving vent to these boastful words, his own sentence of exile had gone forth, and the bearer of the Royal Mandate was at hand. But we must leave him awhile, to follow the history of the two remaining brothers.

রাজভবন, রমণীয় নগরী এই সমস্ত বিষয়ের তাবৎ কথাই অলীক বোধ করিতে লাগিলেন, এবং মনে করিলেন, যে নির্বাসন বিধি প্রচার হইলেও, তাঁহার যশোমন্দির নিত্য আশ্রয় স্থান হইয়া চিরকাল থাকিবে।

হায়? যৎকালে তিনি এই প্রকার অভিমান করিতে ছিলেন, তৎক্ষণেই তাঁহার প্রতি নির্ব্বাসিত হইবার আদেশ প্রচার হইল, অতএব রাজাজ্ঞা বাহকেরা অনতিবিলম্বে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। সম্প্রতি অপর দুই বণিক্‌নন্দনের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে হইবে, একারণ আপাততঃ তাঁহার শেষ বিবরণ লিখিতে ক্ষান্ত হইলাম।

CHAPTER III.

The story of Seem-good, the third brother, differs greatly from the two that have preceded it. The warning of the old man did not merely leave a transient impression upon his mind, but gave a colouring to his whole course of action. He talked of it loudly and frequently to his fellow-citizens, and described, in affecting language, the wonderful vision which the mirror had disclosed. As soon as he received his share of his Father's wealth, he resolved to spend no portion on the pleasures of the city, but to transmit the whole to the King's Palace.

He did not fail to make public his intention; and there was no lack of Messengers. First one, then another came, each with his own tale of poverty or distress, and each promising to carry safely the treasure committed to his trust. Seem-good gave to all alike with an unsparing hand; but he soon grew weary of the monotony of the employment. All went on quietly day after day. There was no interest or excitement. His proceedings were either unobserved or disregarded by the greater part of the inhabitants of the city. He fancied that this was in part, the fault of his Messengers. As soon as they

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুজনাভিমানি নামা তৃতীয় ভ্রাতার ইতিহাস পূর্ব্বোক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের বৃত্তান্ত তুল্য নহে। বৃদ্ধের উপদেশের কেবল আভাস মাত্র তাঁহার স্মরণে ছিল এমত নহে কিন্তু তদনুসারে তাঁহার সকল কর্ম্মেরও রূপান্তর হইয়াছিল। তিনি সর্ব্বদা ঐ উপদেশের কথা পুরবাসিগণের নিকট উচ্চস্বরে প্রকাশ করিতেন। অপর মুকুর মধ্যে যে আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়াছিলেন তাহাও আক্ষেপ পূর্ব্বক বর্ণনা করিতেন। অতএব পিতৃ সম্পত্তির অংশপ্রাপ্ত হইবা মাত্র এই প্রতিজ্ঞা স্থির করিলেন যে নগরীয় অলীক আমোদে অর্থ ব্যয় না করিয়া সমুদয় ধন রাজ ভবনে প্রেরণ করিবেন।

সুজনাভিমানী এই মানস সর্ব্বত্র প্রকাশ করিলে রাজদূত গণের অপ্রাপ্তি হইল না, তাহারা একেং আসিয়া আপনং দুঃখ বৃত্তান্ত নিবেদন পূর্ব্বক সকলেই সাবধানে অর্থাদি পঁহুছিয়া দিতে অঙ্গীকার করিল। সুজনাভিমানী সকল ব্যক্তিকেই মুক্ত হস্তে দান করিতেন কিন্তু অবিলম্বে তদ্রূপ দান ক্রিয়াতে তাঁহার বৈরক্তি জন্মিতে লাগিল এবং প্রতিদিন সমভাবে দান ধর্ম্ম সম্পন্ন হওয়াতে ক্রমশঃ তাহাতে উৎসাহ কিম্বা আনন্দের হ্রাস হইল বিশেষতঃ পুরবাসিগণের অধিকাংশ তাঁহার ক্রিয়াতে দৃষ্টিপাত করিত না অথবা স্পষ্ট রূপে উপেক্ষা করিত অতএব তিনি মনে করিলেন যে দূতগণের দোষ হেতু এই সকল অনিষ্ট উপস্থিত হইতেছে কারণ তাহারা দান প্রাপ্তি মাত্রে তাহা গোপন করে এবং পথিমধ্যে অন্য কোন

received his gifts, they used studiously to conceal them, and shrink from the observation of those who met them in the streets. In order to prevent this, he directed that they should carry the bags of money openly in their hands, and from time to time give public notice of the object of their journey. Some few refused compliance, and were immediately dismissed his service.

This expedient, in part, succeeded. The Messengers were often seen and questioned, and more than one friend congratulated Seem-good on the store he was laying up in the Royal Palace. Still, however, he was dissatisfied. He required something more than this. The way of sending the money seemed to him out of keeping, both with the vastness of his wealth and with the important object for which it was sent. Bright visions would cross his mind of long triumphal processions through the streets of the city, and of shouts and acclamations attending their progress.

Now, while he was indulging these thoughts, a man in the garb of a herald stood before him. His form, at first, was dim and uncertain; but as the young merchant gazed upon it, it gradually increased in distinctness. He wore a gorgeous livery, and had a golden trumpet in his hand. He thus addressed himself to Seem-good :—" Your noble purpose has been long known to me; neither have you been remiss in

ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইলে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হয়। তিনি এই প্রতিবন্ধক নিবারণ করিবার মানসে ঘোষণা করিলেন যে যাচকদিগকে সাধারণের সমক্ষে মুদ্রা পূর্ণ থলিয়া হস্তে ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিতে হইবে এবং মধ্যে২ আপনারদের ভ্রমণের হেতু প্রচার করিতে হইবে, তদনন্তর যে২ ব্যক্তি এই বাক্যে অসম্মত হইল তাহারা তৎক্ষণাৎ নিরাকৃত হইয়াছিল।

উপরোক্ত উপায়ে তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ অভীষ্ট সিদ্ধি হইল রাজ দূতগণ ঐ প্রকারে গতিবিধি করাতে অনেকে তৎকারণা-নুসন্ধান করিতে লাগিল এবং সুজনাভিমানির বন্ধুবর্গ রাজ ভবনে বিপুল অর্থ সঞ্চয় হইতেছে বলিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিল কিন্তু ইহাতেও তাঁহার মনস্তুষ্টি হইল না তিনি এতদ-পেক্ষা অধিক প্রতিষ্ঠান্বিত হইতে বাসনা করিলেন কেননা তাঁহার যেরূপ ঐশ্বর্য্য ও মহদাশয়ে ধন ত্যাগের প্রয়োজন তাহা বিবেচনা করাতে ঐ প্রকারে ধন প্রেরণ করা অসঙ্গত বোধ হইল সুতরাং তাঁহার মনে এরূপ ইচ্ছার উদয় হইতে লাগিল যে যাচকগণ তাঁহার নিকট যথেষ্ট দান প্রাপ্ত হইয়া পথিমধ্যে শ্রেণীবদ্ধ রূপে গমন করুক ও তাহারদের ধন্য-বাদের ধ্বনিতে চতুর্দ্দিকস্থ আকাশ ব্যাপ্ত হউক।

একদা ঐরূপ ভাবনায় মগ্ন আছেন এমত সময়ে এক ব্যক্তি বন্দির বেশ ধারণ করত তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ তাহার আকৃতি অস্পষ্ট রূপে দৃষ্ট হইয়াছিল কিন্তু পরে বণিক্‌নন্দনের সমনস্ক দর্শনেন্দ্রিয় সন্নিকর্ষে স্পষ্ট বোধ হইল। সে ব্যক্তি সুশোভন বস্ত্র পরিধান করিয়াছিল এবং তাহার হস্তে এক স্বর্ণময় তুরী ছিল। সে সুজনাভিমানিকে সম্বোধন করিয়া কহিল তোমার অভিপ্রায় আমি বহু কালাবধি অবগত আছি তুমি তাহা সুসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে ত্রুটি কর নাই কিন্তু এক বিষয়ে তোমার ভ্রম হইয়াছে। তোমার যেরূপ ঐশ্বর্য্য তাহা এপ্রকার প্রচ্ছন্ন ভাবে ইতস্ততঃ ভ্রমণকারি

carrying it into effect. But there is one thing which you have forgotten. Such wealth as yours should, not be trusted to a few scattered Messengers, who wander some here and some there, and hide themselves in the obscure corners of the city. You require the assistance of a herald to summon them all at a stated period, and then to marshal them in their ranks, and arrange the order of their procession. Let, then, that office be mine."

The whole complexion of the life of Seem-good was changed by this proposal. He at once adopted the herald's suggestion, and the monotony of which he had complained passed away. From henceforth his embassies to the Royal Palace excited no less interest in the city than the tower of Name-win, while they proved to himself a source of perpetual triumph. It will be sufficient to describe one of them; for, though they seemed to his brother merchants to present an endless variety of appearance, the principal features in all are in reality alike, and the first embassy that he sent will give a true view of his history.

When the day for the grand procession had been fixed, the herald sounded his trumpet, and proclaimed it far and wide through the streets of the city. In the mean while, the young merchant collected many costly bales of merchandise, and exchanged a large quantity of jewels for silver and gold. As all this was done publicly in the market-place, it tended

ক্তিপয় রাজদূত দ্বারা প্রেরণ করা কর্ত্তব্য হয় না বিশেষ সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া বন্দি দ্বারা তাহারদের সকলকে একত্র আহ্বান পূর্ব্বক শ্রেণী বদ্ধ রূপে বিদায় করা উচিত অতএব আমার প্রতি এই কর্ম্মের ভারার্পণ কর।

এই কথার প্রসঙ্গে সুজনাভিমানির রীতি চরিত্র অন্যপ্রকার হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ বন্দির বাক্যপ্রমাণ কার্য্য করিতে লাগিলেন তাহাতে পূর্ব্বে একাকার কর্ম্মে নিযুক্ত থাকাতে যে উৎসাহ শৈথিল্য হইয়াছিল এইক্ষণে তাহাও দূর হইল। অপর কীর্ত্তিপ্রিয় মন্দির নির্ম্মাণ করাতে নগরী মধ্যে যে রূপ আনন্দ হইয়াছিল ঐ সময়াবধি রাজভবনে দূত প্রেরণের উপলক্ষেও তাদৃশ কৌতুক হইতে লাগিল এবং সুজনাভিমানীও স্বয়ং তদুপলক্ষে সতত হৃষ্টমনা হইয়া রহিলেন তিনি যে সকল সমারোহ করিয়াছিলেন তাহার একটার বর্ণনা করিলেই এস্থলে পর্য্যাপ্ত হইবে কেননা পুরবাসি বণিকেরদের সমক্ষে প্রত্যেক সমারোহ নূতন বোধ হইলেও প্রধান২ ব্যাপার সকলই একরূপ ছিল। অতএব প্রথমে যে দূত শ্রেণী প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা কারিলেই ঐ বিষয়ের সম্পূর্ণ উপাখ্যান অবসন্ন হইবে।

দূতশ্রেণী প্রেরণার্থ দিন স্থির হইলে বন্দী তুরী বাদ্য পূর্ব্বক নগরীর চতুষ্পার্শ্বে তদ্বিষয়ক ঘোষণা করিল পরে বণিকনন্দন ভূরি২ বহু মূল্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাশি২ মণি মাণিক্যের বিনিময়ে যথেষ্ট রজত কাঞ্চন আয়োজন করিলেন। এই সকল ব্যাপার হট্টের মধ্যে সমাধা হওয়াতে তদ্বিষয়ে সকলেরি মহা কৌতুক হইল। ইতিমধ্যে বণিক নন্দন আপন বাটীর দ্বার রুদ্ধ রাখিতে আরম্ভ করিলেন এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণকারি যে সকল দূত সে স্থানে উপস্থিত হইল

greatly to increase the general interest. The doors of his own mansion were closed, and the few solitary Messengers, who came to them from time to time, were dismissed, with orders to return together on the day announced by the herald.

On the appointed morning the windows of the neighbouring houses were thronged with spectators. Presently the crowd thickened in the street until the whole of it was blocked up by persons professing to be King's Messengers. So vast was the concourse that many a poor widow and orphan struggled in vain to pass through it, and returned sadly to their own homes without once obtaining a sight of the dwelling of Seem-good. At midday the young merchant appeared. He was attended by a splendid retinue of friends; near him were the bales of goods and the gold and silver, which he was about to distribute, but nearer still was the herald, who never failed to keep closely to his side. The sun shone fully upon them; and as its rays were reflected back by their bright apparel and the golden trumpet and the precious metals that lay scattered upon the ground, the air was rent with the acclamations of the assembled multitudes.

After the shouts had continued some minutes, the herald proclaimed silence; and Seem-good, taking coins of various sizes from the heaps at his side, scattered them indiscriminately among the people. A scene of fearful confusion followed, while each Messenger

তাহাদিগকে কহিলেন "অদ্য বিদায় হও, আদিষ্ট দিবসে উপস্থিত হইও"।

অনন্তর নির্দ্দিষ্ট দিবসের প্রাতঃকালে চতুষ্পার্শস্থ গৃহের লোকেরা কৌতুক দর্শনার্থ স্ব২ বাতায়ান সমীপে উপস্থিত হইল এবং অনতিবিলম্বে জনতার বৃদ্ধি হওয়াতে অবশেষে সমুদয় রাজবর্ত্ম রাজদূত গণে ব্যাপ্ত হইল আর এত অসংখ্য লোকের সে স্থানে সমাগম হইল যে কত২ অবীরা দরিদ্র অবলা ও পিতৃমাতৃ হীন শিশু গমনের পথ রুদ্ধ হওয়াতে সুজনাভিমানির গৃহ দর্শনেও অসমর্থ হইয়া বিষণ্ণচিত্তে স্ব২ আবাসে প্রত্যাগমন করিল। তৎপরে মধ্যাহ্ন কাল আগত হইলে বণিক্‌নন্দন সুসজ্জিত বেশধারি পাত্রমিত্র সমভিব্যাহারে যাচক বর্গের সমক্ষে গিয়া উপস্থিত হইলেন, সেখানে রাশি২ রজত কাঞ্চনাদি দাতব্য দ্রব্য প্রস্তুত ছিল এবং পূর্ব্বোক্ত বন্দী যে কখন দাতার নৈকট্য ত্যাগ করিত না সেও আসিয়া তাঁহার সমীপে দণ্ডায়মান হইল। দিবাকরের রশ্মিতে তাহারদের সকলের অত্যন্ত শোভা হইতে লাগিল এবং তাহারদের উজ্জ্বল পরিচ্ছদ ও স্বর্ণময় তুরী এবং মৃত্তিকা স্থিত ধাতুরত্ন প্রভাকরের তেজে জাজ্বল্যমান হওয়াতে তাহা হইতে যে জ্যোতিঃ প্রবাহ নির্গত হইতে লাগিল উপস্থিত জন গণ তাহা দেখিয়া সাধুবাদ ধ্বনিতে নভো মণ্ডল ব্যাপ্ত করিল।

কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ রূপ ধ্বনি হইলে পর বন্দী জনগণকে নিস্তব্ধ হইতে আদেশ করিল এবং তদনন্তর সুজনাভিমানী সম্মুখস্থিত কাঞ্চনাদির রাশি হইতে নানা প্রকার মুদ্রা গ্রহণ করিয়া ঐ জনতা মধ্যে নিঃক্ষেপ করিতে লাগিলেন ইহাতে দূতগণ পরস্পর স্ব২ অংশ হস্তগত করিবার চেষ্টা করাতে অত্যন্ত কোলাহল উপস্থিত হইল সুতরাং ভূরি২ দুর্ব্বল ও ব্যাধিগ্রস্ত লোক মৃত্তিকাতে পতিত হইয়া ঐ জনতার পদাঘাতে মৃত প্রায় হইয়া গেল। বণিক নন্দন তাহারদের

struggled for his share. Many of the most weak and sickly were crushed and trodden under foot. The young merchant could see but a small portion of their sufferings, yet even that gave rise to painful thoughts; but the whisperings from within were quickly suppressed by the loud voice of the herald, as he proclaimed, "Hasten, hasten, ye Messengers; gather up the treasures of Seem-good the merchant, which he bids you bear to the distant Palace of the Great King."

It was not until the vast stores which Seem-good had provided for the occasion were exhausted that the tumult ceased. And then the herald arranged the Messengers in a long procession, that they might march publicly through the city. It was a strange sight to see that troop of miserable objects, moving along to the sound of a trumpet, with all the external signs of triumph and joy. The misery of their general appearance formed, for the most part, a singular contrast to the costly burthens which they bore. Many of them seemed conscious of this, and shrank instinctively from the observation of their fellows; but none were permitted to desert the order of march; and ever as they advanced onward, the voice of the herald proclaimed louder and louder, "Behold, ye citizens, behold the riches of Seem-good, which he sends before him to the distant Palace of the Great King."

The procession was so arranged as to be kept continually within view of the young merchant. He watch-

দুঃখের কিয়দংশে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন এবং তাহাতে তাঁহার মনে বিষাদ জন্মিবার উপক্রম হইয়াছিল পরন্তু তৎপরে বন্দীর ঘোষণাশব্দে করুণার সঞ্চার একেবারে দূরীভূত হইয়াগেল। বন্দী উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ ধ্বনি করিল "হে দূতগণ ত্বরায় নিকটস্থ হইয়া সুজনাভিমানী বণিকের আদেশানুসারে এই অর্থ রাশি গ্রহণ পূর্ব্বক অধীশ্বরের দূরস্থিত ভবনে লইয়া যাও"।

পরে দাতব্য ধন সমুদয় ব্যয় হওন পর্য্যন্ত কোলাহলের নিবৃত্তি হইল না, অনন্তর প্রকাশ্য রূপে নগর পরিভ্রমণ করিয়া গমন করিবার নিমিত্ত বন্দী দূতগণকে শ্রেণীবদ্ধ করিল তাহাতে ঐ দীন দুঃখি ব্যক্তিরা তুরী ধ্বনির তালে২ আনন্দ পূর্ব্বক নৃত্য করিয়া গমন করাতে অপূর্ব্ব কৌতুক বোধ হইল এবং দুরবস্থ লোক সকল ধন রত্নের ভার বহন করাতে বিপরীত ভাব হইতে লাগিল। তাহারদের মধ্যে অনেকে ঐ বিপরীত ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া আপনং সঙ্গি লোকের দৃষ্টি পথস্থ হইতে সঙ্কুচিত হইল কিন্তু শ্রেণী ত্যাগ করিয়া গমন করিতে পাইল না। তাহারদের একত্র হইয়া গমন করিবার সময় বন্দী ক্রমশঃ উচ্চৈঃস্বরে এই ঘোষণা করিতে লাগিল "হে পুরবাসিগণ, সুজনাভিমানির ঐশ্বর্য্য দর্শন কর, ইনি ঐ সকল ধন সম্পত্তি দূরস্থিত রাজভবনে প্রেরণ করিতেছেন"।

বন্দী ঐ সকল লোককে এমত রূপে শ্রেণী বদ্ধ করিয়াছিল যে তাহারা গমন করিতে২ বণিকনন্দনের দৃষ্টিপথের অতীত

ed its course through the market-place, and up and down the principal streets of the city. From the point at which he stood he could hear distinctly the shouts of the populace and the proclamation of the herald; and there he remained, watching and listening, until the shades of evening closed in, and the reality was lost in a bright and beautiful dream.

For in the visions of the night procession after procession continued to pass before him; they were all laden with costly offerings for the Royal Palace,—some of silver and gold, some of bales of merchandise, some of glorious apparel,—but they kept moving round and round the city, and with the inconsistency of a dream it did not seem strange to Seem-good that, though bound on a distant journey, they never passed beyond its walls.

Such was the general aspect of the processions of Seem-good. Some exceeded others in pomp and magnificence; but each was proclaimed by the same trumpet, and set in order by the same herald; so that, as I before said, one description will suffice for them all.

Meanwhile, his resources seemed inexhaustible. It was as though his treasure kept returning to himself, and the more he gave the more he had to bestow. Of all the brothers he was by far the most popular; his sojourn in the city was cheered alike by the praises of the rich and the blessings of the poor. There were, indeed, some who murmured and repined, but

না হয়। সুজনাভিমানীও তাহারদের হট্ট এবং প্রধান বর্ত্ম দিয়া গমন করিবার সময় স্থিরদৃষ্টি করিয়া রহিলেন। তিনি যে স্থলে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন সে স্থান হইতে লোক সমূহের সাধুবাদ ধ্বনি ও বন্দির ঘোষণা স্পষ্টরূপে তাঁহার কর্ণগোচর হইত। এইরূপে সায়ংকাল পর্য্যন্ত সুজনাভিমানী দণ্ডায়মান হইয়া চক্ষু কর্ণের সন্তোষ করিলেন, পরে রজনী কালে ঐ শোভার প্রত্যক্ষ দর্শনে বঞ্চিত হইলেও স্বপ্নযোগে তাহা অবলোকন করিতে লাগিলেন।

স্বপ্নাবস্থাতে তাঁহার বোধ হইল যেন ভূরি২ লোক শ্রেণী বদ্ধ হইয়া তাঁহার সম্মুখ দিয়া বিবিধ প্রকার মহামূল্য উপঢৌকন গ্রহণ পূর্ব্বক রাজভবনে যাত্রা করিতেছে, কেহ২ রজত কাঞ্চন, কেহ বা অন্যান্য পণ্য দ্রব্য বহন করিতেছে, কাহারো বা হস্তে মহা শোভিত পরিচ্ছদ দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু তাহারা যেন নগরের মধ্যেই প্রদক্ষিণ করিতেছে। স্বপ্নাবস্থায় যুক্তাযুক্তের বোধ থাকে না অতএব দূতগণের দূরে গমন সংকল্পিত হইলেও স্বপ্নযোগে তাহাদিগকে নগরীয় প্রাচীরের বাহির হইতে না দেখাতে তাঁহার মনে চমৎকার জ্ঞান হইল না।

সুজনাভিমানী দূতগণকে এই প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রেরণ করিতেন তাহাতে কোন২ শ্রেণীর মধ্যে কিঞ্চিৎ তারতম্য থাকিলেও ঐ তুরী দ্বারা সকলেরি সমারোহের ঘোষণা হইত এবং উক্ত বন্দী সকলেরি সজ্জার বিধান করিত অতএব এক শ্রেণীর বর্ণনাতেই সমুদয়ের বর্ণনা চরিতার্থ হইল।

অতঃপর তাঁহার ধন সম্পত্তি যেন অক্ষয় বোধ হইতে লাগিল। তিনি যত দান করিতেন তাঁহার অর্থ রাশিও তদনুসারে বৃদ্ধি পাইত। অপর ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ের মধ্যে তিনিই লোক সমাজে অধিক প্রতিপন্ন হইলেন নগরী মধ্যে

their complaints were drowned by the trumpet of the herald, and never reached the ears of Seem-good. He believed himself to be idolized by all within the city, at the same time that he was laying up for himself an inexhaustible store of wealth beyond its walls. Sometimes his feelings were those of quiet self-complacency, sometimes of joyous triumph; but they were rarely overclouded by the slightest shadow of doubtfulness or alarm. The pursuits of his elder brothers were regarded by him with a kind of contemptuous compassion. He would often stand in the bright sunshine on the rising ground where his house was built, and point in derision to the tower of Name-win, or describe with bitterness the yet sadder slavery of Love-gold; and then following with his eye the long train of his own Messengers, he would conclude by saying, "I, too, have my tower, but it is built on a surer foundation; I, too, have my treasures, but I have sent them to a safer home!"

The story of the fourth brother I cannot tell, for but little is known of his history. He did not resemble either Love-gold or Name-win, for he neither toiled and laboured for the spirit of the gold-mine, nor built for himself a tower of Fame; and yet he was also unlike Seem-good, for no herald attended him on his walks, and there was no array of Messengers to be seen continually at his door. Much of his time was passed in seclusion. His occupations were

অধন, সধন সকলেই তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিত। কেহ২ তাঁহার প্রতি বৈরক্তি প্রকাশ করিয়াছিল বটে কিন্তু বন্দীর তুরী বাদ্যে তাহাদের বিরাগ সূচক শব্দ কস্মিন্ কালেও তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই। তাঁহার মনে এই প্রত্যয় ছিল যে তিনি পুর মধ্যে সর্ব্ব পূজ্য হইয়াছেন এবং উত্তর কালে ভোগ করিবার জন্য পুরীর বাহিরেও অক্ষয় ধনরাশি সঞ্চয় করিতেছেন। অতএব কখন২ আত্ম শ্লাঘায় কখন বা জয়োল্লাসে তাঁহার চিত্ত প্রফুল্ল হইত, তাঁহার হৃদয় আকাশ সন্দেহ বা ভয় রূপ মেঘে প্রায় কখনই আচ্ছন্ন হইত না। অপর তিনি সহোদরদিগের ক্রিয়ার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতেন আর রবি কিরণ কালে নিজ বাটীর সম্বলিত উচ্চতর স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া কীর্ত্তি প্রিয়ের মন্দিরে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ পূর্ব্বক শ্লেষোক্তি করিতেন ও কখনবা কাঞ্চন প্রিয় অর্থের নিতান্ত বশীভূত হওয়াতে তাহার প্রগাঢ় দাসত্ব বর্ণনায় কৌতুকাবিষ্ট হইতেন কিন্তু অবশেষে আপন দূত শ্রেণীর প্রতি নেত্রপাত করিয়া এই বক্তৃতা করিতেন যে "আমারও এক মন্দির আছে, তাহা প্রগাঢ় মূলে বদ্ধ হইয়াছে। আমারও ধন সম্পত্তি আছে কিন্তু তাহা নিরাপদ স্থানে সঞ্চিত রাখিয়াছি।"

চতুর্থ ভ্রাতার উপাখ্যান বর্ণন করা সাধ্যাতীত, কেননা তদ্বিষয়ের কোন কথাই প্রসিদ্ধ নাই, কাঞ্চনপ্রিয় অথবা কীর্ত্তিপ্রিয়ের ন্যায় তাঁহার চরিত্র ছিল না কারণ তিনি স্বর্ণাকরস্থ যক্ষের সেবায় অথবা যশোমন্দির নির্ম্মাণে নিরত থাকেন নাই। অপর তাঁহার স্বভাব সুজনাভিমানির ন্যায়ও ছিল না কেননা কোন বন্দী তাঁহার সঙ্গে সতত সংলগ্ন থাকিত না এবং রাজ দূতগণকেও তাহার দ্বারে শ্রেণীবদ্ধ দেখা যাইত না। তিনি নিভৃত স্থানে কালযাপন করিতেন এবং কোন্ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতেন ইহা কেহই জানিত না ফলতঃ জগৎপুর নগরী

unknown; and he sojourned in the city of Passing as one who scarcely belonged to it. Those who watched with the greatest interest the different pursuits of the three elder brothers, were gradually led to forget the very existence of Wise-heart. There was no great event to mark it or force it upon their attention. At one time, indeed, he did excite a momentary sensation. He left the quarter of the city inhabited by the wealthy merchants, and made choice of a more lowly mansion, surrounded by the dwellings of the poor. His motives even for this change were never discovered. Some ascribed it to avarice, some to want. But it soon ceased to be a topic of conversation; and he was consigned to greater obscurity than before.

To the few friends who continued to visit him in his retirement he was always kind and hospitable; but there was a mystery about his way of life which they were unable to penetrate. As time went on, he still seemed to grow poorer and poorer. Some secret drain appeared to exhaust his wealth. No sign of luxury was seen in his abode; his dress was changed for one of less costly materials; and his diet was of the simplest kind. All this was of itself strange, but there was something yet more unaccountable in the effect that it had upon Wise-heart himself. Every day his step grew lighter, and his countenance more full of joy. The look of depression and anxiety which

মধ্যে তিনি যেন বিদেশীয় লোকের ন্যায় বাস করিতেন। যে সকল ব্যক্তি তাঁহার অগ্রজদিগের চরিত্র দর্শনে কৌতুকাবিষ্ট হইত তাহারা ক্রমশঃ তাঁহার নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইতে লাগিল কেননা তাহারদের যাহাতে মনোভিনিবেশ সম্ভাব্য তিনি তদ্রূপ কার্য্য করেন নাই কেবল এক বিষয়ে ক্ষণকালের জন্য তাঁহার নামের আন্দোলন হইয়াছিল যে সুচেতাঃ ধনাঢ্য বণিকদের পল্লী পরিত্যাগ করিয়া অতি দীন দুঃখি লোকেরদের গৃহ পরিবেষ্টিত যৎসামান্য নিকেতনে বাস করিতে উপক্রম করিলেন কিন্তু কি মানসে ঐপ্রকার পল্লীতে নিবাস ধার্য্য করিয়াছিলেন তাহা কেহ অবগত ছিল না। কেহ২ কহিত কৃপণতা স্বভাব প্রযুক্ত সুচেতাঃ দরিদ্র পল্লীতে থাকিল অপরে বলিত অর্থাভাবে ঐ রূপ করিলেন পরন্তু তদনন্তর অবিলম্বেই নগরী মধ্যে তাঁহার নামের আন্দোলন একেবারে নিবৃত্ত হইল তাহাতে তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা আরো প্রচ্ছন্ন ভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

সুচেতার যে কএক জন বন্ধু ঐ নিভৃত স্থানে গমনাগমন করিত তিনি যথোচিত অভ্যর্থনা পূর্ব্বক তাহারদের আতিথ্য করিতেন কিন্তু তাহারাও তাঁহার জীবন বৃত্তান্তের নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধানে সমর্থ হয় নাই। তিনি কাল সহকারে উত্তরোত্তর দরিদ্র হইতে লাগিলেন কেননা কোন অপ্রকাশ্য কারণ বশতঃ তাঁহার ধন রাশি ক্ষয় হইত। তাঁহার বাটীতে ঐশ্বর্য্যের কোন চিহ্ন রহিল না, পূর্ব্বে যে পরিচ্ছদ ধারণ করিতেন তদপেক্ষা অল্প মূল্য বস্ত্রাদি পরিধান এবং অতি সামান্য দ্রব্য আহার করিতে লাগিলেন সুতরাং এই সকল ব্যাপার দর্শনে লোক সমূহের চমৎকার জন্মিবার অসম্ভাবনা ছিল না। অধিকন্তু তাঁহার আপনার ভাবান্তর অধিক আশ্চর্য্যকর হইয়াছিল কেননা তাঁহার আচরণ উত্তরোত্তর সহজ হইতে লাগিল এবং মুখমণ্ডল আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। বহু সম্পত্তি

during the days of his abundance he had at times worn, was now never seen upon his brow. One would have imagined, that it was not his wealth, but some heavy burthen that had been taken away from him; he became so light and cheerful under its removal. When questioned as to the cause of this, he would sometimes answer by a smile, sometimes by a tear; and there were those who said that, though the smile of Wise-heart never failed to make the heart rejoice, his tear was yet more full of gladness than his smile.

The young merchant was really poor. The cause of his poverty, like the rest of his history, was buried in obscurity; but, whatever became of his money, it did not, like that of Seem-good, keep returning to him again. The praise of men never gilded his deeds of self-sacrifice, neither did earthly glory shed its brightness upon his path. And yet, after all, his lowly dwelling was not without its beautiful legend. There were some who could tell how, in the dim twilight, or in the still hour of night, they had seen the train of Royal Messengers moving stealthily from his door. They were not arranged in ranks, like those sent by Seem-good. Every individual walked alone. And yet it was clear that all formed part of the same long procession, for each had his left hand muffled closely in his garments, while with the right he pointed to the East to mark the direction of his journey

কালে তাঁহার বদনে যে উৎকণ্ঠা ও বিষাদের চিহ্ন কখন২ প্রকাশ হইত তাহা পরে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইল তাহাতে আপাততঃ এমত বোধ হইত যে তিনি ধন সম্পত্তিতে বঞ্চিত না হইয়া বরং কোন বিশেষ ভার হইতে মুক্ত হইয়াছেন কেননা তাহাতেই ঐরূপ আনন্দ সম্ভাব্য। কিন্তু কেহ ঐ বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কখন২ ঈষৎ হাস্য কখন বা অশ্রুপাত করিতেন তাহা দেখিয়া কেহ২ কহিত সুচেতার হাস্য দর্শনে চিত্ত রঞ্জন হয় বটে কিন্তু তাঁহার অশ্রুপাত দৃষ্টি করিলে অন্তঃকরণ তদপেক্ষা অধিক প্রফুল্ল হয়।

ঐ বণিক নন্দনের দরিদ্রতার বিষয়ে কাহারো সন্দেহ ছিল না কিন্তু কি কারণ বশতঃ তিনি নিঃস্ব হইলেন তাহা তাঁহার অন্যান্য বৃত্তান্তের ন্যায় অস্পষ্ট ছিল ফলতঃ তাঁহার অর্থ যে প্রকারে ব্যয় হউক সুজনাভিমানির ন্যায় পুনর্ব্বার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত না। তাঁহার ধনবিতরণ কখন মনুষ্য জাতির প্রশংসাতে পরিশোভিত হয় নাই এবং তাঁহার পদবীও পার্থিব যশোলাভে উজ্জ্বল হয় নাই তথাপি তাঁহার ক্ষুদ্র গৃহের বিষয়ে এক মধুর ইতিহাস প্রচার হইয়াছিল। কেহ২ কহিত যে প্রদোষ ও রাত্রি কালে সুচেতার দ্বারে রাজ দূতগণ গোপনে যাতায়াত করে, তাহারা সুজনাভিমানির দূতগণের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যায় না প্রত্যেকে স্বতন্ত্র২ গমন করে। কিন্তু ইহাতেও স্পষ্ট বোধ হইয়াছিল যে ঐ দূতেরা তাবতে এক দলে সংশ্লিষ্ট ছিল কেননা সকলেই বাম হস্ত পরিচ্ছদ মধ্যে প্রচ্ছন্ন করিয়া গন্তব্য পথ প্রদর্শনার্থ দক্ষিণ কর পূর্ব্বাভিমুখে বিস্তার করিত। আর নগরের নিভৃত মার্গ

Slowly and silently, one by one, they moved onward through the least frequented streets of the city. Not a footfall was heard as they passed along. At length they reached the Eastern gate. It was closed against them, but, like a long line of shadows, the procession still continued its unswerving course, and, passing straight through the opposing barrier, were lost in the darkness beyond.

These things were not, indeed, reported publicly in the city. Few of the wealthy merchants had heard them at all, and fewer still believed them. Those who witnessed them felt their voices hushed by the solemnity of the scene. Its silence seemed, as it were, to rest upon them; and they could only whisper of it from ear to ear, or meditate upon it quietly in their own homes. And when they asked themselves with a thrill of eager interest, whither that long procession had gone, a voice within them would reply, "It is gone far, far beyond the boundaries of the city,—the barriers were unable to arrest its progress,—and it now bears the treasures of Wise-heart to the distant Palace of the Great King."

Such was the legend; but there is one part of it which yet remains to be told. It was said that when the few, who had witnessed the secret procession, returned to the street in which the merchant lived, they perceived his doorway to be strewed with

দিয়া সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া গমন করিত, তাহারদের পদার্পণের শব্দও কোন ব্যক্তির কর্ণগত হইত না এবং অবশেষে পূর্ব্ব দিক্স্থ গোপুরে উপস্থিত হইলে কবাট রুদ্ধ থাকিলেও শ্রেণীভঙ্গ না হইয়া বরং সুদীর্ঘচ্ছায়াবল্লীর ন্যায় গমন করিত পরে পথ অনর্গল করিয়া যাত্রা করত দূরস্থ অন্ধকারে অন্তর্হিত হইত।

নগরী মধ্যে উক্ত ব্যাপারের প্রচার হয় নাই। ধনি বণিক্দের মধ্যে কেহ২ শুনিয়াছিল বটে কিন্তু তাহারদের অধিকাংশ প্রত্যয় করে নাই অপর যাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছিল তাহারাও ঐ ব্যাপারের গম্ভীরতা হেতু নিস্তব্ধ থাকিত ফলতঃ ঐরূপ নির্জনে দাতৃত্ব দেখিয়া তাহারা স্পষ্ট বর্ণনা করিতে পারিত না কেবল মৃদুস্বরে পরস্পর কথোপকথন করিত অথবা গৃহে বসিয়া তদ্বিষয়ের চিন্তা করিত এবং যখন একাগ্রচিত্ত হইয়া মনে২ ভাবিত যে ঐ লোক্ শ্রেণী কোথায় প্রস্থান করিল তখন যেন এই অলক্ষ্য শব্দ শ্রবণ করিত যে "তাহারা পথ রুদ্ধ থাকিলেও নগরীর সীমা উত্তীর্ণ হইয়া বহু দূরে গমন করিয়াছে এবং সুচেতার ধন সম্পত্তি দূরস্থিত অধীশ্বরের ভবনে লইয়া গিয়াছে"।

সুচেতার বিষয়ে এইরূপ চিত্তরঞ্জক ইতিহাস কল্পিত হইয়াছিল কিন্তু তাহার এক অংশের বর্ণনা এখনও হয় নাই, কথিত আছে যে যেসকল ব্যক্তি ঐ অপ্রকাশ্য লোক শ্রেণী দর্শন করিয়াছিল তাহারা উক্ত বণিক্নন্দনের বাটীর নিকটস্থ বর্ত্মে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিল যে তাঁহার গৃহ দ্বারের পথ মুক্তা-

pearls, while an amber light shone around his dwelling, and strains of gentle music were heard from within its walls. So soft was that light, that it seemed but to shed its colouring on the surrounding darkness —so quiet that music, that the stillness of the night was unbroken by the sound. They stood gazing at a distance. They were afraid to venture near, lest, like a scene of enchantment, it should vanish from their view ; and there was a fascination in it, which would not suffer them to depart. The eye never grew weary of watching that lovely radiance, nor the ear of listening to that celestial melody. At length the sun arose, and then the vision passed away ; or rather, though the soft light and quiet music never ceased to bless the house of Wise-heart, they could not be seen and heard in the glare and turmoil of the day. The pearls also were no longer visible. There were some, indeed, who fancied they could still perceive them ; but, when they stooped to gather them, they found only the drops of morning dew which lay upon the ground.

ফলে পরিপূর্ণ আছে এবং সুস্নিগ্ধ আলোকে অট্টালিকা সুশোভিত হইয়াছে আর মনোহর বাদ্যধ্বনি গৃহের মধ্য হইতে নির্গত হইতেছে। ঐ আলোক এমত স্নিগ্ধ ছিল যে চতুর্দিকস্থ অন্ধকারের উপর যেন কেবল তাহার কান্তিমাত্র সংলগ্ন হইয়াছিল এবং ঐ বাদ্য এমত সুকোমল যে তাহাতে যামিনীর স্বাভাবিক নীরবত্ব খণ্ডিত হয় নাই। তাহারা দূর হইতে ঐ শোভা দর্শন করিতে লাগিল, নিকটস্থ হইলে যদি মায়া কল্পিত শোভার ন্যায় অন্তর্হিত হয় এই শঙ্কায় তৎসমীপে গমন করিতে সঙ্কোচ করিল তথাপি তাহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সে স্থান পরিত্যাগেও অসমর্থ হইল। সেই চিত্তাকর্ষক দীপ্তি চির নিরীক্ষণে চক্ষুর গ্লানি বোধ অথবা সেই দৈব বাদ্য শ্রবণে কর্ণের বিরাগ কখন কাহারও হইত না, সূর্য্যোদয় কালে ঐ শোভা অদৃশ্য থাকিত বটে কিন্তু সুচেতার বাটীতে সেই স্নিগ্ধ আলোক ও সুকোমল বাদ্য কখনও রহিত হইত না। কেবল দিবাভাগের জ্যোতিঃ ও কলরব বশতঃ তাহা চক্ষু কর্ণের অগোচর হইত এবং তৎকালে সে মুক্তাফলও অদৃশ্য থাকিত, দর্শকেরদের মধ্যে কেহ২ মনে করিত সূর্য্যোদয়ের পরে মুক্তাফল সকল বিরাজমান হয় কিন্তু চয়ন করণার্থ উদ্যত হইলে দেখিত তাহা প্রাতঃকালীন নীহার বিন্দু মাত্র।

CHAPTER IV.

Days, months, and years rolled on in the same unvaried course. Love-gold continued to toil and labour, and every hour gathered in fresh riches for his insatiable master. Name-win received early the sentence of Exile, but his tower remained as his memorial in the city. Seem-good still dazzled the eyes of the multitude by his costly gifts and gorgeous processions. Wise-heart alone lived a life of obscurity. The wealth, the fame, and the liberality of the three elder brothers, had severally passed into a proverb. Many were the discussions concerning their conduct and character; for in spite of the contempt in which Love-gold was generally held, even he had his tribe of flatterers and partisans, and it was remarked that their number increased as the time of his banishment drew near. But no allusion was made to the law of Exile in any of the conversations concerning the brothers. I have already accounted for this silence. Notwithstanding the King's warnings, the citizens for the most part were accustomed to regard Passing as their lasting dwelling-place. It seemed as though some heavy mist were resting upon them; and their low range of thought was bounded by the narrow circuit of their own walls.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বোক্ত বণিক্ চতুষ্টয় এইরূপে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত কাল যাপন করিলেন। কাঞ্চনপ্রিয় অহরহ পরিশ্রম করিয়া ধন লোভি প্রভুর নিমিত্ত অনুক্ষণ নূতন২ অর্থ সঞ্চয় করিতে নিযুক্ত ছিলেন। কীর্ত্তিপ্রিয় সর্ব্বাগ্রে নির্ব্বাসিত হওনের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন তাহাতে তাঁহার মন্দির মাত্র নগরের মধ্যে স্মরণার্থ রহিল। সুজনাভিমানী পূর্ব্ববৎ বহু মূল্য ধনাদি দানের ও লোক শ্রেণীর সমারোহ করিয়া পৌরজন সমূহের বিস্ময় জন্মাইতে নিরত ছিলেন, কেবল সুচেতা প্রচ্ছন্ন ভাবে কাল যাপনে প্রবৃত্ত থাকিলেন। অগ্রজ ভ্রাতৃত্রয়ের ধন যশ ও দাতৃত্ব শক্তি ক্রমশঃ দৃষ্টান্ত স্থল স্বরূপ প্রসিদ্ধ হইল অপর তাহারদের আচার ও চরিত্র বিষয়ে পৌরজন সমাজে নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক হইতে লাগিল, কাঞ্চনপ্রিয় সর্ব্বলোকের ঘৃণাস্পদ হইলেও তাহার তোষামোদ ও প্রশংসা কারক এক দল ছিল। কথিত আছে যে নির্ব্বাসন কাল যত নিকটবর্ত্তি হইয়াছিল স্তুতি পাঠক দলের সংখ্যা ক্রমশঃ ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে কেহ নির্ব্বাসন বিধির উল্লেখ করিত না, তাহার কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ফলতঃ অধীশ্বর পুনঃ২ সাবধান করিলেও পুরবাসিগণের অধিকাংশ ঐ নগরকে আপনারদের নিত্য আশ্রম জ্ঞান করিত, তাহারদের বুদ্ধি যেন ভ্রমরূপ কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল সুতরাং চিন্তাশক্তি নগরীর সীমা উত্তীর্ণ হয় নাই

A protracted sojourn in the city fell to the portion of Love-gold, though the progress of time served only to increase the burthen of his servitude. He was carrying a heavy load of gold to the secret mine, and toiling and groaning beneath its weight, when the old man met him on his way. For a moment, he gazed stedfastly on the weary merchant, and then with a smile of bitter irony offered to relieve him. Love-gold trembled. He endeavoured at first to persuade himself that it was but a re-appearance of the same image which he had seen in the mirror; but his limbs tottered, and his cheek grew pale, and there was a numbness at his heart, which convinced him that the actual form of the old man now stood before him, and he could not doubt the nature of the message which he bore.

At length, in much terror and perplexity, and scarcely conscious of the meaning of his own words, he thus addressed him:—"Stranger," he cried, "if, indeed, thou art charged with the sentence of Exile, leave me yet a little while. I have great treasure in this city. Wait till my camels and asses are laden, and my slaves with their bags of gold are ready to accompany us, and then we will hasten on our Journey."

But the stranger replied, and the cold, stern accents fell as ice on the heart of Love-gold,—"Oh, merchant,

কাঞ্চনপ্রিয় বহুকাল পর্য্যন্ত ঐ নগরীতে বাস করিতে পাইয়াছিলেন কিন্তু কাল সহকারে তাঁহার কেবল দাসত্বের ভার গুরুতর হইয়াছিল। তিনি একদা গুরুতর স্বর্ণ রাশির ভারাক্রান্ত হইয়া আর্ত্তনাদ করত পূর্ব্বোক্ত নিভৃত আকরে গমন করিতেছিলেন এমত সময়ে সেই বৃদ্ধ পুরুষ আসিয়া পথিমধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ ক্লান্ত বণিকের প্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়া শ্লেষ পূর্ব্বক পরিহাস করত তাঁহার ভার হরণ করিতে উদ্যত হইলেন। ঐ বৃদ্ধ পুরুষকে দেখিয়া কাঞ্চনপ্রিয়ের হৃৎকম্প হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলেন যে এই বৃদ্ধ পুরুষ পূর্ব্ব দৃষ্ট মুকুরস্থ ছায়া মাত্র কিন্তু পরে কম্পিত কলেবর হওয়াতে তাঁহার মুখ পাণ্ডু বর্ণ হইয়া গেল এবং অন্তঃকরণের মধ্যে জড়তা উপস্থিত হইল তাহাতে নিশ্চয় বুঝিলেন যে এই বৃদ্ধপুরুষ ছায়া মাত্র নহে প্রকৃত শরীরী হইয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছেন সুতরাং কি অভিপ্রায়ে আগমন করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ রহিল না।

অবশেষে অত্যন্ত শঙ্কাকুল প্রযুক্ত নিজ বাক্যের অর্থাবধারণে অসমর্থ হইয়া বৃদ্ধকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন "হে অপরিচিত পুরুষ, যদি আপনি নির্ব্বাসন বিধির আদেশ আনিয়া থাকেন তবে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত আমাকে ক্ষমা করুন। এই নগরী মধ্যে আমার বহুতর ধন সম্পত্তি আছে উষ্ট্র গর্দ্দভাদি পশুর পৃষ্ঠে তাহা সংগ্রহ করি এবং আমার ভৃত্যগণকে স্বর্ণ রাশি লইয়া সমভিব্যাহারী হওনার্থ প্রস্তুত করি, আপনি কিঞ্চিৎ কাল ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, আমি ত্বরায় গমন করিব"।

সেই অপরিচিত পুরুষ ইহা শুনিয়া যে উত্তর করিলেন তাহা কাঞ্চনপ্রিয়ের অন্তঃকরণে তুষারবৎ সংলগ্ন হইল। তিনি

what vain words are these! You know well that whoever travels with me travels alone. Your camels and asses, your slaves, your silver, and your gold cannot accompany us. The wealth that you have sent beforehand to the Royal Palace is now your own; but all that remains in the city is lost to you for ever."

Then did the vision in the mirror rise in distinct and fearful remembrance to the mind of Love-gold. It was but mockery to speak to him of treasure sent beforehand to the Royal Palace. The accumulated gains of his many years of labour were all stored up in the fatal mine. He had counted them over but yesterday; not a single coin was missing—all were there. Now as he thought of this, he turned his eyes imploringly to the old man; but in a moment he again averted his gaze, for he perceived him to be no longer alone. A dark and terrible crowd of attendants were ranged around. They were armed with scourges of iron, which they raised on high, as though ready at any moment to drive him forth into the dreary wilderness that lay beyond the city.

At length, he cried out in accents of mingled fear and remorse, "Alas! O stranger, hitherto I have neglected your warning. The whole of my wealth is still within the city. But, surely, you yourself are a King's Messenger! Have compassson, then, upon me, and even now bear it quickly to the Royal Palace."

কহিলেন "হে বণিক্ এসকল কি অনর্থক কথা! তুমি জান যে আমার সহিত যাহারা গমন করে তাহারদিগকে একাকী প্রস্থান করিতে হয়। উষ্ট্র ও গর্দ্দভ এবং ভৃত্য ও স্বর্ণ রৌপ্যাদি তোমর সঙ্গে যাইতে পারিবেক না তুমি পূর্ব্বে যে অর্থ রাজ ভবনে প্রেরণ করিয়াছ তাহাই এক্ষণে তোমার আপনার হইবে, নগরী মধ্যে যাহা অবশিষ্ট আছে তাহাতে বঞ্চিত হইলা"।

দর্পণ মধ্যে যে ছায়া দৃষ্ট হইয়াছিল তাহা তখন কাঞ্চন প্রিয়ের স্মরণে আসিল এবং রাজ ভবনে অর্থ প্রেরণের কথা তাঁহার পক্ষে শ্লেষোক্তি মাত্র বোধ হইল কেননা তিনি বহুকাল পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া যে ধন সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা সকলি ঐ অশুভ স্বর্ণাকরে সঞ্চিত ছিল। তিনি তৎপূর্ব্ব দিবস গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন সমুদয় ধনই আছে একটী মুদ্রাও অন্যথা হয় নাই। কাঞ্চনপ্রিয় এই সকল চিন্তা করিয়া বৃদ্ধের প্রতি বিনীতান্তঃকরণে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন কিন্তু বৃদ্ধ একাকী নহেন ইহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ অন্য দিকে নেত্রপাত করিলেন কেননা বৃদ্ধের ভূরিং ভয়ানক অনুচর অসিত জলধির ন্যায় তাঁহার চতুষ্পার্শ্ব বেষ্টন করিয়াছিল, তাহাদের হস্তে একং লৌহ দণ্ড ছিল এবং তাহারা কাঞ্চনপ্রিয়কে নগরের বহিস্থ অরণ্যে নিষ্কাসিত করিতে উদ্যত হইয়া যেন ঐ দণ্ড ঊর্দ্ধে বিস্তারিত করিতেছিল।

কাঞ্চনপ্রিয় অবশেষে অত্যন্ত দুঃখ এবং ভয়ে কাতর হইয়া এই উক্তি করিতে লাগিলেন "হে অপরিচিত পুরুষ, আহা! আমি অদ্য পর্য্যন্ত তোমার উপদেশ উপেক্ষা করিয়াছিলাম। আমার সমুদয় অর্থ এখনও নগরী মধ্যে আছে, তুমিও অধীশ্বরের একজন দূত বট, অতএব আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া শীঘ্র ঐ অর্থ রাজভবনে লইয়া চল"।

But the old man replied, "You ask what cannot be. I am indeed a King's Messenger, but I bear no treasure with me to the Royal Palace; for all things change at my touch, and crumble into decay. Those charged with that office have been with you long ago,—the poor, the afflicted and the infirm;—they would have conveyed your riches thither, if you had not driven them empty-handed from your door." Darker and more terrible grew the train of the old man's followers, as Love-gold listened to these fearful words. Once more the iron scourges were raised on high; but the unhappy merchant, in a voice of the deepest misery, implored the respite of a single day.

"To-morrow," he said, "to-morrow, all shall be in readiness. I will even now summon the King's Messengers, and send the whole of my wealth beyond the walls of the city. Spare me, if it be but for a few hours. Your coming was unlooked for, and therefore it has found me unprepared."

"It is false," replied the old man, sternly. "My coming has been very slow and gradual. During the still hours of the night, you heard, one by one, the sound of my footsteps, while I was yet at a distance from the city. Your limbs grew feeble, and your hair grey, and your heart dull and cold; and you knew well that these signs preceded the approach of the last Messenger of the Great King. Each warning made you struggle for a little while, to separate yourself from your gold.

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন "তুমি অসাধ্য সাধনের প্রার্থনা করিতেছ। আমি অধীশ্বরের দূত বটি কিন্তু রাজভবনে অর্থ বহন করিতে আমার সামর্থ্য নাই এবং আমার সংস্পর্শে বস্তু মাত্রই বিকার ও লয় প্রাপ্ত হয়। দীন দুঃখি দুর্বল ব্যক্তিদের প্রতি এই অর্থ বহনের ভার অর্পিত হইয়াছে তাহারা পূর্ব্বে তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল তুমি তাহারদিকে রিক্ত হস্তে বিদায় না করিলে তাহারা এ ধন সেখানে বহন করিতে পারিত"। এই সকল বাক্য কাঞ্চন প্রিয়ের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হওন কালে বৃদ্ধের অনুচরগণ ক্রমশঃ আরও অসিত এবং ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি হইতে লাগিল, তাহারা পুনর্ব্বার লৌহ দণ্ড আকাশে বিস্তার করিল তখন ঐ দুরবস্থ বণিক্ আর্ত্তনাদ করিতে২ এক দিবসের নিমিত্ত ক্ষমা যাচ্ঞা করিলেন। যথা।

" আমি কল্য অবশ্য প্রস্তুত হইব, এই ক্ষণেই রাজদূত গণকে আহ্বান করিয়া সকল ধন সম্পত্তি নগরীয় প্রাচীরের বাহিরে প্রেরণ করি, নিতান্ত পক্ষে কএক ঘটিকার নিমিত্ত আমাকে ক্ষমা কর। তুমি সহসা উপস্থিত হওয়াতে আমি প্রস্তুত হইতে পারি নাই"।

ইহাতে বৃদ্ধ কুপিত হইয়া কহিলেন "তুমি অলীক বাক্য কহিতেছ, আমি এস্থানে হঠাৎ উপস্থিত হই নাই, অল্পে২ আগ মন করিয়াছি এবং নগরের বহু দূর হইতে আমার পাদার্পণের ধ্বনি রজনীযোগে তোমার কর্ণগত হইয়াছে ও তাহা শুনিয়া তোমার অঙ্গ অবশ ও কেশ পলিত এবং চিত্ত বিকৃত হইয়াছে। অপর তুমি ইহাও জানিতা যে অধীশ্বরের শেষ দূত উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে এই সকল লক্ষণ ঘটিয়া থাকে। চেতনা হইলে তুমি একং বার অর্থ পরিত্যাগ করিবার উদ্যম করিয়াছিলা

But it held you in bonds; and you could not set yourself free. If I were to leave you now, the result would be the same. You would go on clinging to your riches, or rather they would go on clinging to you, even if you were suffered to remain whole centuries in the city."

Love-gold felt that the old man's words were but too fearfully true. He had for many years been expecting the bearer of the Royal Mandate. So slow had been his approach, that days, weeks, and months, seemed to mark the interval of each succeeding step. Time had been thus allowed for the gradual removal of all his wealth. The appointed Messengers had repeatedly called for it; but after a faint effort to give it them, he had sent them away till the morrow. And the cause of this was, as I have said, the chain of gold which had been twined round his hands by the spirit of the mine. it had been light and fragile once, but it was a magic chain, which grew more firm and massive with the lapse of years. The time had been, when the captive, by one vigorous struggle, might have set himself free. But each weak and unsuccessful effort served only to increase its strength; and the links had become so firmly riveted, that his own hand was all too feeble to dissolve them now.

The unhappy merchant had, as we have seen, long bent beneath the weight of this chain; but he now perceived it for the first time, as it was wrenched asunder by the iron grasp of the stranger's hand;

কিন্তু সে উদ্যম ক্ষণিক মাত্র ছিল, যে লোভ শৃঙ্খলে তুমি বদ্ধ ছিলা তাহা হইতে মুক্ত হইতে পার নাই। আমি এইক্ষণে ক্ষমা করিলেও তোমার লোভ নষ্ট হইবে না ও শত২ বৎসর পর্য্যন্ত এ নগরীতে বাস করিতে পাইলেও তোমার অর্থাশক্তি খর্ব্ব হইবে না"।

তখন কাঞ্চন প্রিয়ের বোধ হইল যে বৃদ্ধের কোন কথাই অলীক নহে। তিনি অনেক বৎসর পর্য্যন্ত রাজাজ্ঞা বাহকের সমাগমন প্রতীক্ষাতে ছিলেন। ঐ বাহক মন্দ২ গতিতে আগমন করাতে অনেক দিবস গত হইয়াছিল তাঁহাতে তিনি অর্থ প্রেরণ করিবার যথেষ্ট কাল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অপর রাজ দূতগণ বারম্বার তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া অর্থ যাচঞা করিয়াছিল কিন্তু তিনি প্রত্যহই দান করিবার ক্ষণিক মানস করিয়া কল্য আসিও বলিয়া তাহারদিগকে বিদায় করিতেন। এতাদৃশ বিলম্ব করিবার কারণ এই যে স্বর্ণাকরস্থ যক্ষ স্বর্ণ শৃঙ্খলে তাহার হস্ত বদ্ধ করিয়াছিল ঐ শৃঙ্খল প্রথমতঃ অতি ক্ষুদ্র ও ভঙ্গুর ছিল কিন্তু কাল সহকারে মায়া শক্তিতে তাহার দৃঢ়তা ও প্রশস্ততা হইয়াছিল। প্রথমাবস্থায় এক বার দৃঢ়তর উদ্যম করিলেই বন্ধন মোচন হইতে পারিত কিন্তু বারম্বার স্বল্প যত্ন করাতে তাহার কাঠিন্য হইয়াছিল। অবশেষে সেই শৃঙ্খলের সমুদয় অংশ এমত প্রগাঢ় রূপে সংযুক্ত হইয়াছিল যে স্বহস্তে তাহা ভগ্নকরা অসাধ্য কল্পনা হইল।

ঐ দুর্ভাগ্য বণিক্ বহুকালাবধি উক্ত শৃঙ্খলের ভারে কুব্জাকৃতি প্রায় হইয়াছিল শেষে অপরিচিত বৃদ্ধের লৌহবৎ মুষ্ট্যাঘাতে তাহা ভগ্ন হওয়াতে প্রথমতঃ তদ্বিষয়ে তাঁহার চেতনা জন্মিল পরে মুহূর্ত্ত মধ্যে ঐ বিপুল অর্থ পরিত্যাগ

and in a moment, he was parted for ever from his vast wealth, and, while the scourges fell heavily upon him, driven forth as an exile beyond the walls of the city.

We will now leave Love-gold, and bring to a close the story of Name-win. A no less sad and fearful picture awaits us there. He was, as I have said, summoned early, and the day of his exile followed close on the warning of the wayfaring man. But I have thought it better to make no change in the order of his history.

The old man found him in all the fulness of his strength. He was arrayed in purple and costly apparel, and stood gazing with an eye of pride on the tower which he had raised. A crowd of eager partisans were gathered around. The bearer of the Royal Mandate passed through the midst of them, with a slow and silent step; and his finger had long pointed to Name-win before he himself became aware of his approach. It was the looks of those who stood around which first warned him that the day of his exile had arrived.

No sooner, however, did he become conscious of the old man's presence, than he endeavoured to face him with an undaunted air. "Stranger" he said boldly, "your summons to me is vain. I ask no dwelling-place in the Glorious City. Here, in Passing, have I built myself a tower; and here, in Passing, shall be my lasting home." There was a shout of applause from

করিয়া, লৌহ দণ্ডাঘাত সহ্য করত নগর হইতে বহিষ্কৃত হইতে হইল।

আমরা সম্প্রতি কাঞ্চন প্রিয়ের বর্ণনায় ক্ষান্ত হইয়া কীর্ত্তিপ্রিয়ের ইতিহাস শেষ করি। কীর্ত্তি প্রিয়ের বিবরণও ঐ রূপ ভয়ানক এবং বিষাদ জনক ছিল, আর পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে তরুণাবস্থায় তাহার প্রয়াণ হয়। পথিকের সহিত সাক্ষাৎ হইবার কিয়ৎ কাল পরেই তাঁহার নির্ব্বাসন দিবস উপস্থিত হইয়াছিল এস্থলে তাঁহার ইতিহাস শৃঙ্খলা ক্রমে অবিকল প্রকাশ করা যাইতেছে।

ঐ বৃদ্ধ যখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়েন তখন তিনি সম্পূর্ণ রূপে বলিষ্ঠ ছিলেন। তিনি একদা ধূম্রবর্ণ বহু মূল্য পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া অভিমান মদে মত্ত হওত স্বনির্ম্মিত মন্দির নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন এবং তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে পারিষদ লোক সমূহ দণ্ডায়মান ছিল এমত সময়ে রাজাজ্ঞা বাহক তাহাদের মধ্য দিয়া শনৈঃ শনৈঃ পাদ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তিপ্রিয় তাহাকে দর্শন করিবার অগ্রে তিনি তাহার প্রতি অঙ্গলি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন তাহাতে পারিষদ গণের মুখ ম্লান হওয়াতে কীর্ত্তিপ্রিয় প্রথমতঃ আপন নির্ব্বাসন দিবস উপস্থিতির বিষয়ে চেতনা প্রাপ্ত হইলেন।

তিনি বৃদ্ধপুরুষের উপস্থিতির বিষয়ে চেতনা পাইবা মাত্র নির্ভয়ে তাঁহার সম্মুখস্থ হইয়া এই রূপ বাক্‌যুদ্ধ করিতে লাগিলেন "হে অপরিচিত পুরুষ, আমাকে বৃথা আহ্বান করিতে আসিয়াছ, রমণীয় নগরীতে বাস করিতে আমার আকাঙ্ক্ষা নাই, জগৎপুর মধ্যে আমি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছি এই স্থানেই নিত্য নিবাস করিব"। পারিষদ লোক সমূহ তাঁহার বাক্য শুনিয়া সাধুবাদ করিতে লাগিল কিন্তু বৃদ্ধ তাহাতে

the surrounding multitude; but the old man neither spoke nor moved. Coldly and stedfastly he gazed upon the merchant, until the proud spirit of Name-win quailed beneath his look, and the boastful words seemed to wither on his lips, while every limb was shaken with convulsive terror. He turned away his face from the unwelcome messenger, and endeavoured to gather new courage from the contemplation of his tower of Fame. But there was a haze which now encircled it; it appeared to be already fading in the distance; and he could hardly distinguish the building itself from its long dark shadow which rested upon the ground.

At length the old man broke the silence:—"It is ever thus, O merchant!—the objects in this city become, for the most part, the same with their shadows, when I approach them. But take my glass, and you will once more behold distinctly the building that you have raised." As he said this, he held out a glass to Name-win. The merchant took it almost unconsciously. For a moment he looked through it, and then, with a cold shudder, suffered it to fall from his hand. His lofty tower had dwindled into a sepulchre, when seen through the glass which the stranger had given him. But diminutive as it now appeared, there was an inscription engraved distinctly upon it; and he had read only too plainly these fatal words:—"Here lie the garments which Name win once wore."

কোন বাক্য প্রয়োগ না করিয়া নিস্পন্দ ভাবে দণ্ডায়মান থাকিলেন এবং তাহার উপর স্থির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন তাহাতে কীর্ত্তিপ্রিয়ের মদোন্মত্ত চিত্ত ব্যাকুল হইল ও সগর্ব্ব বাক্য ক্রমশঃ অবসন্ন এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল অতএব তিনি ঐ অশুভ দূতের মুখ সন্দর্শনে নিবৃত্ত হইয়া আপন যশো মন্দিরাভিমুখে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক মনঃ স্থির করিবার বাসনা করিলেন কিন্তু তখন ঐ মন্দির যেন ঘোর কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন হইল এবং দূর হইতে বোধ হইল যেন তাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে পুরোবর্ত্তি ভূমিতে যে দীর্ঘাকার তমোময় ছায়া পতিত হইয়াছিল তাহা হইতে ঐ অট্টালিকা প্রভেদ করা অসাধ্য হইল।

অনন্তর বৃদ্ধ মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া কহিলেন "হে বণিক্ সততই এইরূপ ঘটনা হইয়া থাকে। আমার আগমনে নগরস্থ সকল দ্রব্যই ছায়া রূপে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু তুমি এই কাচ যন্ত্র গ্রহণ কর, ইহার দ্বারা দর্শন করিলে তোমার নির্ম্মিত মন্দির স্পষ্ট রূপে দৃষ্ট হইবে" এই কথা কহিয়া কাচ যন্ত্র প্রদান করিলেন। কীর্ত্তিপ্রিয় সহসা তাহা গ্রহণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত তদ্দ্বারা নিরীক্ষণ করাতে কম্পিত কলেবর হইলেন ও তাঁহার হস্ত হইতে যন্ত্র ভূমিতে পড়িয়া গেল। সেই যন্ত্রে তাঁহার প্রকাণ্ড উচ্চতর মন্দির একটী ক্ষুদ্র কবর স্তম্ভের ন্যায় বোধ হইল আর ঐ স্তম্ভ ক্ষুদ্র হইলেও তাহার উপর কএকটি কথা খোদিত ছিল ঐ অশুভ লিপি তিনি স্পষ্ট রূপে পাঠ করিলেন যথা "কীর্ত্তিপ্রিয় এক কালে যে পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছিলেন তাহা এই স্থানে আছে"।

"Yes," said the old man, with a smile of scorn, "it is not for yourself that you have raised this lofty tower, but for the garments which you wear! They shall remain in the city, and rest beneath it, until the moth and worm have eaten them away. But for yourself you have prepared no dwelling-place and you will be driven forth a homeless wanderer in the wilderness." The last feeling of self-confidence now died away from the heart of Name-win. Instead of the crowd of eager partizans, he saw only the same gloomy attendants, which afterwards appeared to Love-gold. He felt that his tower would avail him nothing; and that, if the gates of the Royal City were closed against him, no hope of safety could remain. The past rose in bitter remembrance before him; and, as he thought over the numerous workmen that he had employed on his building, he tried to recollect some among the number who might prove to have been a Messenger of the Great King.

The effort, however, was vain; and the secret feeling of his heart belied his words, as he advanced a claim to treasure in the Royal Palace. "Stranger," he said, "I have not altogether neglected the warning which you gave. My riches are not buried in a mine; I have dispersed them far and near, and know not whither they are gone. Some perhaps may have remained within the city, but surely some portion must have escaped beyond its walls. If the King's Messengers

তদনন্তর বৃদ্ধ শ্লেষ পূর্ব্বক হাস্যবদনে কহিলেন " তুমি পরিহিত পরিচ্ছদের আধারার্থ এই উচ্চতর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছ, তোমার আপনার নিমিত্ত কর নাই, তোমার পরিচ্ছদ কীট পতঙ্গ দ্বারা ভক্ষিত হওন পর্য্যন্ত নগরের মধ্যে ঐ মন্দির তলে থাকিবে, কিন্তু তুমি আপনার কোন আলয় নির্ম্মাণ কর নাই সুতরাং তোমাকে নিরাশ্রয় অবস্থায় নিষ্কাসিত হইয়া অরণ্যে ভ্রমণ করিতে হইবে "।

কীর্ত্তিপ্রিয় এই সমস্ত বাক্য শ্রবণানন্তর নিতান্ত নিরাশ্বাস হইয়া দেখিলেন যে চতুষ্পার্শ্বে স্তাবক পারিষদের পরিবর্ত্তে ঐ বৃদ্ধপুরুষের ভয়ানক অশুভ অনুচর সকল দণ্ডায়মান আছে যাহারা পরে কাঞ্চনপ্রিয়ের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। তখন তাঁহার জ্ঞান হইল যে মন্দির দ্বারা কোন ইষ্টলাভ হইবে না, রাজপুরীর দ্বার বদ্ধ হইলে আর নিস্তারের আশা মাত্র নাই। অতএব পূর্ব্বে যে ক্রিয়া করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া অতিশয় বিষণ্নচিত্ত হইলেন ও প্রাসাদ নির্ম্মাণার্থে যে সকল লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহারদের মধ্যে কেহ অধীশ্বরের দূত ছিল কি না ইহা নিশ্চয় করণার্থ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু সে চিন্তা নিষ্ফল হইল সুতরাং রাজ সদনস্থ অর্থাধিকারী বলিয়া পশ্চাল্লিখিত বচন প্রয়োগ পূর্ব্বক অভিমান করিলেও নিজ চিত্তেই সে অভিমান অলীক বোধ হইল। তিনি কহিলেন "হে অপরিচিত পুরুষ, আপনি যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন আমি তাহা নিতান্ত উপেক্ষা করি নাই, আমার ধন মৃত্তিকার নীচে প্রোথিত হয় নাই, বরং আমি তাহা সম্যক্ প্রকারে বিতরণ করিয়াছি অপর আমার অর্থ কোন২ স্থানে গিয়াছে তাহাও আমি জানি না, কিয়দংশ নগরীর মধ্যে থাকিতে পারে বটে কিন্তু অপরাংশ অবশ্যই প্রাচীরের বহিস্থ হইয়াছে। রাজদূতগণ যদি আমার নিকট

came to me they received their share with the rest: I never wilfully drove them away. Oh tell me, then, that there is some treasure prepared for me in the Royal Palace, and that the gates of the Glorious City will not be closed against me for ever."

But the old man pointed to the tower as he replied, "Behold Name-win, the one only monument of your wealth; it is there, and there alone, that all who received your wages or your gifts deposited their burthens. You yourself never failed to point it out to them as the object of their journey. But neither is this all; the King's Messengers, though you knew them not, did indeed come to you among the rest. They were weak and helpless, and you loaded them with vast blocks of marble and granite, which they were unable to bear. Many sank beneath their burthens; others were crushed and maimed by stones falling from the building. it is true that their groans and lamentations never reached you. They were drowned by the noise and tumult which accompanied the erection of your tower. But the cries of the King's Messengers are carried by each passing wind to the Royal Palace, and are heard and remembered there."

Name-win would fain have replied, but no time was allowed him for further words. The stranger touched him with his icy hand, and in an instant the dark attendants had stripped him of his raiment, and driven him with their scourges from the city. There were few

উপস্থিত হইয়া থাকে তবে অন্যান্য ব্যক্তির ন্যায় তাহারাও আমার অর্থের অংশ পাইয়াছে কেননা আমি জ্ঞাতসারে কাহাকেও বঞ্চিত করি নাই। অতএব রাজসদনে আমার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চিত আছে সুতরাং রমণীয় নগরীর পুরদ্বার আমার প্রতি চিররুদ্ধ হইবে না এই সংবাদ প্রচার করিয়া আমার চিত্ত রঞ্জন কর"।

বৃদ্ধ তৎশ্রবণানন্তর সেই মন্দিরের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া উত্তর করিলেন, "হে কীর্ত্তিপ্রিয় তোমার ধন রাশির ঐ মাত্র চিহ্ন আছে। যাহারা তোমার নিকট বেতন কিম্বা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহারা তাহা ঐ অট্টালিকার তলে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, তুমি ঐ স্থান তাহারদের গন্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলা। অপর রাজ দূতগণ অন্যান্য ব্যক্তির সমভিব্যাহারে তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু তুমি তাহারদের পরিচয় লও নাই, বরঞ্চ তাহারা দুর্ব্বল এবং নিরাশ্রয় হইলেও তাহারদিগকে আপনং সাধ্যাতীত মর্ম্মরাদি গুরুতর পাষাণ বাহক করিয়াছিলা তাহাতে অনেকে পাষাণের ভারে তনু ত্যাগ করিয়াছে এবং প্রাসাদের উপরি ভাগ হইতে প্রস্তর পতিত হওয়াতে কেহং অঙ্গ হীন অথবা চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহাদের কাতরোক্তি ও বিলাপ তোমার কর্ণ গত হয় নাই কেননা মন্দির নির্ম্মাণের কলরবে তাহারদের ক্রন্দন শব্দ বিলীন হইয়াছিল কিন্তু রাজ-দূতগণের আর্ত্তনাদ বায়ু যোগে রাজ ভবনে প্রচার হয় সেখানে সকলেই তাহা শ্রবণ করিয়া স্মরণে রাখে।

কীর্ত্তিপ্রিয় উত্তর করিতে উদ্যত হইলেও বাক্য প্রয়োগ করিবার সময় পাইলেন না, অপরিচিত পুরুষ শীতল হস্তে তাঁহাকে স্পর্শ করাতে অসিতবর্ণ অনুচরগণ মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার পরিচ্ছদাদি উৎঘাটন করিয়া প্রহার করিতেং নগর হইতে বহিষ্কৃত করিল। কীর্ত্তিপ্রিয়ের এই আকস্মিক প্রয়াগ

who wept for his sudden departure, for Name-win was not loved; but his admirers and partizans gathered up his purple garments, and deposited them carefully beneath the tower. In a little while the moth and the worm had consumed them there; while the tower itself continued to stand for many ages,—a vain memorial of the spot where they had been laid.

দেখিয়াও অনেকে বিলাপ করে নাই কেননা কেহই তাঁহার অনুরাগ করিত না কেবল তাঁহার স্তাবক পারিষদেরা তাঁহার লোহিত পরিচ্ছদ একত্র করিয়া মন্দিরের তলে স্থাপন করিল তাহাতে কিয়ৎকালের মধ্যেই কীট পতঙ্গে সে পরিচ্ছদ জীর্ণ করিয়া ফেলিল, সুতরাং কেবল ঐ মন্দির বহুকাল পর্য্যন্ত নিষ্ফল স্মরণ চিহ্ন রূপ রহিল।

CHAPTER V.

Seem-good saw the sentence of exile passed on both his elder brothers, and spoke with much eloquence of the misery of their fate. For himself, he said that he had long since been fully prepared to depart; all his treasures had been sent before him to the Royal Palace; and he was only anxious for the time when they would be restored to him again. Sometimes he would complain to his friends of the long delay of the bearer of the Royal Mandate, and declare that he was even then listening for his footstep, and would advance to welcome him at the first warning of his approach.

The stranger tarried long; but when he did come, the reality proved very different from the anticipations of Seem-good. In spite of himself, he was conscious of a sensation of fear. First a strange darkness seemed to fall on the objects around him. Then doubts and misgivings flitted like shadows across his mind; and the vision of the future as well as of the past and present was arrayed in less bright colouring than before. He advanced to meet the old man, but it was with the unsteady step of one walking in a mist; he

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সুজনাভিমানী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে উক্ত প্রকারে নির্ব্বাসন বিধির অনুগামী হইতে দেখিয়া তাহারদের দুর্গতির প্রসঙ্গে নানা প্রকার বাগাড়ম্বর করিতে লাগিলেন এবং আপনার বিষয়ে কহিলেন "আমি বহু কালাবধি যাত্রা করিতে প্রস্তুত আছি। আমার সকল ধন সম্পত্তি রাজভবনে প্রেরিত হইয়াছে কখন তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হইব এখন আমার কেবল এই চিন্তা"। অপর তিনি কখনং রাজাজ্ঞা বাহক অনেক বিলম্ব করিতেছে বলিয়া বন্ধুবর্গের নিকট আক্ষেপ করিতেন এবং কহিতেন "আমি তাঁহার পাদার্পণের ধ্বনি শ্রবণার্থ কর্ণপাত করিয়া আছি, উপস্থিত হইলেই তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিব"।

অনন্তর ঐ অপরিচিত ব্যক্তি বহুকাল বিলম্ব করিয়া অবশেষে উপস্থিত হইলেন তাহাতে সুজনাভিমানী যেরূপ প্রত্যাশা করিয়াছিলেন তাহার বিপরীত ঘটনা হইল। তিনি আপনি সাহস করিতে উদ্যম করিলেও তাঁহার মনোমধ্যে ভয়ের সঞ্চার হইল। কেননা প্রথমতঃ তাঁহার চতুষ্পার্শ্বস্থ দ্রব্যাদি বিচিত্র তমোময় হইয়া গেল ও তাহা দেখিয়া নানা প্রকার সংশয় উৎপত্তি হওয়াতে হৃদয়াকাশ আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। অপর ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বিষয়ে যে মনোহর ভাবোদয় হইয়াছিল তাহারও অনেক রূপান্তর হইল। কুজ্ঝটিকায় আবৃত হইলে যদ্রূপ পদ বিক্ষেপের বৈলক্ষণ্য হয় সেই রূপ অস্থির গতিতে তিনি বৃদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অগ্রসর

addressed him in bold words of welcome, but it was with a faltering voice, as though he felt doubtful of the reply.

"At length," he said, "thou hast arrived! But wherefore didst thou tarry so long? Was it that thy journey was delayed by the frequent train of Messengers that met thee on thy way? They were bearing my silver and my gold, my jewels and my merchandise, to the Great Monarch whom thou servest. I have much wealth laid up for me in his Palace. Come, then, let us hasten thither."

But the old man offered no reply; he merely fixed his cold, searching gaze upon the merchant; and while he did so, it seemed as though some terrible object rose up between them; and the shadow fell yet more darkly on the mind of Seem-good. He tried in vain to suppress his feelings of anxiety and alarm; they kept following one another like the waves of a troubled sea. At length he was forced to give way to them, and once more spoke to the old man, but with words of less confidence than before. "Stranger," he said, "from whence is this sensation of secret terror? I had looked to your coming as a time of sunshine and joy. Where are the good tidings that you have in store for me? Do not imagine that, like Name-win and Love-gold I have neglected your warning. My wealth has been distributed among the King's Messengers. Week after week, in long procession, they left my door.

হইলেন এবং সাহস করিয়া তাঁহার প্রতি স্বাগত বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন কিন্তু বৃদ্ধ কি প্রত্যুত্তর করিবেন তদ্বিষয়ক চিন্তাতে তাঁহার স্বর বৈলক্ষণ্য হইল।

তিনি কহিলেন "আপনি শেষে উপস্থিত হইলেন, এত বিলম্ব হওনের হেতু কি? পুনঃ২ প্রেরিত দূত শ্রেণী দ্বারা কি আপনার পথ রুদ্ধ হইয়াছিল? তাহারা আমার রজত কাঞ্চন রত্ন ও অন্যান্য পণ্য দ্রব্য লইয়া আপনার সেব্য অধী-শ্বরের নিকট গমন করিয়াছে। তাহাতে রাজসদনে আমার নিমিত্ত বিপুল অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে অতএব আইস সেস্থানে অচিরে গমন করি"।

পরন্তু বৃদ্ধ কোন উত্তর না করিয়া এক দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া থাকিলেন। পরে তাঁহারদের উভয়ের মধ্যস্থলে যেন কোন ভয়ানক পদার্থের উৎপত্তি হইল ও তাহার ছায়া যেন সুজনাভিমানির মনকে তিমিরাবৃত করিল। সুজনাভিমানী তদ্বিষয়ক আশঙ্কা ও দুর্ভাবনা দূর করিতে যত্ন করিলেন কিন্তু তাহা নিষ্ফল হইল বরং তরঙ্গের ন্যায় ঐ দুর্ভাবনার আন্দোলন হইতে লাগিল। অতএব তিনি অবশেষে অভিভূত হইয়া পূর্বাপেক্ষা নিরুৎসাহ হওত বৃদ্ধের নিকট এই বাক্য কহিলেন "হে অপরিচিত পুরুষ, আমার মনোমধ্যে কি নিমিত্ত ভয়োদ্রেক হইতেছে। আপনার আগমন কাল আমি শুভক্ষণ বলিয়া প্রতীক্ষা করিতে ছিলাম, আপনি আমার নিমিত্ত যেহ উত্তম দ্রব্য সঞ্চয় করিয়াছেন তাহা কোথায়? আপনি এমত মনে করিবেন না যে কীর্ত্তিপ্রিয় ও কাঞ্চনপ্রিয়ের ন্যায় আমি আপনার উপ-দেশ অবজ্ঞা করিয়াছি। আমি রাজদূতগণের মধ্যে রাশী-

Surely, surely, you must have seen many bags of gold and bales of merchandise in the Royal Palace, with the name of Seem-good written upon them!"

The old man replied, or rather, perhaps, though the words seemed to come from him, it was the thoughts of Seem-good which made answer to themselves :—

"Oh merchant! from the city in which you dwell to the land inhabited by the Great King is a long and dangerous journey. It is true that many a Messenger has of late trodden it in safety, and rich and precious were the burthens which they bore. But there was no mark either on the bags of gold or the bales of merchandise. If therefore, the name of Seem-good was written upon yours, the whole of them must have been lost."

"Lost! lost!" exclaimed the unhappy man, in a voice of agony; "Nay, it cannot be. The embassies were so frequent and numerous that some, at least, must have arrived: and even if it be otherwise, the whole city is a witness that I sent them. The air was rent with acclamations as they passed along; and far and near you could hear the voices of those who cried, "This is the wealth of Seem-good, which he sends before him to the distant Palace of the Great King."

"It is not such sounds as those," replied the old man, "which ever reach the Royal Palace; they are lost in the din and tumult of the city, or heard only by the enemies of the King. But tell me, Seem-good; are

কৃত অর্থ বিতরণ করিয়াছি, তাহারা প্রতি সপ্তাহে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আমার দ্বার হইতে গমন করিয়াছে অতএব রাজভবনে সুজনাভিমানির নামে চিহ্নিত রাশিং কাঞ্চন এবং বাণিজ্য দ্রব্য আপনি অবশ্য দর্শন করিয়া থাকিবেন”।

বৃদ্ধ ইহাতে যে উত্তর করিলেন বোধ হয় তাহা তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইবার পূর্ব্বেই সুজনাভিমানী স্বয়ং অনুভব করিলেন ফলতঃ অপনার প্রশ্নের উত্তর আপনি মনে অনুমান করিলেন যথা।

“হে বণিক্ তুমি যে নগরীতে বাস কর সে স্থান হইতে অধীশ্বরের আলয় অতি দূর, সেখানে গমন করাও দুষ্কর, ভূরিং দূত বহুমূল্য দ্রব্যাদি লইয়া নিরাপদে তথায় উপনীত হইয়াছেন বটে কিন্তু তাহারদের কাঞ্চনাদি দ্রব্যের আধারোপরি কোন চিহ্ন অঙ্কিত নাই অতএব তোমার অর্থাধারের উপর যদি সুজনাভীমানী নাম লিখিত থাকে তবে তাহা পথিমধ্যে হৃত হইয়া থাকিবে”।

ঐ হতভাগ্য ব্যক্তি তখন অত্যন্ত দুঃখার্ত্ত হইয়া কহিল “কি হৃত হইয়াছে? একথা অসম্ভব! আমি ভূরিং লোককে সতত প্রেরণ করিয়াছি অবশ্য তাহারদের কিয়দংশও রাজগৃহে পঁহুছিয়া থাকিবে যদিস্যাৎ না পঁহুছিয়া থাকে তথাপি নগরের সকল লোক সাক্ষ্য দিবেক যে আমার দোষ নাই আমি তাহাদিগকে বস্তুতঃ প্রেরণ করিয়াছি। তাহাদের সাধুবাদে নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়াছিল এবং দূরে অদূরে সর্ব্বত্র এইরূপ ধ্বনি হইয়াছিল যে সুজনাভিমানী অধীশ্বর ভবনে এই অর্থ প্রেরণ করিতেছেন”।

বৃদ্ধ প্রত্যুত্তর করিলেন “এ প্রকার ধ্বনি রাজভবন পর্য্যন্ত কখন গমন করে না, নগরীয় কোলাহলে তাহা নিমগ্ন হইয়া যায় অথবা কেবল রাজ শত্রুগণের কর্ণগত হয়। হে সুজনাভিমানি, তুমি বাণিজ্য ব্যবসায়ী হইয়া ইহাও কি জান না

you a merchant, and do you not know that those riches are moved most securely which are sent in secrecy and silence? If you had wished merely to transfer your possessions to a house in a neighbouring street, should you, in the first instance, have paraded them before your door, and told the bearers to display them openly to all who met them on their way? Surely, if you had done this, and they had been intercepted by thieves and robbers, the fault would have been your own.

Seem-good could make no reply; and yet he murmured something of a hope that the soldiers of the Great King would not have suffered the Messengers to be plundered on their journey. But the old man, in a sterner voice, thus continued to address him:—

"I will tell you, Seem-good, what has become of your wealth. There is an enchanter that dwells in this city; his name is Pride, and he is an enemy of the Great King. He it was who sent the herald to summon the Messengers to your door. The sound of his trumpet never fails to change the purest gold and silver into brass and glittering tinsel. These were the offerings that you really sent; but even these did not reach the destination for which you intended them. The enchanter wove his magic circles round the feet of your Messengers, so that they followed one another in the same endless track, without ever advancing one step upon their journey."

যে সংগোপনে অর্থ প্রেরণ করিলেই কুশলে পঁহুছে? তোমার গৃহের নিকটস্থ কোন অট্টালিকাতে অর্থ প্রেরণ করিতে হইলে প্রথমতঃ কি তাহা দ্বারের সম্মুখে বিস্তার করিয়া থাক অথবা বাহক গণকে কি পথিমধ্যে সকলের সমক্ষে প্রকাশ করিতে আদেশ কর? যদি এইরূপ আদেশ কর তবে তস্কর ও দস্যুগণ তাহা অপহরণ করিলে তবে সে দোষ তোমাতেই বর্ত্তিবে।

অনন্তর সুজনাভিমানী নিরুত্তর হইয়া মৃদুস্বরে এই মাত্র কহিলেন যে রাজ সৈন্য পথিমধ্যে অবশ্য দূতগণকে তস্করের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া থাকিবে।

ইহাতে বৃদ্ধ উগস্বরে উত্তর করিলেন "হে সুজনাভিমানি, তোমার অর্থের কি গতি হইয়াছে তাহা শ্রবণ কর, এই নগরীতে দম্ভ নামে এক মায়াবী বাস করে সে অধীশ্বরের শত্রু, তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত বন্দী দূত সমূহকে তোমার দ্বারে আহ্বান করিয়াছিল তাহার তুরী ধ্বনিতে নির্ম্মল রজত কাঞ্চনও বিরূপ হইয়া পিত্তল প্রভৃতি কৃত্রিমোজ্জ্বল অসার দ্রব্যত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব তুমি বস্তুতঃ অতি সামান্য দ্রব্য প্রেরণ করিয়াছিলা, তাহাও অভিপ্রেত স্থানে পঁহুছে নাই, উক্ত মায়াবী মায়া চক্র দ্বারা দূত সমূহের পদবন্ধন করাতে তাহারা ক্রমশঃ এক মণ্ডলেই ভ্রমণ করিয়াছিল অভিপ্রেত স্থানাভিমুখে এক পদও অগ্রসর করিতে পারে নাই।

A new and fearful light now burst upon the mind of Seem-good. He remembered how, in the visions of the night, he had continually seen the long processions moving round and round. Never for a moment had he lost sight of them in the distance, or formed a wish to trace their course beyond the city. Alas! in these dreams he had seen but the image of his actual Messengers, though it was the enchanter who placed before his eyes the glass in which they appeared. His head grew dizzy, and his heart sick, as they rose to his remembrance; but he still made one last effort to lay claim to a recompense from the Great King.

"It was gold," he said,—"it was pure gold that I gave; and, though it may have been changed and rendered worthless, to me at least it was of real value. If it failed to purchase for me an inheritance in the Royal Palace, it surely ought to have been restored to me again. Love-gold hoarded his vast wealth; Name-win built with his a tower of Fame; mine alone has been unprofitably spent, and brought me no recompense within the city, and yet none beyond its walls."

"Merchant," replied the old man, "you know well that you have long since had your reward. The applause of your fellow-citizens fell like a golden shower upon your path; and their good-will and gratitude have been to you as bales of costly merchandise. It was thus that the wealth which you professed to give never ceased to come back to you again. Like

এই কথা শ্রবণানন্তর সুজনাভিমানির মনে ভয়ানক নূতন ভাব উৎপন্ন হইল। রজনীযোগে স্বপ্নাবস্থায় তিনি যে লোক শ্রেণীকে নগরের মধ্যে ভ্রমণ করিতে দর্শন করিয়াছিলেন এইক্ষণে তদ্বিষয়ের স্মরণ হইল, তাহারা কখন দূরতা প্রযুক্ত তাঁহার দৃষ্টি পথের বহির্ভূত হয় নাই এবং তিনিও কখন নগরের বাহিরে তাহারদের গমন দর্শন করিতে বাসনা করেন নাই। হায়! সুজনাভিমানী স্বপ্নাবস্থায় মায়াবী কর্ত্তৃক বিস্তারিত দর্পণে যাহা দেখিয়াছিলেন তাহাই কি তাঁহার দূত গণের যথার্থ অবস্থা হইয়াছিল! এই সকল ভাবনায় তাঁহার মস্তক ঘূর্ণায়মান এবং হৃদয় ব্যথিত হইতে লাগিল তথাপি অধীশ্বরের নিকট পুরস্কারের পাত্র হওনার্থ পুনর্ব্বার বাক্য প্রয়োগ করিতে নিবৃত্ত হইলেন না তিনি কহিলেন আমি নির্ম্মল কাঞ্চন সমর্পণ করিয়াছিলাম যদিও তাহা পরে বিকৃত হওনানন্তর মূল্যহীন হইয়া থাকে তথাচ সম্প্রদান কালে তাহার যথার্থ মূল্য ছিল। সেই অর্থের বিনিময়ে যদি রাজভবনে অংশ লাভ না হইল তবে ন্যায় মতে তাহা আমাকে পুনঃ প্রদান করা কর্ত্তব্য হয়। কাঞ্চনপ্রিয় আপন ধন সম্পত্তি সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, কীর্ত্তিপ্রিয় তদ্দ্বারা যশোমন্দির নির্ম্মাণ করেন, কেবল আমার অর্থ নিরর্থক ব্যয় হইল তদ্দ্বারা নগরী মধ্যে অথবা বাহিরে আমার কোন্ উপকার দর্শিল না।"

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন "হে বণিক্ তুমি বিলক্ষণ রূপে জান, পূর্ব্বেই তোমার যথার্থ পুরস্কার লাভ হইয়াছে, কেননা পুরবাসিগণের সাধুবাদ তোমার পদবীতে স্বর্ণ বৃষ্টির ন্যায় পতিত হইয়াছিল ও তাহারদের কৃতজ্ঞতা এবং অনুরাগ তোমার পক্ষে বহুমূল্য দ্রব্যের ন্যায় হইয়াছিল সুতরাং তুমি যত অর্থ দান করিয়াছিলা তাহা এইরূপে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছ অতএব তুমিও কাঞ্চনপ্রিয়ের ন্যায় বাণিজ্য ব্যবসায়ে ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি

Love-gold, you did but traffic with your possessions, and they brought you in a full and abundant return. Your tower, also, like that of Name-win is built within the city. It is true that your own hands have not laboured in its erection, but day by day you have stood watching it in secret, and listened to the shouts and acclamations which marked its growth. It may, perhaps, have seemed to you to be rising off in the territory of the Great King; but this delusion was caused by the same enchanter who sent you the herald. He spread a mist before your eyes, which made an object appear to be in the distance which was really near at hand. Your range of sight has never passed beyond the boundaries of the city; every hope and wish of your heart has been confined within it, and there also was your treasure and your home."

Then did the attendants with the iron scourges seize upon Seem-good, and strip him of his garments; and he, too, was driven forth into the dreary wilderness. But the scourges were unseen by those who witnessed his departure, neither could they hear the fearful words in which the sentence of exile was conveyed. And so it was, that, after he was gone, the long train of his Messengers continued to parade the streets; while the false herald with the golden trumpet proclaimed far and near that the happy exile had been received within the gates of the Glorious City, and that all his treasures had been restored to him there.

করিয়াছ ও কীর্ত্তিপ্রিয়ের ন্যায় তোমারও যশোমন্দির নগরীর মধ্যেই নির্ম্মিত হইয়াছে। যদিও তোমার মন্দির স্বহস্তে নির্ম্মিত না হইয়া থাকে তথাচ প্রত্যহ বিরলে দণ্ডায়মান থাকিয়া নিরীক্ষণ করত তদ্বৃদ্ধি সূচক ধন্যবাদ ধ্বনি শ্রবণ করিয়াছিলা ও তোমার মনোমধ্যে এরূপ ভ্রম হইয়াছিল যে রাজভবনের নিকটস্থ স্থানে মন্দির নির্ম্মাণ হইতেছে কিন্তু যে মায়াবী তোমার নিকট বন্দী প্রেরণ করিয়াছিল সেই ঐ রূপ মিথ্যা জ্ঞান উৎপন্ন করিয়া দেয়। সে ব্যক্তি তোমার চক্ষুর্দ্বয় কুজ্ঝটিকা-বৃত প্রায় করিয়াছিল তাহাতে নিকটস্থ পদার্থে তোমার দূরতা ভাণ হইয়াছে বস্তুতঃ নগরীয় সীমান্তে কখন তোমার দৃষ্টিপাত হয় নাই তুমি কেবল নগর মধ্যস্থিত দ্রব্যাদির নিমিত্ত সতত ব্যগ্র ছিলা সুতরাং নগর মধ্যেই তোমার অর্থ রাশি ও গৃহাদি পড়িয়া রহিল"।

পরে বৃদ্ধের লৌহ দণ্ডধারি অনুচরগণ সুজনাভিমানিকে ধৃত করিয়া তাঁহার পরিচ্ছদাদি হরণ করিল এবং তিনিও গহন কাননে তাড়িত হইলেন কিন্তু যাহারা তাঁহার প্রয়াণ দর্শন করিয়াছিল তাহারা উক্ত লৌহ দণ্ড দেখিতে পায় নাই এবং যে ভয়ানক শব্দে তাঁহার প্রতি নির্ব্বাসন বিধি প্রচার হইয়াছিল তাহাও শ্রবণ করে নাই সুতরাং তাঁহার প্রয়া-ণের পরেও তাহার দূত শ্রেণী নগরীয় রাজমার্গে গমনা-গমন করিতে লাগিল এবং পূর্ব্বোক্ত প্রবঞ্চক বন্দী চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করিল যে সেই সুখী সুজনাভিমানী প্রয়াণানন্তর রমণীয় নগরীর মধ্যে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং আপনার সমুদয় অর্থ সেখানে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

Such was the fearful history of the three elder brothers. It is a relief to turn aside from it, and seek a resting-place in Wise-heart's lowly dwelling. He had wept bitterly for their exile, but he did not, like Seem-good, make a display of his compassion, or boast of his own readness to depart. His tears had flowed in secret, and his hopes also were cherished in the solitude of his own bosom. Every day he put his little room in readiness for the stranger's coming, and was so constantly preparing for it that he may be almost said to have lived in his immediate presence. Yet he, like the rest, was conscious of some change of feeling when his actual summons arrived.

He was at that time enjoying the quiet beauty of the evening hour. It mattered not that a vase with a few autumnal flowers was the only ornament of his humble abode; and that the flame burnt faint and feebly in the solitary lamp which was standing at their side. Wise-heart could not really be in darkness, poverty, or alone; for, as the shades of night closed in, the pearls appeared upon his threshold, the soft music spoke to him as a companion, and the amber light shed its radiance around. His heart was full of gratitude for these blessings, when a mingled feeling of awe and sadness stole upon him, and it seemed as though some shadow were moving along the wall. Every object changed as the dark outline fell upon it;—the flame of the solitary lamp burned even more

অগ্রজ বণিক্ ত্রয়ের এইরূপ দুর্গতি হইয়াছিল কিন্তু এতদ্বর্ণনানন্তর সুচেতার ক্ষুদ্র কুটীর বর্ণন করিলে চিত্তের সন্তোষ হইবে। ভ্রাতৃবর্গের প্রয়াণে সুচেতা বিষণ্ন চিত্তে রোদন করিয়াছিলেন কিন্তু স্বজনাভিমানির ন্যায় বাগাড়ম্বর পূর্ব্বক স্নেহ প্রকাশ করেন নাই এবং আপনি যাত্রা করিতে প্রস্তুত বলিয়াও দর্প করেন নাই কেবল বিরলে বসিয়া অশ্রুপাত করিতেন এবং মনেং রাজভবনে গমন করিবার প্রত্যাশায় থাকিতেন। তিনি প্রতিক্ষণ রাজাজ্ঞাবাহক অপরিচিত ব্যক্তির আগমন প্রতীক্ষা করত নিজ কুটীর সুসজ্জিত করিয়া রাখিতেন বস্তুতঃ নিজ প্রয়াণ কালের নিমিত্ত সর্ব্বদা এমত প্রস্তুত থাকিতেন যে অপরিচিত পুরুষের সমক্ষেই যেন কাল হরণ করিতেছেন। তথাপি রাজাজ্ঞাবাহক উপস্থিত হইলে মনে এমত জ্ঞান জন্মিল যে হৃদয়ের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ ভাবান্তর হইয়াছে।

ঐ সময়ে তিনি প্রদোষ কালের সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে স্বীয় চিত্তরঞ্জন করিতেছিলেন। তাঁহার ক্ষুদ্র গৃহ কেবল শরৎ কালীন কুসুম বিশিষ্ট এক পুষ্পাধারে শোভিত ছিল তাহার এক পার্শ্বে একটী সামান্য দীপ জ্বলিত তাহাতে অত্যল্প জ্যোতিঃ নির্গত হইত তথাপি তিনি একাকী কিম্বা অন্ধকারাবৃত অথবা দরিদ্রভাবে থাকিতেন না কেননা সায়ংকাল উপস্থিত হইবা মাত্র গৃহ দ্বার মুক্তাফলে বিরাজমান হইত এবং পারিষদের রব তুল্য সুমধুর বাক্য তাঁহার কর্ণগোচর হইত, অপর বিচিত্র শুভ্র আলোকে গৃহ উজ্জ্বল করিত। এই সকল শুভ দ্রব্য অবলোকন করাতে তাঁহার অন্তঃকরণে কৃতজ্ঞতার ভাবোদয় হইল এবং ইহার অব্যবহিত পরেই সহসা মনোমধ্যে দুঃখ ও ভয়ের উদ্রেক হইলে বোধ হইল যেন গৃহের ভিত্তি এক জঙ্গম ছায়াতে ব্যাপ্ত হইতেছে। ঐ ছায়া যেং বস্তুর উপর পতিত হইল তাহা তৎক্ষণাৎ রূপান্তর হইয়া গেল এবং প্রদীপের জ্যোতিঃ পূর্ব্বাপেক্ষা মলিন হইল আর শরৎপুষ্প

dimly than before, and the autumnal flowers began to wither and decay. It needed not these signs to warn Wise-heart that it was the same figure that had appeared in the mirror. For a while he watched it with a calm and steadfast gaze; presently a sensation of weariness stole upon him, his thoughts grew confused and indistinct, and at length he sank in a state of partial unconsciousness upon the ground.

When he again opened his eyes, the old man was standing at his side. No gloomy attendants were near, but he held a mirror in his hand. Beneath it were the words—"This is the image of the Past." The scene which it reflected was one that had been long familiar to Wise-heart, and he did not shrink from beholding it now. From time to time soft shadowy forms moved across the glass; they were doubtless, the images of the King's Messengers; but the eye of Wise-heart did not for a moment rest upon them, for ever as they appeared, his thoughts wandered to the Royal Palace and Glorious City.

At length the old man addressed him. "Oh! merchant," he said, "how is this? All signs of wealth and luxury are wont to vanish at my presence, but it is not so with thy abode. Even as I crossed the threshold of thy door, pearls of inestimable value were scattered upon the ground. They can be no part of the treasure of this city; for, when I trod silently upon

স্তবক সকল ম্লান হইয়া পড়িল। এই সকল পূর্ব্ব লক্ষণ নয়ন গোচর না হইলেও সুচেতার মনে এমত প্রতীতি হইত যে দর্পণ মধ্যে আদৌ যে মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছিল তাহাই পুনর্ব্বার উপস্থিত হইতেছে। কিয়ংক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি ঐ ছায়ার প্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়া রহিলেন। অনতিবিলম্বে তাঁহার শরীর অবসন্ন হইতে লাগিল এবং তাঁহার মানসিক ভাবের বিকৃতি হইল তাহাতে অবশেষে অচৈতন্য প্রায় হইয়া মৃত্তিকাতে পতিত হইলেন।

কিয়ংক্ষণ পরে চক্ষুরুন্মীলন করাতে দেখিলেন যে সেই বৃদ্ধ পুরুষ এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান আছেন তাঁহার সমভিব্যাহারে কোন অশুভ অনুচর নাই কেবল হস্তে এক দর্পণ রহিয়াছে ঐ দর্পণের নিম্নভাগে এই লেখা আছে যথা "ইহা অতীত কালের প্রতিবিম্ব"। সুচেতাঃ তাহাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে তাঁহার মনে ভয়োদ্রেক হইল না কেননা যে সকল বিষয় তদ্দ্বারা প্রতিবিম্বিত হইল তদ্দর্শনে বহু কালাবধি তাঁহার অভ্যাস ছিল। মধ্যে২ দর্পণোপরি ছায়ারূপি মূর্ত্তির গতিবিধি হইতে লাগিল কিন্তু সে সকল রাজদূতগণের প্রতিবিম্ব মাত্র, তদ্দর্শনে সুচেতার নয়ন যুগল ক্ষণকালের নিমিত্ত স্থির থাকিল না কেননা সেই ছায়া প্রকাশ হইবা মাত্র তিনি রাজ ভবন ও রমণীয় নগরীর চিন্তায় সমাহিত হইলেন।

অবশেষে বৃদ্ধ পুরুষ তাঁহাকে এই বাক্য কহিলেন "হে বণিক এ কি ঘটনা? আমার উপস্থিতিতে ধন সম্পত্ত্যাদির চিহ্ন মাত্র থাকে না কিন্তু তোমার গৃহে তাহা হইল না, আমি তোমার দ্বারে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম অমূল্য মুক্তাফল ভূমিতে বিকীর্ণ আছে, ঐ সকল মুক্তা এই নগরী সংক্রান্ত

them, they were not sullied by my step, but only shone with a purer brightness than before!"

"Stranger," replied Wise-heart, "I cannot tell. You say truly that they are no part of the treasure of the city. The whole of my father's vast wealth could not have purchased one of them. They are as the pearls of the far East, and I have looked upon them as gifts from the Great King; but I know not what hand has scattered them thus plenteously at the threshold of my door."

He had hardly finished speaking, when a shadowy form moved across the mirror, and there was a voice from thence which said, "I was a widow, poor and destitute, but a Messenger of the Great King. I went to Love-gold for relief, and he told me that his money was his own. I came to Wise-heart and he spoke soft words of comfort, and ministered to my wants, and bade me take freely of his treasures, for it was for my sake that the Great King had placed them in his hands. I wept with joy and gratitude when I left him; and each tear has been changed by the Great King into a pearl, and remained to this hour on the threshold of his abode."

And the old man said, "Oh! merchant, from whence is this wonderful melody that I hear? Sure I am that none of the musicians in this city could produce such strains. Their harps lose their tunefulness, and their sweetest notes become harsh and discordant

সম্পত্তি নহে যেহেতু আমার পদার্পণে তাহা মলিন না হইয়া বরং পূর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল হইল”।

ইহাতে সুচেতাঃ উত্তর করিলেন “আমি এবিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, এ সকল মুক্তা জগৎ পুরস্থ নহে, ইহা যথার্থ বটে, কেননা আমার পিতার যে বিপুল অর্থ ছিল তৎসমুদয় একত্র করিলেও উহার একটীর মূল্য হয় না, এসকল পূর্ব্বাঞ্চলস্থ মুক্তার সদৃশ। আমিও এসমস্তকে অধীশ্বরের দত্ত দ্রব্য জ্ঞান করিয়া থাকি কিন্তু কোন্ ব্যক্তি আমার গৃহ দ্বারে এই মুক্তা বৃষ্টি করিয়াছে আমি তাহা অবগত নহি”।

তাঁহার বচন সমাপ্ত না হইতেং দর্পণ মধ্যে এক ছায়াময়ী মূর্ত্তির সঞ্চালন হইতে লাগিল ও তাহা হইতে অশরীরিণী এই বাণী নির্গত হইল “আমি পতিহীনা অনাথা দরিদ্র অবলা এপ্রযুক্ত রাজদূত শ্রেণিমধ্যে গণিত ছিলাম, একদা কাঞ্চনপ্রিয়ের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে গমন করিয়াছিলাম তাহাতে তিনি কহিয়াছিলেন তাঁহার ধনে তাঁহারই স্বত্ব আছে, পরে সুচেতার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম তাহাতে তিনি নানাপ্রকার সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ করত আমার দুঃখ মোচন করিয়া কহিয়াছিলেন “তুমি অবাধে আমার অর্থ গ্রহণ কর কেননা অধীশ্বর তোমার উপকারার্থ আমার হস্তে তাহা সমর্পণ করিয়াছেন”। অপর সুচেতার নিকট বিদায় লইবার কালে আমি কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ ভাবে পূর্ণ হওয়াতে আমার চক্ষু দ্বয় হইতে অশ্রু নিঃসরণ হইয়াছিল অধীশ্বর সেই অশ্রুর প্রত্যেক বিন্দুকে মুক্তাফল করিয়াছেন তাহা অদ্যাবধি সুচেতার গৃহ দ্বারে দীপ্তি পাইতেছে”।

অনন্তর বৃদ্ধ কহিলেন “এ বিচিত্র সুমধুর ধ্বনি কোথা হইতে নির্গত হইতেছে! আমি নিশ্চয় জানি এ নগরীস্থ কোন বাদকের এরূপ বাদ্য শক্তি নাই, আমার সন্নিকর্ষে অত্রত্য বীণা সকল বিকৃত হইয়া যায় এবং তদ্রূপ সুমধুর

when I am standing near. But this music has some magic power. My presence only renders it more distinct and perfect than before; and even my own voice is moved into harmony by the sound."

"Stranger," replied Wise-heart, "I cannot tell. You say truly that the music has a magic power, for it lends its own tunefulness to all around. To me it has long since breathed a spirit of harmony over the din and discord of this crowded city; every care and anxiety has been changed and modulated by its soothing influence; and the events of day after day have seemed to flow on in perpetual melody. But though the music has thus dwelt in my own home, and I have loved it, and listened to it with gladness, I believe it to be but the echo of a yet sweeter strain which is played afar off in some distant land."

Again there was a voice from the mirror; its accents were low and tremulous, like those of a little child, and it said, "I was an orphan, weak and friendless, but a Messenger of the Great King. I went to Name-win for succour, and he pointed to a block of marble, and bade me raise it on high: but my hands were too feeble for the task; and then his attendants drove me away, and said there was no place for little children in the tower of Fame. I came to Wise-heart; and he fed me and clothed me, and told me that the house in which he lived had been lent to him as a shelter for the orphan child. Every morning and

স্বরও একেকালে কর্কশ ও তালহীন হয়। কিন্তু অধুনা যে বাদ্য আমার কর্ণগত হইতেছে ইহার মোহন শক্তি আছে। আমার আগমনে ইহার ধ্বনিতে কোন ব্যত্যয় না হইয়া অধিক উৎকর্ষ হইতেছে এবং আমার আপনার বাক্যও তৎসহকারে মধুর হইতেছে"।

সুচেতাঃ উত্তর করিলেন "আমি এবিষয়ে অনভিজ্ঞ, পরন্তু ইহা সত্য বটে যে এ সঙ্গীতের মোহন শক্তি আছে কারণ ইহার মাধুর্য্য চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয় এবং ইহা জনতাকুল এই নগরীর কোলাহল অতিক্রমণ করিয়া সতত আমার চিত্ত রঞ্জন করে, ইহার স্নিগ্ধতা শক্তিতে আমার মানসিক সর্বপ্রকার উদ্বেগ দূর হইয়া চিত্তশান্তি হয় এবং এস্থলে দিন২ যে সকল ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে আমার ভাবের বৈলক্ষণ্য হয় নাই কিন্তু এই মধুর ধ্বনি আমার আপন গৃহ মধ্যে থাকাতে তৎশ্রবণে আমি বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছি বটে তথাচ আমার এমত বোধ হইতেছে ইহা কোন দূরদেশীয় মধুরতর সঙ্গীতের প্রতি ধ্বনি মাত্র"।

অনন্তর দর্পণ হইতে পুনর্ব্বার এক শব্দ নির্গত হইল তাহাতে বোধ হইল যেন অর্দ্ধস্ফুট মৃদু ভাষাতে এইরূপ বাক্য উক্ত হইতেছে যথা "আমি বাল্য কালে পিতৃ মাতৃ হীন হওয়াতে নিঃসহায় এবং ক্ষীণতা প্রযুক্ত রাজদূত শ্রেণী মধ্যে গণিত ছিলাম। একদা কীর্ত্তিপ্রিয়ের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তিনি আমাকে এক প্রকাণ্ড মর্ম্মর প্রস্তর উত্তোলন করিতে আদেশ করিলেন কিন্তু আমার দুর্ব্বল হস্ত দ্বারা সে কর্ম্ম সমাধা না হওয়াতে তাঁহার ভৃত্যবর্গ আমাকে দূরীকৃত করত কহিলেক যশোমন্দিরে ক্ষুদ্র শিশুগণের উপযুক্ত স্থান নাই। তৎপরে আমি সুচেতার নিকট উপস্থিত হইলাম তিনি আমাকে অশন বসন প্রদান করিয়া কহিলেন "যে বাটীতে আমি বাস করি তাহা

evening I went in secret to the Great King, and carried with me each precious gift that I received from Wise-heart; and he bade me take back to him in return the offering of a simple heart overflowing with gratitude and love. So it was that my looks and words became to his home as a perpetual song; and this is the soft music which you hear within its walls."

And the old man said, "Tell me, Wise-heart, from whence is this light that sheds its radiance on all around! Sure I am that it belongs not to this city; for night has thrown her dark mantle over its streets, and, even if it were otherwise, mists and chilling darkness are the signs of my approach. The flame of your own lamp grew more faint and feeble when my shadow first fell upon it, and is fast expiring now. Whence, then, is it that in thy dwelling there seems to be perpetual day?"

A soft slumber was stealing upon Wise-heart; his eyes were already closed; his voice was indistinct, and yet it sounded like happy music as for the last time he replied," Stranger, I cannot tell. The light has indeed shone upon me; nay, is shining upon me now. My eyes are closed, and I see it not; but it is as the sunshine of the heart, and I feel it to be here. Whether it be a reality or a beautiful dream, I am conscious of its presence, though I know not from whence it comes,"

পিতৃ-মাতৃহীন শিশুর আশ্রয়ের নিমিত্ত আমার নিকট নিঃক্ষিপ্ত হইয়াছে"। অনন্তর সুচেতাঃ আমাকে যে অমূল্য দ্রব্যাদি প্রদান করিলেন আমি তাহা লইয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে অধীশ্বরের নিকট গোপনে গমন করিতাম। অধীশ্বর আমার প্রতি এই আদেশ করিতেন এই সকল দ্রব্যের পরিবর্ত্তে কৃতজ্ঞতা ও প্রণয় রসে উৎফুল্ল সরল হৃদয় তাঁহাকে সমর্পণ কর অতএব আমার বিনয় দৃষ্টি ও উক্তি তাঁহার বাটীতে নিত্য গীতরূপে প্রকাশ হয় এবং এইক্ষণেও গৃহ মধ্যে সেই মৃদু স্বর আপনারদের কর্ণগোচর হইতেছে"।

পরে বৃদ্ধ কহিলেন "হে সুচেতাঃ, জ্যোতিঃ প্রবাহ কোথা হইতে নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিক জ্যোতির্ম্ময় করিতেছে এ আলোক জগৎপুরস্থ নহে, যেহেতু যামিনীর অসিত পরিচ্ছদে এক্ষণে নগরস্থ সকল বর্ত্ম্ই আবৃত হইয়াছে যদিও এখানে তাহা না হইয়া থাকে তথাপি আমার আগমনের প্রাক্কালে সর্ব্বস্থান কুজ্ঝটিকা ও তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া যায়। দেখ আমার ছায়া স্পর্শে তোমার গৃহস্থ প্রদীপ মলিন হইয়া এইক্ষণে নির্ব্বাণ হইতেছে। অতএব তোমার গৃহে কি কারণ চিরবিরাজিত দিন রহিয়াছে"।

এই সময়ে সুচেতাঃ ক্রমশঃ তন্দ্রাভিভূত হইতে লাগিলেন, তাঁহার নয়ন যুগল নিমীলিত এবং স্বর অস্পষ্ট হইয়াছিল তথাপি মধুর স্বরে শেষে এই উত্তর করিলেন যথা "হে অপরিচিত পুরুষ, আমি এ বিষয়েও অনভিজ্ঞ, এই আলোকের রশ্মি পূর্ব্বাবধি আমার উপর পতিত হইয়াছে, এক্ষণে আমি মুদ্রিত নয়নে আর দর্শন পাই না কিন্তু আমার মনোমধ্যে হৃদয় মধ্যস্থিত জ্যোতিঃ প্রবাহের ন্যায় অনুভূত হইতেছে, ইহা বস্তুতঃ সত্য হউক অথবা স্বপ্ন কল্পিত হউক, কিন্তু আমার বিলক্ষণ অনুভূত হইতেছে, তথাপি কোন্ স্থান হইতে নির্গত হইতেছে তাহা জানি না"।

Then, for the third time a voice proceeded from the mirror, as a shadowy form moved across it, and it said, "I had been rich and prosperous, but a long sickness brought me into poverty and distress. I heard the proclamation of Seem-good, and made a feeble effort to reach his door; but the crowd, and the glare, and the noise of the trumpet overwhelmed me with fear and shame. I shrank back in silence, and hid myself in the obscurity of my own solitary dwelling. Wise-heart sought me out and found me there. He tended me in my sickness and ministered to my wants, and bade me be of good cheer, for I had a secret store of wealth, even the prayers and blessings of a poor man; and, when I spoke to him of gratitude, he asked me to give him some portion of my treasure. Then did I remember that poverty and distress had made me a Messenger of the Great King, and I hastened to the Royal Palace, and took with me thither my blessings and my prayers. The Great King received them from me, and shed them as rays of unchanging sunshine on the abode of Wise-heart, and from thence comes the amber light that yet lives within its walls."

There was a pause of a few seconds; while Wise-heart appeared to be yielding more and more to the soothing influence of sleep. And then the old man breathed softly upon him, and said, "Thrice happy merchant! Well, indeed, hast thou traded with thy

অনন্তর দর্পণ মধ্যে আর এক ছায়াময়ী মূর্ত্তি সঞ্চালিত হওয়াতে তৃতীয় বার এক শব্দ হইল যথা “আমি পূর্ব্বে বহু ধনাধিকারী থাকিয়া স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতাম কিন্তু অনেক দিবস পর্য্যন্ত পীড়াগ্রস্ত থাকাতে দরিদ্র ও দুঃখী হইয়া ছিলাম তাহাঁতে সুজনাভিমানির ঘোষণা শ্রবণ করিয়া তাঁহার দ্বারে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম কিন্তু জনতার সমা-রোহ ও তুরীর ধ্বনি প্রযুক্ত ভয় ও লজ্জাতে সঙ্কুচিত হইলাম এবং নীরব হইয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে আপনার নিভৃতালয়ে প্রত্যা-গমন করিলাম পরে সুচেতাঃ অন্বেষণ করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হওত আমার পীড়িতাবস্থায় সেবা করিলেন এবং আমার দারিদ্র্য দূর করিয়া কহিলেন “তোমার ভয় নাই, অধন জনের প্রার্থনা ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা স্বরূপ ধন তোমার প্রচুর আছে”। অনন্তর আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাতে তিনি কহি-লেন ঐ অর্থের কিয়দংশ আমাকে দান কর। আমার তখন স্মরণ হইল যে অত্যন্ত দৈন্য ও দুঃখ গ্রস্ত হওয়াতে আমিও অধীশ্বরের দূত হইয়াছি অতএব আমি প্রার্থনা এবং আশী-র্ব্বাদ সঙ্গে লইয়া ত্বরায় রাজ ভবনে গমন করিলাম। অধী-শ্বর আমার নিকট হইতে তাহা গ্রহণ করিয়া চির বিরাজমান দিবাকর রশ্মিরূপে সুচেতার গৃহোপরি তাহা বর্ষণ করিলেন তাহাতেই গৃহমধ্যে এই শুভ্র তেজঃপুঞ্জ হইয়াছে”।

তদনন্তর কিয়ৎ ক্ষণ সকলে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন ইতোমধ্যে সুচেতাঃ ক্রমশঃ সুষুপ্তি প্রাপ্ত হওয়াতে বৃদ্ধ শনৈঃ২ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রতি এই বাক্য প্রয়োগ করি-লেন “হে শুভংযু বণিক, তুমি অর্থ সহকারে উত্তম ব্যবসায় করিয়াছ, তুমি অনিত্য স্বর্ণ রূপ্যাদির বিনিময়ে বিধবার

wealth! Thou hast bartered thy perishable silver and gold for the widow's gratitude, the orphan's love, and the poor man's prayer. Now that thou art going hence, these riches will follow thee. The costly pearls, the gentle music, and the amber light shall attend thee on thy journey even to the gates of the Glorious City. But a more abundant treasure, a more perfect harmony, and a light of brilliance unutterable, await thee there."

As he thus spoke, he placed a second mirror before the eyes of Wise-heart; and though they now seemed to be sealed in slumber, a smile of joy and gladness played across his countenance. I cannot tell how bright and glorious was the vision that he saw. This alone I know, that the image of the Future was reflected in that glass, and that, as the old man held it, his own form faded away. For a moment there was a sound as of the rustling of many wings in the air, and then all was stillness in the dwelling of Wise-heart.

On the morrow, the sun shone brightly upon the city;—there was the usual hum of traffic and moving to and fro of the busy multitude in the streets, though the lamp had been extinguished in Wise-heart's abode, and the aged merchant was gone. Very few of the passers-by noticed the deserted dwelling; but the King's Messengers wept as they beheld it from a distance, and there was a strain of sadness in the gentle music of the orphan child. They mourned,

কৃতজ্ঞতা ও পিতৃ মাতৃ হীন শিশুর অনুরাগ এবং দরিদ্রের প্রার্থনা রূপ পরম পদার্থ লাভ করিয়াছ। এক্ষণে তোমার প্রয়াণ হইতেছে এই সকল পরম পদার্থ তোমার সঙ্গে যাইবে। এই অমূল্য মুক্তাফল এবং সুমধুর বাদ্য ও শুভ্র আলোক রমণীয় নগরীর গোপুর পর্য্যন্ত তোমার সমভি-ব্যাহারে যাইবে সে স্থানে ইহা অপেক্ষা প্রচুরতর ঐশ্বর্য্য ও মধুরতর বাদ্য এবং অনির্ব্বচনীয় শুভ্র আলোক মণ্ডল তোমার নিমিত্ত প্রস্তুত আছে"।

বৃদ্ধ এই কথা কহিতেং সুচেতার সম্মুখে অপর এক দর্পণ ধারণ করিলেন, তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় নিদ্রা বশতঃ নিমীলিত হইলেও মুখ ঈষদ্ধাস্যে ও আনন্দে প্রফুল্ল হইল। ঐ দর্পণ মধ্যে তিনি কি অপূর্ব্ব ব্যাপার সন্দর্শন করিলেন তাহার বর্ণনা সাধ্যাতীত, কেবল এই মাত্র বলিতে পারি যে সেই দর্পণে পারত্রিকের আভাস ছিল এবং বৃদ্ধ তাহা ধারণ করিতেং অন্তর্হিত হইলেন। পরে কিয়ৎ ক্ষণ পর্য্যন্ত নভোমণ্ডলে পক্ষ সঞ্চালনের ধ্বনির ন্যায় এক শব্দ হইল, 'এবং তদনন্তর সুচেতার গৃহ একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

পর দিবস প্রাতঃকালে নগরে সূর্য্যোদয় হইলে রাজবর্ত্ম নানা ব্যবসায়ি লোকে ব্যাপ্ত হওয়াতে পূর্ব্ব রীতিক্রমে কলরবে পূর্ণ হইল কিন্তু সুচেতার গৃহস্থ প্রদীপ নির্ব্বাণ হইয়া-ছিল এবং সেই বৃদ্ধ বণিক্ও প্রয়াণ করিয়াছিলেন। পথিক-দের মধ্যে অত্যল্প লোক ঐ শূন্য গৃহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল কিন্তু রাজ দূতগণ দূর হইতে তাহা দর্শন করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং পিতৃ মাতৃ হীন শিশুগণের সুমধুর গীতে কারুণ্য রস প্রকাশিত হইল। তাহারা আপনা-রাদের দৌত্য ক্রিয়ার অবসান হওয়াতে বিলাপ করিল কিন্তু

because their own office was at an end; but when they thought of Wise-heart, their sorrow was turned into joy. They knew that his treasures had been stored up for him in the Royal Palace, and that he himself was dwelling in the happy city where the law of Exile was unknown.

At the end of the tale, young Sanat Coomar, (this was the name of the prince,) who had listened with the closest attention, continued for a long time silent and seemed lost in thought. Jaganauth was unwilling to break in on the current of his own reflections, but at last said, "How should you have liked to live in the city of Passing? Was it not a strange law made by the king?"

"Oh, replied the prince, faintly smiling, I understand well enough of what city you are speaking, and that both you and I, and my grandfather too, are inhabitants of it. This world is the city of Passing; and we are all liable at any moment to be called to leave it: and, when our summons comes, we go forth alone, and are not able to take with us any part of our wealth. The old man, at whose touch all things crumbled into decay, represents time. But do you mean that every person in the world is like one of these merchants?" I think, answered Jaganauth, that they represent great classes, to one or other

সুচেতার অবস্থা স্মরণ করাতে তাহারদের দুঃখের পরিবর্ত্তে আনন্দের উদয় হইল কারণ তাহারা বিলক্ষণ জানিত যে তাঁহার সকল অর্থ রাজ ভবনে সঞ্চিত হইয়াছে এবং তিনি সেই আনন্দ নগরে স্থান পাইয়াছেন যেখানে নির্ব্বাসন বিধির প্রসঙ্গ মাত্র নাই।

গল্প সমাপ্ত হইলে সনৎকুমার অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত রাজকুমার একাগ্র চিত্তে তদর্থ ভাবনায় কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত যেন সমাহি-তের ন্যায় নিস্তব্ধ রহিলেন এবং জগন্নাথ শাস্ত্রীও তাঁহার চিন্তা ভঙ্গ করণে অনিচ্ছু হইয়া কিঞ্চিৎকাল মৌনাবলম্বনে থাকিয়া অবশেষে কহিলেন "তুমি জগৎপুর বাসী হইলে কি করিতা? অধীশ্বরের নিয়ম কেমন? অদ্ভুত নহে?"।

রাজ কুমার ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "হাঁ, আপনি যে নগরের প্রসঙ্গ করিলেন আমি তদ্বিষয় বুঝিলাম, পিতামহ ঠাকুর আপনি ও আমি এবং সকলেই ঐ নগর নিবাসী, এই পৃথিবী মণ্ডলই জগৎপুর, অত্রস্থ লোকদিগের প্রতিমুহূর্ত্ত লোকান্তর গমন করিবার সম্ভাবনা আছে এবং মহা প্রলয় কালে সকলেই একাকী গমন করিয়া থাকে, কেহই ধন সম্পা-ত্তির কোন অংশ লইয়া যাইতে পারে না। আপনি যে বৃদ্ধ পুরুষের সংস্পর্শে পার্থিব দ্রব্য লয়ের কথা কহিলেন বোধ হয় সে ব্যক্তি কালরূপী। কিন্তু আপনি কি অনুমান করেন যে সংসারস্থ যাবদীয় লোক ঐ বণিক চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন এক জনের তুল্য?" জগন্নাথ উত্তর করিলেন "আমার বোধে বণিক চতুষ্টয় পৃথক২ চারি শ্রেণীর লোকের উপমা মাত্র এবং ফলেও অধিকাংশ লোককে চারি বণিকের তুল্য

of which most persons may be said to belong. First we have those, like Love-gold, who do not spend their riches at all: next those, like Name-win, who spend them, but not for wise purposes; then such as Seem-good, who ostentatiously bestow their wealth, often on real objects of compassion, but merely for the sake of the applause which they hope to gain by their behaviour; and lastly those, like Wise-heart, who, under the influence of a kind and benevolent temper, have no object in view in the exercise of their charity but a simple and sincere wish to lessen the misery or increase the happiness of those around them. These last, indeed, are the most rare to be met with; but it is certain that, if all could be made to understand how much their own happiness can be promoted, by making it the main business of their life to promote the happiness of others, the number of such men would be very greatly increased. In the tale which you have just heard, I purposely kept the character of the four merchants quite distinct from each other: but it is otherwise in real life; and there are few whose characters do not partake in a greater or less degree of the dispositions of more than one of them; and, accordingly as one kind of motive or another gets the upper hand, we often see the same man act in very different ways. At one time, we might suppose that his only aim was to procure sensual pleasures for his own selfish gratification; at another, he will be found

ব্যবহার করিতে দেখা যায় কেননা প্রথমতঃ কতিপয় লোক কাঞ্চন প্রিয়ের সদৃশ অর্থ ব্যয় মাত্র করে না। দ্বিতীয়তঃ কেহ২ কীর্ত্তি প্রিয়ের ন্যায় ধন বিতরণ করে বটে কিন্তু বিবেচনা পূর্ব্বক করে না। তৃতীয়তঃ কোন২ লোক স্বজনাভিমানির তুল্য দম্ভ করিয়া দান করে তাহাতে তাহারদের সম্পত্তি কখন২ সৎপাত্রে পতিত হয় বটে কিন্তু প্রশংসা ভাজন হওয়াই তাহারদের মুখ্য অভিপ্রায়। অপরে সুচেতার ন্যায় দয়াশীল এবং পরহিতৈষী প্রযুক্ত কেবল পরের দুঃখ হরণ অথবা সুখ বৃদ্ধির নিমিত্ত অর্থ বিতরণ করে, তাহারা অন্য কোন কামনায় বদান্য হয় না। এইরূপ পরহিতৈষী লোক অত্যল্প আছে বটে কিন্তু পরের ইষ্ট সাধনে নিয়ত রত থাকিলে আপনারদের পরম সন্তোষ জন্মে ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে ঐ রূপ নিস্পৃহ পরোপকারি লোক সংখ্যার অতিশয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। হে রাজ কুমার তুমি সম্প্রতি যে গল্প শ্রবণ করিলা কোন বিশেষ তাৎপর্য্যার্থ তাহাতে বণিক চতুষ্টয়ের চরিত্র স্বতন্ত্র২ বর্ণনা করা গেল কিন্তু সংসারের মধ্যে অবিকল তাদৃশ পুরুষ দেখা যায় না, অর্থাৎ ঐ বণিক্ চতুষ্টয়ের যথার্থ সদৃশকারী স্বতন্ত্র২ পুরুষ প্রায় নাই সুতরাং বিশেষ২ ইচ্ছা বলবতী হইলে এক২ জন লোকই নানা প্রকার চরিত্র বারম্বার বিস্তার করে, কখন বা কেবল আমোদমত্ত হইয়া ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের স্পৃহা করে, কখন বা এমত দয়া এবং বদান্যতা প্রকাশ করে যে তাহাতে দুষ্ট তাৎপর্য্য মাত্র অনুমেয় হয় না অতএব লোকেরা স্ব২ অন্তঃকরণ পরীক্ষা করিলে

to have performed kind and liberal actions, without any probability of having been led to them by an unworthy motive. So that most men are enabled, if they will examine themselves, to discover which kind of behaviour adds most really and lastingly to their own happiness; and I have no doubt that all, who will take the trouble to keep this kind of watch upon themselves, will discover a wonderful difference in the sensations that belong to each. They will be forced to own that every pleasure they have derived from sensual enjoyment, and from the indulgence of gratified pride or vanity, grows less and less acute at each repetition; until it sometimes happens that, by unlimited indulgence of their selfish passions, they come to loathe those very things, in which at one time they believed all the happiness of life to consist. But it is far otherwise with the exercise of a benevolent spirit; for, as has been beautifully declared by an English poet,

> "It is twice blessed;
> "It blesseth him that gives and him that takes."

With every renewal of it, the power and the wish again to enjoy the delight of bestowing happiness on a fellow creature increase; and the sensation itself becomes more exquisite, as it becomes more pure, and unstained by the thought of any thing beyond the good deed itself.

I wish, said Sanat Coomar hastily, that every body were rich. Jaganauth smiled. How different, said

অধিকাংশ ব্যক্তি স্বয়ং বুঝিতে পারিবে যে কি প্রকার আচরণে যথার্থ ও নিত্য সুখের বৃদ্ধি হয়। আমার নিশ্চয় উপলব্ধি হইতেছে যে প্রত্যেক লোক কিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক এই প্রকার সতর্ক হইয়া বিবেচনা করিলে সদসৎ ব্যবহার জন্য সুখ দুঃখের বৈলক্ষণ্য নির্ণয় করিতে পারে এবং তখন তাহারা স্বয়ং স্বীকার করিবে যে ইন্দ্রিয়ের পরিতোষ এবং অহঙ্কার ও দর্প এই সকলে যে আমোদ উৎপন্ন হয় তাহা অভ্যাস দ্বারা ক্রমশঃ খর্ব্ব হয় এবং অবশেষে কখন২ এমত ঘটনা হয় যে আত্মভরিত্ব পূর্ণ করণে পূর্ব্ব কল্পিত সুখ স্থানে সম্পূর্ণ বিরাগ জন্মে। পরন্তু পরোপকার সাধনের ফল তাদৃশ নহে এ বিষয়ে এক জন ইংরাজ জাতীয় কবির সুললিত বচন আছে, যথা।

ধন্য২ দয়া ধর্ম্ম নিত্য শ্রেয়স্কর।
দান গ্রাহী দানকারী শুভ দুই নর।।

পরের ইষ্ট সাধন জনিত আনন্দ ভোগের শক্তি এবং ইচ্ছা এ উভয় অভ্যাস দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং সৎক্রিয়া করিবার কামনা ব্যতীত অন্য আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে ঐ আনন্দ শুদ্ধ ও নির্ম্মল হয় এবং তদনুভবেরও উন্নতি হইয়া থাকে”।

তখন সনৎকুমার কহিলেন আমার মনো বাসনা এই যে যাবদীয় লোকই সধন হয়। জগন্নাথ ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন প্রাতঃকালে যে মনস্কামনা করিয়াছিলা সম্প্রতি

he, is that wish from the one you uttered this morning. Then you longed to be as rich as the Great Lydian King, who was famous for being richer than all the rest of mankind: now you wish that every body should be rich; in which case no one would become very remarkable for being richer than his neighbours. But, although your wish is so much altered, I am not quite sure that the world is not better constituted, according to its present condition, than if it were arranged according to your plan. I understand you by your wish to mean, that every body should enjoy as much of the good things of life as he desires, without being at any pains to endeavour to obtain them. For, even now, those who will behave prudently, and work steadily, and honestly for what they want, may generally contrive to gain the means of comfortable livelihood; and every man is rich, who is contented with what he has. Misfortunes, indeed, will come to some; and, if they did not, there would be no room for those pleasures of active benevolence which, I have already assured you, are the most exquisite that human nature is capable of feeling. But, as you might answer to this, that it is not a sufficient reason why some should be miserable, that others may enjoy the pleasure of relieving them, I will add that man is so constituted, that a strong inducement to him to exert his skill and intelligence arises from dread of the evils of want impending over him; for escaping from which he can only rely with confidence on his own efforts: and, if you

তাহার অনেক বৈলক্ষণ্য দেখিতেছি, তখন প্রার্থনা করিয়াছিলা যেন আপনি লিডিয়া রাজের সদৃশ ধনী হও যিনি মনুষ্য সমাজে সর্ব্বাপেক্ষা ধনাঢ্য বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, এক্ষণে কহিতেছ সকল লোক সধন হউক তাহা হইলে ধন সম্পত্তির প্রসঙ্গে মনুষ্য লোকের মধ্যে ইতর বিশেষ অধিক থাকিবে না কিন্তু তোমার অভিপ্রায়ের এ প্রকার রূপান্তর হইলেও আমার বোধে তোমার পূর্ব্ব অভিমতানুযায়ি সংসার নির্ব্বাহ অপেক্ষা সম্প্রতি যেরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছ তাহা অধিক শ্রেয়স্কর। অনুমান করি তোমার বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে প্রত্যেক লোক অর্থোপার্জ্জনে পরিশ্রম ও যত্ন না করিয়া অনায়াসে স্বেচ্ছানুসারে ঐহিক সম্পত্তি ভোগ করুক। উপস্থিত অবস্থায় যাহারা বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করত সরল ভাবে অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে অবিরত যত্ন করে তাহারা সামান্যতঃ স্বচ্ছন্দে প্রাণ ধারণের উপায় করিতে পারে, কেননা আপন২ সম্পত্তিতে যাহারদের তৃপ্তি জন্মে তাহারাই বস্তুতঃ সধন। এ পক্ষে কোন২ লোকের বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে বটে কিন্তু তাহা না থাকিলে পরোপকারে যত্ন করিবার সুখও দুর্ল্লভ হয়, আমি পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে ঐ প্রকার সুখানুভব সর্ব্বাপেক্ষা চমৎকার হইয়া থাকে। যদি বল কোন২ লোক পর দুঃখ মোচন করিয়া সুখী হয় তন্নিমিত্ত কি অপর লোকের দুরবস্থা হওয়া সঙ্গত? উত্তর. মনুষ্যের এক স্বাভাবিক গুণ এই যে দারিদ্র্য নিবা-

wish his nature to be changed also in this respect, you will find that one change leads to another, until at last the world, and the men who live in it, would be altogether different from what we now find. The desire which most men feel to improve their condition, and which, when reasonably limited, is not incompatible with the contented spirit, of which I lately spoke, as being equivalent to wealth, leads directly to the most active and useful employment of the faculties with which they are endowed; and it is surprising how much men are capable of doing for themselves, who will steadily do their best; and, above all things, make it a strict rule never to deviate from the paths of honesty and rectitude. I will illustrate this, by relating to you the surprising adventures of a young English lad, whose original condition was as mean as it is well possible to conceive; but who, by keeping in view these principles, raised himself to wealth and respectability. I cannot assure you that his story, (which I found related in a series of tales, written for the instruction of the young, by an accomplished lady still living,) is strictly true in all its details: but, from what I have seen of the English manners in their own country, and the surprising energy with which even the poorest and humblest among them often succeed in raising themselves, by their own exertions, to stations of high dignity and honour, I can say that there is nothing told of this

রণার্থ আপনার চেষ্টার উপর নির্ভর করে এবং তৎশঙ্কাতেই জ্ঞান ও বুদ্ধির চর্চা করিতে অতিশয় যত্নশালী হয়। যদি বল এপ্রকার স্বভাবের পরিহার কর্ত্তব্য? উত্তর, এক বিষয়ে স্বভাবের বিকৃতি হইলে ক্রমশঃ অন্যান্য বিষয়েও তাদৃশ হইবার সম্ভাবনা তাহাতে অবশেষে ভূমণ্ডল এবং ভূমণ্ডলস্থ সকল লোকের সম্পূর্ণ বিকৃতি হইতে পারে। অপর অধিকাংশ লোক যে স্ব২ দুরবস্থা শোধন করিতে প্রয়াস করে তাহা পরিমিত রূপে করিলে মৎ কথিত ধন সম্পত্তি স্বরূপ বিষয় তৃপ্তির বিপরীত নহে বরং তাহাতে আমারদের স্বাভাবিক বুদ্ধির উত্তম চালনা হইবারই সম্ভব। ফলতঃ মনুষ্য লোক যত্ন করিতে ক্রুটি না করিলে বিশেষতঃ সত্যতা এবং সরলতার পদবীতে নিয়ত স্থির থাকিতে প্রতিজ্ঞা করিলে যে কত দূর পর্য্যন্ত স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে সমর্থ হয় তাহাতে অতিশয় চমৎকার জ্ঞান হয়। এই বিষয় উত্তম রূপে প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত তোমার নিকট ইংলণ্ড দেশীয় এক যুবকের অদ্ভুত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিব• তাহার আদ্য অবস্থা যৎপরোনাস্তি নীচ ছিল কিন্তু সে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ধারা অবলম্বন করিয়া যথেষ্ট ধন এবং মান উপার্জ্জন করিয়াছিল। অদ্যাপি বর্ত্তমানা এক বিদুষী কর্ত্তৃক নব্য বালকেরদের উপদেশার্থ রচিত কতিপয় গল্পের মধ্যে তাহার বৃত্তান্ত লিখিত আছে তাহা সর্ব্বতোভাবে সত্য কি না আমি নিশ্চয় কহিতে পারি না কিন্তু ইংলণ্ড দেশের মানব মণ্ডলীর যে প্রকার আচার ব্যবহার স্বচক্ষে দেখিয়াছি এবং তজ্জাতীয় দীন দুঃখি লোকেরাও যে চমৎকার উদ্যম প্রকাশ করিয়া স্বীয় যত্নে কখন২ মান সম্ভ্রম ও প্রাধান্য লাভ করে তাহাতে নিশ্চয় অনুমান হইতেছে যে উক্ত বালকের চরিত্রে অসম্ভব বাক্য নাই।

boy, which might not have happened; and his history ought to interest you the more, because you will find that he was not afraid to leave his own country, and come to the Deccan of India, (which must to him have seemed as strange and distant a country as England does to you,) in pursuit of his wish of gaining independence. We will call this tale, if you please, THE REWARD OF HONESTY.

তাহার চরিত্র বর্ণনে তোমার বিশেষ আমোদ জন্মিবার কারণ এই যে ঐ যুবক অর্থ সঞ্চয় দ্বারা পরাধীনত্ব পরিহার করিবার মানসে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষস্থ দক্ষিণ খণ্ডে আগমন করিতে সাহস করিয়াছিল, তোমার পক্ষে ইংলণ্ড দেশ যাদৃশ দূরবর্ত্তী এবং অপরিচিত, তাহার পক্ষে ভারত-বর্ষের দক্ষিণখণ্ডও তাদৃশ ছিল এস্থলে তাহার গল্পের নাম "সরলতার পুরস্কার" ধার্য্য করা গেল।

THE REWARD OF HONESTY.

CHAPTER I.

SOME years ago, a lad of the name of William Jervas, or, as he was called from his lameness, Lame Jervas, whose business it was to tend the horses in one of the Cornwall tin-mines, was missing. He was left one night in a little hut, at one end of the mine, where he always slept; but in the morning he could nowhere be found; and this his sudden disappearance gave rise to a number of strange and ridiculous stories among the miners. The most rational, however, concluded that the lad, tired of his situation, had made his escape during the night. It was certainly rather surprising that he could nowhere be traced; but, after the neighbours had wondered and talked for some time about it, the circumstance was by degrees forgotten. The name of William Jervas was scarcely remembered by any, except two or three of the oldest miners; when, twenty years afterward, there came a party of gentlemen and ladies to see the mines; and, as the guide was showing the curiosities of the place, one among the company, a gentleman of about six-and-thirty years of age, pointed

সরলতার পুরস্কার

কর্ণোয়াল প্রদেশস্থ এক টিনের খনিতে উইলিয়ম জরবাস নামা এক বালক অশ্ব পালনার্থ নিযুক্ত ছিল, সে খঞ্জ থাকাতে সকলে তাহাকে খঞ্জ জরবাস বলিয়া আহ্বান করিত, কিয়দ্বৎসর গত হইলে সেই বালক অনুদ্দেশ হয়। আকরের প্রান্তভাগে এক ক্ষুদ্র কুটীর মধ্যে সে প্রত্যহ নিশাভাগে শয়ন করিয়া থাকিত এক দিন রজনীযোগে ঐ কুটীর হইতে কোথায় প্রস্থান করিল তৎপর দিবস প্রাতঃকালে তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। সেই বালক সহসা নিরুদ্দেশ হওয়াতে খনির কর্ম্মকারকেরা তদ্বিষয়ে নানা প্রকার হাস্যজনক বিচিত্র গল্প কল্পনা করিল, যাহারা কিঞ্চিদ্বিজ্ঞ ছিল তাহারা এই নির্ণয় করিল যে বালক স্বীয় কর্ম্মে বিরক্ত হইয়া রাত্রি যোগে পলায়ন করিয়াছে। খনি হইতে হঠাৎ একটী বালক অনুদ্দিষ্ট হওয়াতে সকলেরি আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছিল বটে কিন্তু প্রতিবাসিগণ কিয়দ্দিন মাত্র বিস্ময় প্রকাশ পূর্ব্বক তদ্বিষয়ের আন্দোলন করিয়া পরে তাহা বিস্মরণ করিল এবং খনির দুই তিন জন বৃদ্ধ কর্ম্মকারক ব্যতীত অন্য কাহারও উইলিয়ম জরবাসের নাম পর্য্যন্ত স্মরণে রহিল না। অনন্তর দ্বাবিংশতি বৎসর গত হইলে কতিপয় সম্ভ্রান্ত পুরুষ এবং স্ত্রী খনি দর্শনার্থ আগমন করিলেন তাহাতে পথ প্রদর্শক ঐ স্থানের বিচিত্র পদার্থ সকল তাঁহারদিগকে প্রদর্শন করাইতে লাগিল ইতিমধ্যে দর্শনার্থিদের দলস্থ ষটত্রিংশৎ বর্ষ বয়স্ক এক ব্যক্তি পুরোবর্ত্তি শিলোপরি অঙ্কিত কএকটী বর্ণের উদ্দেশে জিজ্ঞাসা

to some letters that were carved on the rock, and asked, "whose name was written there!"—"Only the name of one William Jervas," answered the guide; "a poor lad who ran way from the mines a great long while ago."—"Are you sure that he ran away!" said the gentleman.—"Yes, answered the guide, "sure and certain I am of that."—"Not at all sure and certain of any such thing," cried one of the oldest of the miners, who interrupted the guide, and then related all that he knew, all that he had heard, and all that he imagined and believed concerning the sudden disappearance of Jervas; concluding by positively assuring the stranger that the ghost of the said Jervas was often seen to walk, slowly, in the long west gallery of the mine, with a blue taper in his hand.—"I will take my Bible oath," added the man, "that about a month after he was missing, I saw the ghost just as the clock struck twelve, walking slowly, with the light in one hand, and a chain dragging after him in t'other; and he was coming straight towards me, and I ran away into the stables to the horses; and from that time forth I've taken special good care never to go late in the evening to that there gallery, or near it: for I never was so frightened, above or under ground, in all my born days."

The stranger upon hearing this story, burst into a loud fit of laughter; and, on recovering himself, he desired the ghost-seer to look stedfastly in his face, and to tell whether he bore any resemblance to the

করিলেন “এ কাহার নাম অঙ্কিত হইয়াছে” তাহাতে পথ প্রদর্শক উত্তর করিল “উইলিয়ম জরবাস নামক এক দরিদ্র বালক বহু দিবস হইল আকর হইতে পলায়ন করিয়াছে তাহার নাম অঙ্কিত আছে” এই কথা শুনিয়া সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কহি-লেন “তুমি নিশ্চয় জান, যে সে পলায়ন করিয়াছে” ইহাতে পথ প্রদর্শক উত্তর করিল “হাঁ,এ বিষয় আমি অবধারিত করি-য়াছি” এই বাক্য শ্রবণ মাত্রে খনি কর্ম্মকারকদের মধ্যে এক জন বৃদ্ধ মনুষ্য তাহার কথা ভঙ্গ করিয়া কহিল“এবিষয় নিশ্চিত হয় নাই”পরে জরবাসের অকস্মাৎ অদর্শন হওনের যে২ কথা স্বয়ং জানিত ও তদ্বিষয়ে যাহা২ শ্রবণ কিম্বা কল্পনা করিয়াছিল তাহাই সত্য বোধ করত সেই অপরিচিত ব্যক্তির নিকট ব্যক্ত করিয়া বারম্বার কহিতে লাগিল জরবাস ভূত হইয়া হস্তে নীলবর্ণ দীপ ধারণ করত আকরের মধ্যে পশ্চিম দিকস্থ দীর্ঘ পথে মুহুর্ম্মুহু ধীরে২ গতিবিধি করিত, সে আরো কহিল“আমি ধর্ম্ম পুস্তক স্পর্শ পূর্ব্বক শপথ করিয়া কহিতে পারি তাহার অদর্শনের প্রায় এক মাস পরে নিশীথে আমি দেখিয়াছিলাম একটা ভূত এক হস্তে দীপ ও অপর হস্তে শৃঙ্খল ধারণ করিয়া মন্দ২ গতিতে ভ্রমণ করিতেছে, সে আমার নিকটে আগমন করিতে উদ্যত হওয়াতে আমি অশ্ব শালায় পলায়ন করিয়া ঘোটক সন্নিধানে আশ্রয় লইয়াছিলাম সেই সময়াবধি অধিক রাত্রিতে আমি ঐ নিভৃত স্থানে কিম্বা তৎসন্নিধানে কখন গমন করি নাই কারণ আমার জন্মাবধি মৃত্তিকার উপরি কিম্বা নিম্ন ভাগে কখন এ রূপ ভয় দর্শন হয় নাই।

অপরিচিত পুরুষ এই গল্প শ্রবণ করিয়া মুক্ত কণ্ঠে হাস্য করিতে লাগিলেন পরে হাস্য সম্বরণ করিয়া ভূত দর্শকের প্রতি কহিলেন “তুমি এক দৃষ্টে আমার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বল দেখি পশ্চিমদিকের প্রাসাদে ভ্রমণ কারি নীলবর্ণ দীপ-ধারি ভূতের আকৃতি আমার আকৃতির সদৃশ কি না” খনি

ghost that walked with the blue taper in the west gallery. The miner stared for some minutes, and answered, "No; he that walks in the gallery is clear another guess sort of a person; in a white jacket, a leather apron, and ragged cap, like what Jervas used to wear in his life time; and, moreover, he limps in his gait, as Lame Jervas always did, I remember well." The gentleman walked on, and the miners observed, what had before escaped their notice, that he limped a little; and, when he came again to the light, the guide, after considering him very attentively, said, "If I was not afraid of affronting the like of a gentleman such as your honour, I should make bold for to say that you be very much—only a deal darker complexioned—you be very much of the same sort of person as our Lame Jervas used for to be."—"Not at all like our Lame Jervas," cried the old miner, who professed to have seen the ghost; "no more like to him than *Black Jack to Blue John.*" The bystanders laughed at this comparison; and the guide, provoked at being laughed at, sturdily maintained that not a man that wore a head in Cornwall should laugh him out of his senses. Each party now growing violent in support of his opinion, from words they were just coming to blows, when the stranger at once put an end to the dispute by declaring that he was the very man. "Jervas!" exclaimed they all at once, "Jervas alive!—our Lame Jervas turned gentleman!"

কর্ম্মকারক কিয়ৎক্ষণ স্থির দৃষ্টি করিয়া উত্তর করিল, "না, প্রাসাদে ভ্রাম্যমাণ ভূতের আকৃতি এরূপ নহে, জরবাস জীবদ্দশায় যাদৃশ শুভ্র উত্তরীয় এবং চর্ম্মময় বস্ত্র ও জীর্ণ ছিন্ন উষ্ণিক্ ধারণ করিত ভূতের শরীরে তাদৃশ দেখিয়াছিলাম। অপর আমার ইহাও স্পষ্ট স্মরণ হইতেছে যে সেও খঞ্জ জরবাসের ন্যায় বক্রগতিতে ভ্রমণ করিত"। ঐ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এইকথা শুনিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন তাহাতে তাঁহার বক্রগতি পূর্ব্বে খনিক লোকেরদের দৃষ্টিগোচর না হইলেও তখন প্রকাশ পাইল পরে তিনি প্রদীপের নিকট প্রত্যাগমন করিলে পথ প্রদর্শক তাঁহার প্রতি এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া কহিল "আপনার ন্যায় মর্য্যাদাপন্ন ব্যক্তির অপমান সূচক বাক্য কহিতে সঙ্কুচিত হই,নচেৎ নিশ্চয় করিয়া কহিতে পারি আপনার আকৃতি খঞ্জ জরবাসের তুল্য, কেবল আপনকার বর্ণ তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অসিত"। যে বৃদ্ধ খনিক ভূত দর্শন করিয়াছি ইহা বলিত সে কহিল "উনি কখন খঞ্জ জর-বাসের সদৃশ নহেন, কৃষ্ণ বর্ণ বলাই যেমন নীল বর্ণ বলরামের সমান নহে ইনিও তদ্রূপ"। বৃদ্ধ খনিকের এই উদাহরণ বাক্য শুনিয়া চতুর্দ্দিকস্থ সকলেই হাস্য করিয়া উঠিল এবং পথ প্রদর্শক হাস্যাস্পদ হওয়াতে সে রাগান্ধ হইয়া সুদৃঢ় বাক্যে কহিল "কর্ণোয়াল প্রদেশস্থ যে কেহ পরিহাস করিয়া আমাকে বুদ্ধি চ্যুত করিতে প্রবৃত্ত হইবে আমি এখনি তাহার মুণ্ডপাত করিব"। পরে উভয়েই স্ব২ মত স্থাপন করিবার জন্য রাগ প্রকাশ করাতে মুখোমুখি ছাড়িয়া হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইল। ঐ অপরিচিত পুরুষ তাহা দেখিয়া "আমিই সেই ব্যক্তি" ইহা বলিয়া তাহাদের বিবাদ ভঞ্জন করিলেন তাহাতে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইয়া একে-বারে চীৎকার করিয়া কহিল "কি জরবাস জীবিত আছে? আমাদের সেই খঞ্জ জরবাস কি এমত মর্য্যাদাপন্ন হইয়াছে"।

The miners could scarcely believe their eyes, or their ears, especially when, upon following him out of the mine, they saw him get into a handsome coach, and drive towards the mansion of one of the principal gentlemen of the neighbourhood, who was a proprietor of the mine.

The next day, all the head miners were invited to dine in tents, pitched in a field near this gentleman's house. It was fine weather, and harvest time; the guests assembled, and in the tents found abundance of good cheer provided for them.

After dinner, Mr. R——, the master of the house, appeared, accompanied by Lame Jervas, dressed in his miner's old jacket and cap. Even the ghost-seer acknowledged that he now looked wonderful like himself. Mr. R——,the master of the house, filled a glass, and drank, "Welcome home to our friend Mr. Jervas; and may good faith always meet with good fortune." Indeed, what was meant by the good faith, or the good fortune, none could guess; and many in wishpers, and some aloud, made bold to ask for an explanation of the toast.

Mr. Jervas, on whom all eyes were fixed, after thanking the company for their *welcome home,* took his seat at the table; and in compliance with Mr.

খনিক লোকেরা দেখিয়া শুনিয়াও শীঘ্র বিশ্বাস করিতে পারিল না বিশেষতঃ যখন তাঁহারা খনি হইতে বহির্গত হইয়া দেখিল যে তিনি এক মনোহর শকটোপরি আরোহণ করিয়া তত্রত্য এক প্রধান ব্যক্তির বাটীতে গমন করিলেন। সেই প্রধান ব্যক্তি খনির এক জন সত্বাধিকারী ছিলেন।

পর দিবস উক্ত প্রধান ব্যক্তির বাটীর নিকটস্থ মাঠে শিবির হওয়াতে প্রধান২ খনিক লোকেরা তথায় ভোজন করিতে নিমন্ত্রিত হইল। তখন শস্যাদি ছেদন করিবার সময় ইহাতে আকাশে মেঘ মাত্র ছিল না। আমন্ত্রিত ব্যক্তিরা শিবিরে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে প্রচুর সামগ্রী প্রস্তুত রহিয়াছে ভোজন সমাপ্ত হইলে র—— নামক গৃহ স্বামী খঞ্জ জরবাসের সহিত একত্র হইয়া সে স্থানে উপস্থিত হইলেন তৎকালে জরবাস পূর্ব্ববৎ খনিক লোকের পরিচ্ছদ ও উষ্ণীষ ধারণ করিয়াছিলেন। ভূত দর্শক বৃদ্ধও তখন তাঁহাকে দেখিয়া স্বীকার করিল যে এক্ষণে জরবাসের রূপ ধারণ করিয়াছেন বটে তৎপরে র—— নামা গৃহ স্বামী এক পাত্র মদ্য লইয়া পান করিতে২ কহিলেন যে "অস্মদীয় বান্ধব জরবাস এস্থানে স্বাগত! বিশ্বাসের এইরূপ শুভ ফল সর্ব্বত্র হউক"। তিনি বিশ্বাস ও শুভ ফল এই যে দুইটী শব্দ প্রয়োগ করিলেন তাহার তাৎপর্য্য বস্তুতঃ কি, তাহা অবধারণ করিতে কাহার সামর্থ্য হইল না অতএব কেহ২ মৃদুস্বরে কেহ বা উচ্চৈঃস্বরে ঐ রূপ বাক্য প্রয়োগানন্তর পান করিবার অভিপ্রায় জানিতে আকাঙ্ক্ষা করিল।

তদনন্তর জরবাস সাহেবের উপর সকলের স্থির দৃষ্টি হইলে তিনি সভাস্থ লোকের নিকট তাঁহার প্রতি স্বাগত বাক্য প্রয়োগের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া মেজের এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন পরে র—— নামক গৃহ স্বামির অনুমত্য-

R——'s request, and the wishes of all present, related to them his story nearly in the following manner.

"Where I was born, or who were my parents, I do not well know myself; nor can I recollect who was my nurse, or whether I was ever nursed at all: but, luckily, these circumstances are not of much importance to the world. The first thing which I can distinctly remember is the being set, along with a number of children of my own age, to pick and wash loose ore of tin mixed with the earth, which in those days we used to call *shoad*, or *squad*—I don't know what you call it now."

"We call it *squad* to this day, master," interrupted one of the miners.

"I might be at this time, I suppose," continued the gentleman, "about five or six years old; and from that time till I was thirteen I worked in the mine where we were yesterday. From the bottom of my heart I rejoice that the times are better for youngsters since then; for I know I had a hard life of it.

"My good master, here, never knew any thing of the matter; but I was cruelly used by those under him. First, the old woman—Betty Morgan, I think, was her name—who set us our tasks of picking and washing the *squad*, was as cross as the rheumatism could make her. She never picked an ounce herself, but made

নুসারে ও উপস্থিত সকলের ইচ্ছা ক্রমে আপন বৃত্তান্ত নিম্ন লিখিত প্রকারে বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

"আমার কোন্ স্থানে জন্ম ও পিতা মাতাই বা কে, তদ্বিষয় আমি বিশেষ রূপে জ্ঞাত নহি। শৈশব কালে আমাকে কে দুগ্ধ পান করাইয়াছিল অথবা আমি কাহারো দুগ্ধ পান করিয়াছিলাম কি না তাহাও আমার স্মরণ হয় না কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে ইহাতে কাহারো কোন হানি নাই। আমার সর্ব্ব প্রথমাবস্থার এই কথা স্পষ্ট রূপে স্মরণ হইতেছে যে আমার সম বয়স্ক কতক গুলি শিশুর সহিত আমি চূর্ণ ও মৃত্তিকা মিশ্রিত টিন সংগ্রহ ও ধৌত করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলাম সে সময়ে আমরা ঐ অপরিষ্কৃত ধাতুকে সোয়াড কিম্বা স্কোয়াড বলিতাম কিন্তু এইক্ষণে তোমরা তাহাকে কি বলিয়া থাক তাহা আমি অবগত নহি"।

তাঁহার কথা ভঙ্গ করিয়া এক জন খনিক লোক কহিল "মহাশয় আমরা অদ্যাপি উহাকে স্কোয়াড বলিয়া থাকি"।

জরবাস কহিতে লাগিলেন "বোধ হয় ঐ কালে আমি পঞ্চ কিম্বা ষট্ বর্ষ বয়স্ক ছিলাম তৎপরে যে খনিতে আমরা গমন করিয়াছিলাম তথায় ত্রয়োদশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত আমি কর্ম্ম করি এক্ষণে যুবক গণের পক্ষে খনিতে কর্ম্ম করা অনেক সহজ হইয়াছে ইহাতে আমি অতিশয় আনন্দিত আছি কারণ কি প্রকার কষ্টে আমার কাল ক্ষেপণ হইয়াছিল তাহা আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে।

"আমারদের দয়াবান্ প্রভু এখানে উপস্থিত আছেন, ইনি এ বিষয় কিছুই জানিতেন না কিন্তু ইঁহার অধীনস্থ কর্ম্মকারকেরা আমার প্রতি অতিশয় নিষ্ঠুরতাচরণ করিত। প্রথমতঃ এক বৃদ্ধা স্ত্রী (বোধ হয় তাহার নাম বেটি মরগান) আমাকে কত স্কোয়াড সঞ্চিত ও ধৌত করিতে হইবেক তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া দিত, সে বাতরোগগ্রস্ততা প্রযুক্ত সর্ব্বদাই

us do her heap for her among us; and I being the youngest, it was shoved down to me. Often and often my day's wages were kept back, not having done this woman's task; and I did not dare to tell my master the truth, lest she should beat me. But God rest her soul, she was an angle of light in comparison with the *trap-door keeper*, who was my next tyrant.

"It was our business to open and shut certain doors that were placed in the mine for letting in air to the different galleries: but my young tyrant left them every one to me to take care of; and I was made to run to and fro, till I had scarcely breath in my body, while every miner in turn was swearing at me for the idlest little fellow upon the surface of the earth; though the surface of the earth, alas! was a place on which I had never yet, to my knowledge, set my foot.

"In my own defence, I made all the excuses I could think of; and from excuses, I went on to all kinds of deceit: for tyranny and injustice always produce cunning and falsehood.

" One day, having done my work at all the doors on my side of the mine, I neglected three on my companion's side. The men, I thought, would not go to work on that side of the mine for a day or two: but in this I was mistaken; and about noon I was

দুর্ম্মুখী হইয়া থাকিত, আপনি কখন অর্দ্ধ ছটাক সঞ্চয় করিত না, আমাদিগের উপর নিজ কর্ম্মেরও ভার দিত। আমি সর্ব্বাপেক্ষা অল্প বয়স্ক থাকাতে আমার উপরেই সেই সকল ভার পতিত হইত। আমি ঐ স্ত্রী লোকের কর্ম্ম না করিলে আমার দৈনিক বেতন বন্ধ হইত কিন্তু প্রহারের আশঙ্কায় প্রভুর নিকট এ কথা প্রচার করিতে আমার সাহস হইত না তথাপি আমি ঐ নারীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করি কেননা ক্ষুদ্র দ্বার রক্ষকের সহিত তুলনা করিলে সে আমার পক্ষে স্বর্গীয় দূত সদৃশ ছিল উক্ত দৌবারিক আমার দ্বিতীয় নিষ্পীড়নকারী।

"খনির অন্তরস্থ পথে বায়ুর সঞ্চালনার্থ কতক গুলি দ্বার ছিল সে সকল দ্বার উদ্ঘাটন ও বন্ধ করিবার ভার আমাদের প্রতি অর্পিত হইত কিন্তু ঐ ক্রূর দৌবারিক তৎসমুদয়ের ভার আমাকে অর্পণ করিয়াছিল তাহাতে যত ক্ষণ শ্বাস থাকিত ততক্ষণ আমাকে স্থানে২ অবিরত ভ্রমণ করিতে হইত ইহাতেও খনিক লোকেরা শপথ করিয়া কহিত ভূতলের উপর ক্ষুদ্র কায় বিশিষ্ট এমত অলস ব্যক্তি আর নাই, কিন্তু হায়! তৎকালে আমার জ্ঞান গোচরে ভূতলের উপরে কখন আমি পদ বিক্ষেপ করি নাই।

"অপবাদিত হইলে যত প্রকার ছল আমার মনে আস্থিত আত্ম রক্ষার্থ সকলি করিতাম পরে ছল পরিত্যাগ করিয়া আমি সর্ব্ব প্রকারে চাতুরী করিতে আরম্ভ করিলাম ফলতঃ নিষ্পীড়ন ও অন্যায় ব্যবহার সর্ব্বত্রই ধূর্ত্ততা ও মিথ্যা ভাষার কারণ হয়।

"এক দিবস আমি খনির মধ্যে আপনার পার্শ্বস্থ দ্বারের কার্য্য করিয়া আমার বয়স্যের পার্শ্বস্থ তিন দ্বারের কার্য্যে কিঞ্চিৎ ত্রুটি করিয়াছিলাম। আমার অনুমান ছিল যে কর্ম্মকারকেরা দুই এক দিবসের মধ্যে সে দিকে কর্ম্ম করিতে যাইবে না। কিন্তু তাহা আমার ভ্রম মাত্র কেননা তদ্দিনেই

alarmed by the report of a man having been killed in one of the galleries for want of fresh air.

"The door-keepers were summoned before the overseer; or, as you call him, the viewer. I was the youngest, and the blame was all laid upon me. The man, who had only swooned, recovered; but I was thrashed and thrashed for the neglect of another person, till the viewer was tired.

"A weary life I led afterwards with my friend the door-keeper, who was enraged against me for having told the truth,

"In process of time, as I grew stronger and bigger, I was set to other work. First, I was employed at the barrow; and then a pick-axe and a *gad* were put into my hands; and I thought myself a great man.—It was my fate to fall among the idlest set in the mine. I observed that those men who worked by task, and who had the *luck* to hit upon easy beds of the rock, were not obliged to work more than three or four hours a day: they got high wages with little labour; and they spent their money jollily above-ground in the ale-houses, as I heard. I did not know that these jolly

বেলা প্রায় দুই প্রহর হইলে এক ব্যক্তি পথি মধ্যে স্নিগ্ধ বায়ুর অভাবে মৃত্যু গ্রস্ত হইয়াছে আমি এই কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ভয়ার্ত্ত হইলাম।

"অনন্তর ঐ বিষয়ের কারণ অনুসন্ধানার্থ কর্ম্মাধ্যক্ষ দ্বার-রক্ষক গণকে আহ্বান করিলেন। আমি সর্ব্বাপেক্ষা অল্প বয়স্ক থাকাতে সমস্ত দোষ আমাতেই আরোপিত হইল। উক্ত ব্যক্তি কেবল মূর্চ্ছাগত হওয়াতে শীঘ্র সুস্থ হইল কিন্তু অধ্যক্ষের যে পর্য্যন্ত শ্রান্তি বোধ না হইল তদবধি আমাকে পরের অপরাধের নিমিত্ত অবিরত প্রহার করিলেন।

"অনন্তর আমি দ্বারপাল বান্ধবের সহিত অতি কষ্টে কাল ক্ষয় করিতে লাগিলাম কেননা আমি সত্য কথা প্রচার করাতে তিনি অত্যন্ত কুপিত হইয়াছিলেন।

"অপর কাল সহকারে আমার শারীরিক বল ও আকৃতির বৃদ্ধি হওয়াতে আমি অন্যান্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইলাম প্রথমতঃ আমাকে এক প্রকার শকট টানিতে হইত পরে এক কুঠার ও গাড নামক অন্য এক প্রকার অস্ত্র ধারণ করিতে হইল তাহাতে আমি মনে করিলাম যে মহৎ লোক হইয়াছি কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ঐ কালে খনির মধ্যস্থিত অতিশয় অলস কএক ব্যক্তির চক্রে পতিত হইলাম। তখন আমি দেখিলাম যে সকল লোকের কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট থাকিত তাহাদের মধ্যে শুভাদৃষ্ট ক্রমে যাহারদের ভাগ্যে কোমলতর শিলা বিদারণ কার্য্য নির্দ্ধারিত হইত তাহারদিগকে দিবা মধ্যে তিন চারি ঘটিকার অধিক কাল কর্ম্ম করিতে হইত না সুতরাং তাহারা অল্প পরিশ্রম করিয়া অধিক বেতন ভোগ করিত। অপর আমি শ্রুত হইয়াছিলাম যে তাহারা বেতন প্রাপ্ত হইলে জনপদে গমন করিয়া অর্থ ব্যয় করত সুরালয়ে আমোদ করিত। আমি তৎকালে ইহা জানিতাম না যে ঐ আমোদি পুরুষেরা স্বং স্ত্রী

N

fellows often left their wives and families starving while they were getting drunk.

"I longed for the time when I should be a man, and do as I saw others do. I longed for the days when I should be able to drink and be idle; and, in the mean time, I set all my wits to work to baffle and overreach the viewer.

"I was now about fourteen, and had I grown up with these notions and habits, I must have spent my life in wretchedess, and I should probably have ended my days in a workhouse; but fortunately for me, an accident happened, which made as great a change in my mind as in my body.

"One of my companions bribed me, with a strong dram, to go down into a hole in the mine to search for his *gad*; which he being half-intoxicated, had dropped. My head could not stand the strength of the dram which he made me swallow to give me courage; and being quite insensible to the danger, I took a leap down a precipice which I should have shuddered to look at, if I had not lo-t my recollection.

"I soon came to my senses, for I broke my leg; and it is wonderful I did not break my neck by my fall. I

পরিজনকে অন্নাভাবে রাখিয়া আপনারা মদ্যপানে মত্ত হইত।

"অনন্তর আমি অন্যান্য লোককে যেরূপ ব্যবহার করিতে দেখিতাম বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সেইরূপ ব্যবহার করিতে আমারও ইচ্ছা হইল। যৎকালে অবাধে মদ্য পান করত আলস্যে কালক্ষয় করিতে সমর্থ হইব এমত কালের আগমনার্থ একান্ত বাসনা করিতে লাগিলাম এবং প্রতারণা দ্বারা অধ্যক্ষকে পরাভূত করিতে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টান্বিত হইলাম।

"এই সময়ে আমার বয়ঃক্রম প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর হইয়াছিল ইতিমধ্যে আমার অন্তঃকরণে ও চরিত্রে পূর্ব্বোক্ত সংস্কার ক্রমশঃ বলবৎ হইয়া উঠিল সুঘটনাক্রমে তাহার শৈথিল্য না হইলে অতি দুঃখে আমাকে প্রাণ ধারণ করিতে হইত এবং বোধ হয় যাবজ্জীবন কোন কার্য্য শালাতেই দিনপাত করিতে হইত কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে এমত এক ঘটনা উপস্থিত হইল যে তাহাতে আমার শারীরিক ও মানসিক ভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইল।

"আমার এক জন বয়স্য মদ্যপানে চঞ্চলচিত্ত হইয়া গাড নামক অস্ত্র খনির গহ্বর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল অতএব আমাকে কিঞ্চিৎ মদ্য উৎকোচ স্বরূপে দান করিয়া তাহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত করিলেক। তিনি আমাকে সাহস প্রদানার্থে সেই মদ্য পান করাইয়াছিলেন কিন্তু তাহার তেজঃ আমার অসহ্য হওয়াতে আমি হতবুদ্ধিপ্রায় হইলাম এবং বিপদের ভয় শূন্য হইয়া চৈতন্যাবস্থায় যে গহ্বর দর্শন মাত্রে হৃৎকর্ম্ম হইত তাহাতে অনায়াসে লম্ফ দিয়া পড়িলাম।

"আমার পদ ভগ্ন হওয়াতে অচিরেই চৈতন্য প্রাপ্ত হইলাম কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঐরূপে পতিত হওয়াতে আমার গ্রীবা ভগ্ন হইল না। পরে তত্রত্য লোকেরা আমাকে রজ্জু দ্বারা গহ্বর হইতে উত্তোলন করিয়া অশ্বশালার

was drawn up by cords, and was carried to a hut in the mine, near the stables, where I lay in great pain.

"My master was in the mine at the time the accident happened; and, hearing where I was, he had the goodness to come directly to me himself, to let me know that he had sent for a surgeon.

"The surgeon, who lived in the neighbourhood, was not at home; but there was then upon a visit at my master's a Mr. Y—, an old gentleman who had been a surgeon; and though he had for many years left off practice, he no sooner heard of the accident that had happened to me than he had the goodness to come down into the mine, to set my leg.

"After the operation was over, my master returned to tell me that I should want for nothing. Never shall I forget the humanity with which he treated me. I do not remember that I had ever heard him speak to me before this time; but now his voice and manner were so full of compassion and kindness, that I looked up to him as to a new sort of being.

"His goodness wakened and warmed me to a sense of gratitude—the first virtuous emotion I was conscious of having ever felt.

"I was attended with the greatest care, during my illness, by the benevolent surgeon Mr. Y——. The circumstace of my having been intoxicated when I took

নিকটে খনি মধ্যস্থ কুটীরে লইয়া গেল সেখানে আমি শয্যাগত হইয়া অতিশয় যন্ত্রণা সহ্য করিয়া ছিলাম।

"এই দুর্ঘটনা হইবার কালে আমাদের প্রভু খনির মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এবং তদ্বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ আমার নিকট আসিয়া কহিলেন যে এক জন ভিষক্কে আহ্বান করণার্থ লোক প্রেরণ করিয়াছেন।

"ঐ পল্লীস্থ বৈদ্য তৎকালে গৃহে উপস্থিত ছিলেন না কিন্তু য—নামক এক বৃদ্ধ পুরুষ যিনি পূর্ব্বে বৈদ্য ব্যবসায় করিতেন তিনি ঐ সময়ে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিয়াছিলেন এবং বহুকালাবধি চিকিৎসকের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিলেও আমার বিপদ ঘটিয়াছে ইহা শুনিবা মাত্র সৌজন্য পূর্ব্বক শীঘ্র খনিতে আগমন করিয়া আমার ভগ্ন পদ সংযুক্ত করিয়া দিলেন।

"পাদ সংযোগ সমাধা হইলে আমার প্রভু প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আমাকে কহিলেন যে তোমার কোন দ্রব্যেরই অভাব থাকিবে না। তিনি আমার প্রতি যে রূপ দয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা আমি কখন বিস্মৃত হইব না। ইহার পূর্ব্বে তিনি আমার সহিত বাক্যালাপ করিয়াছিলেন কি না তাহা আমার স্মরণ হয় না কিন্তু ঐ সময়ে তাঁহার বাক্য ভঙ্গীতে এমত স্নেহ ও দয়া প্রকাশ হইয়াছিল যে আমার বোধে তিনি অন্য প্রকার পুরুষ রূপে প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন।

"তাঁহার সৌজন্য দেখিয়া আমার মনোমধ্যে কৃতজ্ঞতা ভাবের উদ্রেক হইল তৎপূর্ব্বে আমার হৃদয়ে কোন সদ্ভাবের সঞ্চার হয় নাই।

"আমার পীড়িতাবস্থায় উদার চিত্ত য——নামা ভিষক সাহেব আমার প্রতি বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন। লক্ষন কালে আমার মদোন্মত্ত থাকনের কথা মদ্যদাতা ব্যক্তি গোপন

the leap had been concealed by the man who gave me the dram; who declared that I had fallen by accident, as I was looking down the hole for a *gad* that I had dropped. I did not join in this falsehood: for, the moment my master spoke to me with so much goodness about my mishap, my heart opened to him, and I told him just how the thing happened.

"Mr. Y—— also heard the truth from me, and I had no reason to repent having told it, for this gave him, as he said, hopes that I might turn out well, and was the cause of his taking some pains to instruct me. He observed to me that it was a pity a lad like me should, so early in my days, take to dram-drinking; and he explained the consequences of intemperance, of which I had never before heard or thought.

"While I was confined to my bed I had leisure for many reflections. The drunken and brutal among the miners with whom I formerly associated never came near me in my illness; but the better sort used to come and see me often; and I began to take a liking to their ways, and to wish to imitate them.

"As they stood talking over their own affairs in my hut, I learned how they laid out their time and their money; and I now began to desire to have, as they had, a little garden, and property of my own, for which I knew I must work hard. So I rose from my bed with

করিয়া এই মাত্র কহিয়াছিল যে আমার হস্ত হইতে গাড নামক অস্ত্র গহ্বর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়াতে আমি তাহাতে দৃষ্টি করিতে২ দৈবাৎ গহ্বর মধ্যে পতিত হইয়াছিলাম। কিন্তু আমি তদনুযায়ি মিথ্যা ভাষায় বিরত হইলাম পরে প্রভু দয়ার্দ্র চিত্তে আমার বিপদ ঘটনার প্রসঙ্গ করাতে আমার মনের সমুদয় ভাব তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলাম এবং পূর্ব্বোক্ত বিষয় যথার্থ রূপে তাঁহাকে নিবেদন করিলাম।

"আমি য—সাহেবকেও ঐ বিষয়ের তথ্য জ্ঞাপন করিয়াছিলাম তাহাতে আমার কোন হানি না হইয়া বরঞ্চ মঙ্গল হইয়াছিল কেননা ঐ কথা শ্রবণে তাঁহার মনোমধ্যে এমত আশ্বাস জন্মে যে আমি পরিণামে সচ্চরিত্র হইব তন্নিমিত্ত তিনি পরে আমাকে শিক্ষা প্রদানার্থ যত্ন করেন। তিনি কহিলেন যে বাল্যাবস্থায় মদ্যপানে প্রবৃত্ত হওয়া অত্যন্ত খেদের বিষয় এবং অপরিমিত মদ্যপানে যে২ অনিষ্ট সম্ভাবনা আছে তাহাও ব্যক্ত করিলেন। আমি তৎপূর্ব্বে তাহা জানিতাম না এবং কখন বিবেচনাও করি নাই।

"পীড়িতাবস্থায় শয্যাগত থাকিবার সময় আমার মনে নানা প্রকার ভাবনার উদয় হইয়াছিল। যে সকল মদ্যপায়ি পশুবৎ লোকের সহিত পূর্ব্বে আমার সহবাস ছিল তাহারা আমার পীড়িতাবস্থায় দেখিতে আইসে নাই কেবল সৎস্বভাব লোকেরা সতত আমার তত্ত্ব করিতে উপস্থিত হইতেন অতএব তাঁহারদের রীতি চরিত্রে আমার অনুরাগ জন্মিল এবং আমিও তদবধি তাঁহারদের ন্যায় ব্যবহার করিতে বাঞ্ছা করিলাম।

"আমার কুটীর মধ্যে তাঁহারা আপন২ বিষয়ের প্রসঙ্গে কথোপকথন করাতে আমি তাঁহারদের কালক্ষেপণ ও অর্থ ব্যয়ের ধারা অবগত হইলাম এবং তাঁহারা যদ্রূপ এক২ ক্ষুদ্র উদ্যান এবং অন্যান্য বিষয় করিয়াছিলেন আমারও সেইরূপ করিতে বাসনা হইল অধিকন্তু ঐ সকল বস্তু লাভ বিনা পরি-

very different views from those which I had when I was laid down upon it; and from this time forward I kept company with the sober and industrious as much as I could. I saw things with different eyes: formerly I used, like my companions, to be ready enough to take any advantage that lay in my way of my employer; but my gratitude to him who had befriended me in my helpless state wrought such a change in me, that I now took part with my master on all occasions, and could not bear to see him wronged—so gratitude first made me honest.

"My master would not let the viewer turn me out of the work, as he wanted to do, because I was lame and weak, and not able to do much.—'Let him have the care of my horses in the stable,' said my master; '—he can do something. I don't want to make money of poor *Lame Jervas*. So, as long as he is willing to work, he shall not be turned out to starve.'—These were his very words; and when I heard them I said in my heart, 'God bless him!' And, from that time forth, I could, as I thought, have fought with the stoutest man in the mine that said a word to his disparagement.

"Perhaps my feeling of attachment to him was the stronger, because he was, I may say, the first person then in the world who had ever shown me any tenderness, and the only one from whom I felt sure of meeting with justice.

শ্রমে হয় না ইহাও আমার জ্ঞান গোচর হইল অতএব সুস্থ হইয়া শয্যা ত্যাগ করণ কালে আমার মনের ভাব পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হইল ঐ কালাবধি আমি পরিমিতাচারি ও পরিশ্রমি ব্যক্তি ব্যূহের সহিত যত ক্ষণ সাধ্য সহবাস করিতে লাগিলাম সুতরাং সকল বিষয়েই আমার ভাবান্তর হইল। পূর্ব্বে আমিও অন্য২ সঙ্গিবর্গের ন্যায় পন্থা পাইলে প্রভুর অপকার করিতে প্রবৃত্ত হইতাম কিন্তু তিনি আমাকে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়াবস্থায় আশ্রয় প্রদান করিলেন একারণ তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা উদয় হওয়াতে মনের এমত ভাবান্তর হইল যে তদবধি সকল বিষয়েতে তাঁহার স্বপক্ষ হইতে লাগিলাম সুতরাং তাঁহার প্রতি কোন অন্যায় হইলে আমার আর সহ্য হইত না। এইরূপে কৃতজ্ঞতা হইতে প্রথমতঃ আমার সচ্চরিত্রতা জন্মে।

"আমি খঞ্জ ও দুর্ব্বল হওয়াতে অধিক কর্ম্ম করিতে অসমর্থ হইলাম তন্নিমিত্ত অধ্যক্ষ আমাকে কর্ম্মচ্যুত করিতে বাসনা করিলেন কিন্তু প্রভু তাহাতে অসম্মত হইয়া কহিলেন "উহাকে অশ্বশালায় অশ্ব রক্ষণের ভার সমর্পণ কর সেখানকার কোন কর্ম্ম অবশ্যই করিতে পারিবে, দরিদ্র খঞ্জ জরবাসের উপলক্ষে অর্থোপার্জ্জন করা আমার অভিমত নহে সে যত দিন পর্য্যন্ত স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম করে তত দিন তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া অন্নাভাবে মৃত্যু গ্রস্ত হইতে দিব না"। প্রভু এই কথা স্বয়ং কহিলেন আমি তাহা শ্রবণ করিয়া মনে২ প্রার্থনা করিলাম "হে পরমেশ্বর ইহাঁর মঙ্গল করুন"! ঐ কালাবধি আমি ভাবিতাম যে খনির মধ্যে অতি বলিষ্ঠ ব্যক্তিও যদি তাঁহার নিন্দাবাদ করে তবে তাহার সহিত আমি মল্ল যুদ্ধ করিব।

"বোধ হয় তাঁহার প্রতি এমত ভক্তি হইবার প্রধান কারণ এই যে সংসারের মধ্যে তিনিই আমার প্রতি প্রথমতঃ স্নেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন সুতরাং কেবল তাঁহার নিকটে বিচার প্রাপ্ত হইবার আশ্বাস ছিল।

"About this time, as I was busied in the stable, unperceived by them, I saw through a window a party of the miners, among whom were several of my old associates, at work opposite to me. Suddenly one of them gave a shout—then all was hushed—they threw down their tools, huddled together ; and I judged by the keenness of their looks that they knew they had made some valuable discovery. I further observed that, instead of beginning to work the vein, they covered it up immediately with rubbish, and defaced the *country* with their pickaxes; so that, to look at, no one could have suspected there was any *load* to be found near. I also saw them secrete a lump of spar in which they had reason to guess there were Cornish, diamonds, as they call them, and they carefully hid the bits of *kellus** which they had picked out, lest the viewer should notice them, and suspect the truth.

"From all this, the whispering that went on, and the pains they took to chase or entice the overseer away from this spot, I conjectured they meant to keep their discovery a secret, that they might turn it to their own advantage.

* *Kellus* is the miners' name for a substance like a white soft stone which lies above the floor or spar, near to a vein.

"অনন্তর একদা আমি খনিক লোকদের অগোচরে অশ্ব শালায় কার্য্য করিতে২ এক বাতায়ন দ্বারা দেখিলাম তাহারদের এক দল লোক আমার সম্মুখে কর্ম্ম করিতেছে তাহারদের মধ্যে কএক জন পূর্ব্বে আমার সঙ্গী ছিল। উহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি সহসা চীৎকার করিয়া উঠিল এবং অনতিবিলম্বে সকলে মৌনাবলম্বন করিয়া আপন২ অস্ত্র ভূমিতে নিক্ষিপ্ত করত একত্র মিলিত হইল। তাহারদের মুখ ভঙ্গিতে আমার বোধ হইল যে কোন বহুমূল্য পদার্থের সন্ধান পাইয়াছে। পরে আমি দেখিলাম যে তাহারা ধাতুশির খনন না করিয়া তাহা কতক চূর্ণ মৃত্তিকাতে আচ্ছাদিত করিয়া সেই স্থানকে কুঠারের দ্বারা বিরূপ করিতেছে তাহা দৃষ্টি করিলেও কাহার এমত বোধ হইত না যে তৎসন্নিধানে খনির কোন প্রধান শির আছে। অনন্তর দেখিলাম এক রাশি রাঙ্গ লুক্কায়িত করিতেছে তাহারদের বিবেচনায় তন্মধ্যে কর্ণোয়াল দেশীয় হীরক নামে বিখ্যাত দ্রব্য ছিল। অপর তাহারা যে সকল কেলাস খণ্ড* সংগ্রহ করিয়াছিল তাহাও যত্ন পূর্ব্বক লুক্কায়িত করিয়া রাখিল কারণ অধ্যক্ষ ঐ সকল দর্শন করিলে তদ্বিষয় অনুভব করিতে পারিবেন।

"এই সকল ব্যাপারান্তে আমি তাহারদিগকে মৃদুস্বরে পরামর্শ করিতে শুনিয়া এবং অধ্যক্ষ যাহাতে সেস্থলে উপস্থিত না হয়েন তন্নিমিত্ত বিশেষ যত্নবান্ হইতে দেখিয়া অনুমান করিলাম যে তাহারা নূতন প্রকাশিত আকর গোপনে রাখিয়া আপনারাই তাহার উপস্বত্ব ভোগ করিতে মানস করিতেছে।

* খনি কর্ম্মকারকেরা কোমলতর শ্বেত প্রস্তরের ন্যায় পদার্থকে কেলাস বলে যাহা ধাতু শিরের সন্নিকটে থাকে।

"There was a passage out of the mine known only to themselves, as they thought, through which they intended to convey all the newly-found ore. This passage, I should observe, led through an old gallery in the mine, along the side of the mountain, immediately up to the surface of the earth; so that you could by this way come in and out of the mine without the assistance of the *gin*, by which people and ore are usually led down or drawn up.

"I made myself sure of my facts by searching this passage, in which I found plenty of their purloined treasure. I then went up to one of the party, whose name was Clarke, and, drawing him aside, ventured to expostulate with him. Clarke cursed me for a spy, and then knocked me down, and returned to tell his associates what I had been saying, and how he had served me. They one and all swore that they would be revenged upon me, if I gave the least hint of what I had seen to our master.

"From this time they watched me, whenever he came down among us, lest I should have an opportunity of speaking to him; and they never, on any account, would suffer me to go out of the mine. Under pretence that the horses must be looked after, and that no one tended them so well as I did, they contrived to keep me prisoner night and day; hinting to me

খনি হইতে নির্গত হইবার অপর এক পথ ছিল, তাহারা বোধ করিত অন্য কেহ সে পথ জানে না। তাহারদের কল্পনা ছিল ঐ পথ দিয়া নূতন প্রকাশিত ধাতু বাহির করিয়া লইয়া যাইবে। সেই পথ অবলম্বন করিলে খনির এক পুরাতন বর্ত্ম দিয়া একেবারে পর্ব্বত পার্শ্বে ভূতলোপরি যাওয়া যায় এবং তদবলম্বনে গমনাগমন করিলে জীন নামক যন্ত্রের প্রয়োজন থাকে না যদ্দ্বারা লোকেরা সামান্যতঃ খনি মধ্যে অবরোহণ করিত এবং গহ্বর হইতে ধাতুও উত্তোলিত হইত।

"অনন্তর আমি ঐ পথের অনুসন্ধান করিয়া সর্ব্ব বিষয় বিশেষ রূপে নির্দ্ধারিত করত দেখিলাম পথিমধ্যে রাশি২ ধাতু লুক্কায়িত রহিয়াছে পরে পূর্ব্বোক্ত দলের ক্লার্ক নামক এক ব্যক্তির নিকট গমন করিয়া তাহাকে নিভৃত স্থলে ডাকিয়া সাহস পূর্ব্বক লুক্কায়িত ধনের প্রসঙ্গে বাদানুবাদ করিতে লাগিলাম তাহাতে ক্লার্ক আমাকে চর বলিয়া অভিশপ্ত করত পদাঘাত করিল এবং আমি তাহাকে কি কহিতেছিলাম ও সে কি উত্তর করিয়াছিল তদ্বৃত্তান্ত আপন সঙ্গিগণকে জ্ঞাপন করিতে প্রত্যাগমন করিল ইহাতে তাহারা সকলেই এই প্রতিজ্ঞা করিল যে আমি প্রভুর নিকট ঐ বিষয়ের কোন প্রসঙ্গ করিলে বিশেষ রূপে পরিশোধ লইবে।

"প্রভুর সহিত যদি আমি কথোপকথন করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হই এই আশঙ্কায় তিনি খনিতে উপস্থিত হইলেই তাহারা বিশেষ রূপে আমার উপর দৃষ্টি করিত আর আমাকে কোন কারণে খনির বাহিরে গমন করিতে দিত না। ঘোটক গণের প্রতি যত্ন প্রকাশ করা আবশ্যক এবং আমার ন্যায় অন্য কেহ তাহারদের উত্তম রূপ তত্ত্বাধারণ করিতে পারে না এই ছল করিয়া তাহারা আমাকে দিবা রাত্রি বদ্ধ করিয়া রাখিত এবং ইঙ্গিতে ইহাও কহিত যে আমি যদি ঐ রূপ

pretty plainly, that if I ever again complained of being thus *shut up*, I should not long be buried *alive.*

"Whether they would have gone the lengths they threatened I know not: perhaps they threw out these hints only with a design to intimidate me, and so to preserve their secret. I confess I was alarmed; but there was something in the thought of showing my good master how much I was attached to his interests that continually prevailed over my fears; and my spirits rose with the reflection that I, a poor insignificant lad; I, that was often the scoff and laughing-stock of the miners; I, that went by the name of *Lame Jervas*; I, who they thought could be bullied to any thing by their threats, might do a nobler action than any man among them would have the courage to do in my place. Then the kindness of my master, and the words he said about me to the viewer, came into my memory; and I was so worked up that I resolved, let the consequence be what it might, I would, living or dying, be faithful to my benefactor.

"I now waited anxiously for an opportunity to speak to him; and if I did but hear the sound of his voice at a distance, my heart beat violently. 'You little know,' thought I, 'that there is one here, whom perhaps you quite forget, who is ready to hazard his life to do you a service.'

"One day, as he was coming near the place where I was at work, rubbing down a horse, he took notice

বদ্ধ থাকিতে বিরক্ত হই তবে মৃত্তিকার নীচে অধিক কাল আমাকে জীবিত থাকিতে দিবেক না।

"তাহারা আমাকে সংহার করিতে বাস্তবিক উদ্যত ছিল কি না তাহা আমি অবগত নহি, বোধ হয়. উক্ত বিষয় গোপন রাখিবার নিমিত্ত ঐ রূপ বাক্য দ্বারা আমাকে ভয় প্রদর্শন করিত। তাহাদের ব্যবহারে আমার অত্যন্ত ভয় জন্মিত বটে কিন্তু প্রভুর ইষ্ট সাধনে আমার অত্যন্ত ঔৎসুক্য প্রযুক্ত তাঁহার নিকট তাহা প্রকাশ করিবার বাসনায় আমার মনো মধ্যে সে ভয় স্থান পাইত না। অপর আমি ভাবিয়াছিলাম যে আমি সামান্য দরিদ্র বালক অন্যান্য খনিক লোক-দিগের হেয় এবং হাস্যাস্পদ ও খঞ্জ জরবাস নামে ঘৃণিত বিশেষতঃ ভীত স্বভাব প্রযুক্ত সকলের বিবেচনায় অতি জঘন্য কার্য্য সাধনের উপযুক্ত অতএব আমি যদি তাহারদের সকলের সাধ্যাতীত সাহস করিয়া ঔদার্য্য প্রকাশ করি তবে তাহা মহা শ্লাঘার বিষয় হইবে এইরূপ চিন্তাতে আমার উৎসাহ বৃদ্ধি হইল। তৎপরে প্রভু আমার প্রতি কেমন স্নেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন ও অধ্যক্ষকে আমার নিমিত্ত কি কহি-য়াছিলেন তাহা আমার স্মরণ হইল অতএব আমার মনো-মধ্যে এমত উৎসাহ জন্মিল যে তাহাতে আমি তৎক্ষণাৎ এই প্রতিজ্ঞা স্থির করিলাম যে আমার জীবন থাকুক আর না থাকুক পরম হিতকারি প্রভুর হিত চেষ্টায় বিরত হইব না।

"অনন্তর আমি উপরি উক্ত ব্যাপার প্রভুর নিকট ব্যক্ত করণের অবকাশ প্রতীক্ষায় অস্থির হইলাম, দূর হইতে তাঁহার স্বর শুনিলে আমার অন্তঃকরণ চঞ্চল হইত, আমি প্রভুকে স্মরণ করিয়া মনে২ কহিতাম তুমি এ বিষয় অবগত নহ কিন্তু এস্থলে এমত এক ব্যক্তি আছে যাহাকে তুমি বিস্মরণ করিলেও সে তোমার উপকারার্থ আপন প্রাণ পণ করিতে উদ্যত।

"পরে এক দিবস আমি ঘোটকের গাত্র মার্জন করি-তেছিলাম এমত সময় প্রভু সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হই-

that I fixed my eyes very earnestly upon him; and he came closer to me, saying, 'I am glad to see you better, Jervas; do you want any thing ?'—'I want for nothing, thank you, sir; but—' and as I said *but*, I looked round to see who was near. Instantly Clarke, one of the gang, who had his eyes upon us, called me, and despatched me, on some errand to a distant part of the mine. As I was coming back, however, it was my good fortune to meet my master by himself in one of the galleries. I told him my secret, and my fears. He answered me only with a nod, and these words, 'Thank you—trust to me—make haste back to those that sent you.'

"I did so; but I fancy there was something unusual in my manner or countenance which gave alarm; for, at the close of the day, I saw Clarke and the gang whispering together; and I observed that they refrained from going to their secret treasure the whole of the day. I was in great fear that they suspected me, and that they would take immediate and perhaps bloody revenge.

"These fears increased when I found myself left alone in my hut at night; and, as I lay quite still, but broad awake in my bed, I listened to every sound, and

শয়ন করিয়া সম্পূর্ণ জাগ্রৎ রহিলাম সুতরাং প্রত্যেক শব্দই আমার কর্ণগোচর হইতে লাগিল। নিকটস্থ কোন শব্দ কর্ণগত হওয়াতে আমি দুই এক বার চমৎকৃত হইয়া উঠিয়াছিলাম কিন্তু সে শব্দ কুটীর সমীপস্থ অশ্বশালায় অশ্বগণের পদ চালনে হয়। কিয়ৎক্ষণ পরে মনের শঙ্কা অলীক বোধ করিয়া প্রশান্ত চিত্তে পুনরায় শয়ন করিলাম এবং নিদ্রিত হইবার এমত উত্তম কারণ আর কখন উপস্থিত হয় নাই এই ভাবিয়া মনঃস্থির করিতে যত্ন করিলাম।

"অনন্তর পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া সুষুপ্তি প্রাপ্ত হইলাম কিন্তু কুটীর দ্বারে একটী শব্দ হওয়াতে সহসা আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। প্রথমতঃ আমি বিবেচনা করিলাম যে ঘোটক গণই শব্দ করিতেছে কিন্তু চক্ষুরুন্মীলন করিবা মাত্র দ্বারের নিম্ন ভাগে এক দীপ দেখিতে পাইলাম। আমি তদ্দর্শন স্বপ্ন ভাণ মাত্র জ্ঞান করিয়া চক্ষু মার্জ্জন করিতে লাগিলাম এবং সেই দীপ পুনর্ব্বার অদৃশ্য হওয়াতে বিবেচনা করিলাম যে দুর্ভাবনাতেই দীপ্তি বোধ হইয়াছিল কিন্তু তদনন্তর দ্বারাভিমুখে চক্ষু স্থির করিয়া থাকাতে দ্বার রন্ধ্র দিয়া ঐ আলোক পুনর্ব্বার দৃষ্টি গোচর হইল। পরে দ্বার অনর্গল ও মুক্ত হওয়াতে পুরোবর্ত্তি ভিত্তির উপর পিস্তল নামক অগ্ন্য-স্ত্রধারী একটা দীর্ঘাকার পুরুষের ছায়া দর্শন হইতে লাগিল, তাহাতে আমার হৃৎকম্প জন্মিল এবং আমি আপনাকে মৃত-কল্প জ্ঞান করিতে লাগিলাম। অনতিবিলম্বে সেই পুরুষ কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিল তাহার অঙ্গে স্থূলতর উত্তরীয় বসন ছিল এবং মস্তকের আচ্ছাদন নত হইয়াছিল আর হস্তে এক প্রদীপ ছিল। পূর্ব্বোক্ত দলের মধ্যে তিনি কোন্ ব্যক্তি তাহা আমি জানিতাম না কিন্তু মনোমধ্যে দৃঢ় প্রত্যয় হইল যে তৎসম্বলিত কেহ আমাকে হত করিবার মানসে উপস্থিত হই-য়াছে। ঐ সময়ে সহসা আমার ভয় দূর হইল এবং আমি

I die in a good cause! Give me five minutes to say my prayers!' and I fell upon my knees—the man standing silent beside the bed, with one hand upon me, as if afraid I should escape from him.

"When I had finished my short prayer, I looked up towards my murderer, expecting the stroke: but what was my surprise and joy, when, as he held the lantern up to his face, I beheld the contenance of my master, smiling upon me with the most encouraging benevolence. 'Awake, Jervas,' said he, 'and try if you can find out the difference between a friend and an enemy. Put on your clothes as fast as you can, and show me the way to the new vein.'

"No one ever was sooner dressed than I was. I led the way to the spot, which was covered up with rubbish, so that I was some time clearing out an opening, my master assisting me all the while: for, as he said, he was impatient to get me out of the mine safe, as he did not think my apprehensions wholly without foundation. The light of our lantern was scarcely sufficient for our purpose; but when we came to the vein, my master saw enough to be certain that I was in the right. We covered up the place as before, and he noted the situation, so that he could be sure to find it again. Then I showed him the way to the secret

শয্যার উপরি গাত্রোত্থান করিয়া কহিলাম "মৃত্যু লাভ করিতে আমি প্রস্তুত আছি কারণ সৎকর্ম্ম সাধনে আমার পঞ্চত্ব হইতেছে কিন্তু ঈশ্বরের ভজনা করণার্থ পঞ্চপল মাত্র কাল আমাকে ক্ষমা কর" এই কহিয়া আমি নত জানু হইলাম ইতিমধ্যে সেই পুরুষ শয্যার পার্শ্বে মৌনীভাবে দণ্ডায়মান থাকিলেন ও আমি পলায়ন করিব এই আশঙ্কায় এক হস্ত আমার গাত্রের উপর সংস্থাপন করিলেন।

"আমার সংক্ষেপ ভজনা সমাপ্ত হইলে আমি আঘাত প্রাপ্ত হইবার আশঙ্কা করিতেং হত্যা করণোদ্যত পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম তৎপরে তিনি স্বীয় মুখের নিকটে দীপ ধারণ করাতে আনন্দে পুলকিত হইয়া দেখিলাম যে উপস্থিত ব্যক্তি হন্তা নহে প্রভুই স্বয়ং আসিয়া আমার প্রতি স্নেহ দৃষ্টি করিতেছেন। অনন্তর তিনি কহিলেন "ওহে জর-বাস জাগ্রৎ হইয়া শত্রু মিত্রের প্রভেদে মনোভিনিবেশ কর, এবং শীঘ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া সেই নূতন ধাতু শিরের পথ আমাকে দেখাইয়া দেও"।

"এই বাক্য শ্রবণে আমি ত্বরায় বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া লক্ষিত স্থানে তাঁহাকে লইয়া যাইলাম। সে স্থল ইষ্টক খণ্ড ও অন্যং দ্রব্যে আচ্ছাদিত থাকাতে কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা উদ্ঘাটন করিতে হইল। প্রভু ঐকার্য্যে আমাকে সাহায্য করত কহিলেন তিনি আমাকে নিরাপদে খনি হইতে নির্গত করিবার নিমিত্ত অস্থির আছেন, আমার যে আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল তাঁহার বোধে তাহা নিতান্ত অমূলক ছিল না। তৎকালে আমাদের দীপ হইতে যে আলোক নির্গত হইতে ছিল তদ্দ্বারা কর্ম্ম সমাধা করা কঠিন বোধ হইল কিন্তু ধাতু শিরের নিকটে প্রভু উপস্থিত হইয়া যাহা দৃষ্টি করিলেন, তাহাতেই তাঁহার নিশ্চয় অনুমান হইল যে আমার কথা সত্য। তৎপরে ঐ স্থান পূর্ব্ববৎ আবৃত করিলাম এবং প্রভু

passage; but this passage he knew already, for by it he had descended into the mine this night.

"As we passed along, I pointed out the heaps of ore which lay ready to be carried off. 'It is enough, Jervas,' said he, clapping his hand upon my shoulder; 'you have given me proof sufficient of your fidelity. Since you were so ready to die in a good cause, and that cause mine, it is my business to take care you shall live by it: so follow me out of this place directly; and I will take good care of you, my honest lad.'

"I followed him with quick steps, and a joyful heart: he took me home with him to his own house, where he said I might sleep for the rest of the night secure from all fear of murderers; and so, showing me into a small closet within his own bedchamber, he wished me a good night; desiring me, if I waked early, not to open the window-shutters of my room, nor go to the window, lest some of his people should see me.

"I lay down, for the first time in my life, upon a feather bed; but, whether it was from the unusual feeling of the soft bed, or from the hurry of mind in which I had been kept, and the sudden change of my circumstances, I could not sleep a wink all the remainder of the night.

তাহা চিহ্নিত করিয়া রাখিলেন। তদনন্তর আমি তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত নিভৃত পথ দেখাইয়া দিলাম কিন্তু তিনি পূর্ব্বেই তদ্বিষয় অবগত ছিলেন কারণ সেই রাত্রিতে তিনি ঐ পথ দিয়াই খনিতে প্রবেশ করেন।

"পরে ক্লার্ক প্রভৃতি খনিকেরা যে সকল অপরিষ্কৃত ধাতু রাশি অপহরণ করিবার মানসে একত্র রাখিয়াছিল তাহা গমনকালে প্রভুকে দেখাইয়া দিলাম। তাহাতে তিনি আমার স্কন্ধে হস্ত সংযোগ করিয়া কহিলেন "তুমি প্রভু ভক্তির যথেষ্ট প্রমাণ দর্শাইলা। তুমি আমার উপকারার্থ কর্ম্ম সাধনে মৃত্যু স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলা অতএব আমার উচিত যে তোমার জীবন রক্ষার নিমিত্ত চেষ্টা করি, হে সৌম্য তুমি আমার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া অচিরে এস্থান ত্যাগ কর, আমি তোমার প্রতি বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিব"।

"অতএব আমি আনন্দ চিত্ত হইয়া দ্রুত গতিতে তাঁহার অনুবর্ত্তী হওয়াতে তিনি আমাকে আপন বাটীতে লইয়া গিয়া কহিলেন এই স্থলে রাত্রি অবসান পর্য্যন্ত শয়ন কর এখানে কোন ঘাতুক পুরুষের ভয় নাই পরে নিজ শয়নাগারের পার্শ্ববর্ত্তি এক ক্ষুদ্র কুঠরীতে আমাকে প্রবেশ করিতে অনুমতি করিয়া রাত্রির নিমিত্ত আমার নিকট হইতে বিদায় হইলেন আর এই আদেশ করিলেন যে অতি প্রত্যূষে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে আমি যেন বাতায়ান সমূহ উদ্ঘাটিত না করি অথবা বাতায়ান সন্নিধানে না যাই কারণ তাহা হইলে তাঁহার ভৃত্যগণ আমাকে দেখিতে পাইবে।

"আমার জীবনের মধ্যে পালক পূর্ণ শয্যায় শয়ন করা প্রথমতঃ ঐ সময় হইল। কিন্তু কোমল শয্যায় শয়ন করণে অনভ্যাস প্রযুক্তই হউক অথবা চাঞ্চল্য এবং অকস্মাৎ অবস্থান্তর হওন প্রযুক্তই হউক আমি অবশিষ্ট রাত্রি মধ্যে একবারও চক্ষু মুদ্রিত করিতে পারিলাম না।

"Before daybreak my master came into my room, and bade me rise, put on the clothes which he brought me, and follow him without making any noise. I followed him out of the house before any body else was awake; and he took me across the fields towards the high road. At this place we waited till we heard the tinkling of the bells of a team of horses. 'Here comes the waggon, said he, 'in which you are to go. I have taken every possible precaution to prevent any of the miners or people in the neighbourhood from tracing you; and you will be in safety at Exeter, with my friend Mr. Y——, to whom I am going to send you. Take this, continued he, putting a letter directed to Mr. Y——into my hand; 'and here are five guineas for you. I shall desire Mr. Y——to pay you an annuity of ten guineas out of the profits of the new vein, provided it turns out well, and you do not turn out ill. So fare you well, Jervas. I shall hear how you go on; and I only hope you will serve your next master, whoever he may be, as faithfully as you have served me.'

"'I shall never find so good a master,' was all I could say for the soul of me; for I was quite overcome by his goodness and by sorrow at parting with him, as I then thought, for ever."

প্রভাতে দিনমণি প্রকাশের পূর্ব্বেই প্রভু আমার কুঠরীতে আসিয়া আমাকে গাত্রোত্থান করিতে আদেশ করিলেন এবং আপনি যেং বস্ত্র আনয়ন করিয়াছিলেন তাহা পরিধান পূর্ব্বক মৌনীভাবে তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে কহিলেন। তখন সেই বাটীর অন্য কেহ জাগ্রৎ হয় নাই, আমি প্রভুর পশ্চাৎ২ গমন করিয়া ক্ষেত্র অতিক্রমণ পূর্ব্বক রাজমার্গে তাঁহার সহিত উপস্থিত হইলাম। সে স্থলে কএকটা ঘোটকের গলদেশ স্থিত ঘণ্টার ধ্বনি কর্ণগত হওন পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান হইয়া রহিলাম কিঞ্চিৎ পরে প্রভু কহিলেন "ঐ শকট আসি-তেছে ইহাতে আরোহণ করিয়া গমন কর। যাহাতে খনিক লোকেরা অথবা পল্লীস্থ কোন ব্যক্তি তোমার উদ্দেশ না পায় আমি তদনুরূপ উপায় স্থির করিয়াছি। তুমি এক্‌সিটর নগরীতে গমন করিয়া আমার বন্ধু য——সাহেবের সহিত নিরাপদে থাক, আমি তোমাকে তাঁহার নিকটেই প্রেরণ করিতেছি। তদনন্তর য——সাহেবের নামে লিখিত এক লিপি আমার হস্তে অর্পণ করিয়া কহিলেন " তুমি ইহা গ্রহণ কর এবং এই পঞ্চ স্বর্ণ মুদ্রাও লও, যে ধাতুশির প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে যদি লাভ হয় এবং তোমার রীতি চরিত্র যদি ভাল থাকে তবে লাভ হইতে তোমাকে দশ স্বর্ণ মুদ্রা বার্ষিক প্রদান করিবার নিমিত্ত য——সাহেবকে লিখিব, ওহে জরবাস আমি এখন বিদায় হই কিন্তু তুমি কিরূপ ব্যবহার কর তাহার সমাচার লইব, আমার ইচ্ছা এই যে আমার নিকট যদ্রূপ সরলতা পূর্ব্বক কার্য্য করিয়াছ তোমার দ্বিতীয় প্রভুর নিকটেও সেই রূপ সদ্ব্যবহার কর "।

"আমি তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া এই মাত্র উত্তর দিলাম "আপনকার ন্যায় ভৃত্য বৎসল প্রভু কুত্রাপি পাইব না"। তাঁহার সৌজন্য দর্শনে আমার মোহ উপস্থিত হইয়াছিল ও তাঁহার নিকট হইতে একেবারে বিদায় লইতেছি এই ভাবিয়া আমি দুঃখ সাগরে মগ্ন হইয়াছিলাম।

CHAPTER II.

"The morning clouds began to clear away; I could see my master at some distance, and I kept looking after him, as the waggon went on slowly, and as he walked fast away over the fields: but when I had lost sight of him, my thoughts were forcibly turned to other things. I seemed to awake to quite a new scene, and new feelings. Buried underground in a mine, as I had been from my infancy, the face of nature was totally unknown to me.

"'We shall have a brave fine day of it, I hope and trust,' said the waggoner, pointing with his long whip to the rising sun.

"He went on, whistling, while I, to whom the rising sun was a spectacle wholly surprising, started up in astonishment. I know not what exclamations I uttered as I gazed upon it; but I remember the waggoner burst out into a loud laugh. '*Lud a marcy*,' said he, holding his sides, 'to hear *un*, and look at *un*, a body would think the oaf had never seen the sun rise afore in all his born days!'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

“প্রাতঃকালের উত্থিত মেঘ সকল বিচ্ছিন্ন হওয়াতে আলোক হইল তাহাতে আমি অতি দূর হইতেও প্রভুকে দৃষ্টি করিতে সক্ষম হইলাম এবং যতক্ষণ মন্দ২ গতিতে শকট গমন করিতে লাগিল তাবৎ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া থাকিলাম, তিনি দ্রুত গতিতে ক্ষেত্র সমূহ উত্তীর্ণ হইলেন। কিন্তু তিনি আমার দৃষ্টি পথের বহির্ভূত হইলে আমার অন্তঃকরণ অন্যান্য ভাবনায় আকৃষ্ট হইতে লাগিল অপর সে স্থানের শোভা আমার দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ রূপ নূতন বোধ হওয়াতে মনোমধ্যে নানাপ্রকার নূতন২ ভাবের উদয় হইল। আমি শৈশব কালাবধি খনিমধ্যে মৃত্তিকার নীচে কাল যাপন করাতে জগতের শোভা পূর্ব্বে কখন আমার দৃষ্টি গোচর হয় নাই।

“পরে শকট চালক সুদীর্ঘ কশা দ্বারা উদিত সূর্য্যের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল “বোধ হয় অদ্য বাসরে নভো-মণ্ডল অতিশয় পরিষ্কার থাকিবে”।

“অনন্তর শকট চালক শীৎকার করিতে২ যাইতে লাগিল কিন্তু সূর্য্যোদয়ের শোভা পূর্ব্বে কখন আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই তন্নিমিত্ত আমি চমৎকৃত হইয়া গাত্রোত্থান করিলাম তাহাতে কি২ শব্দ আমার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল তাহা কহিতে পারি না। আমার এই মাত্র স্মরণ হইতেছে যে শকট চালক অত্যন্ত হাস্য করিয়া কহিয়াছিল “পরমেশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন। হায়! এ টার কথা শুনিয়া ও ইহার ভঙ্গি দেখিয়া কে না অনুমান করিবে যে এই ছোঁড়া বুঝি কখন সূর্য্যোদয় দেখে নাই”।

"Upon this hint, which was nearer the truth than he imagined, recollecting that we were still in Cornwall, and not out of the reach of my enemies, I drew myself back into the waggon, lest any of the miners, passing the road to their morning's work, might chance to spy me out.

"It was well for me that I took this precaution, for we had not gone much farther when we met a party of the miners; and, as I sat wedged up in a corner behind a heap of parcels, I heard the voice of Clarke, who asked the waggoner as he passed us, 'What o'clock it might be?' I kept myself quite snug till he was out of sight; nay, long afterwards, I was content to sit within the waggon, rather than venture out; and I amused myself with listening to the bells of the team, which jingled continually.

"On our second day's journey, however, I ventured out of my hiding-place; I walked with the waggoner up and down the hills, enjoying the fresh air, the singing of the birds, and the delightful smell of the honeysuckles and the dog-roses in the hedges. All these wild flowers, and even the weeds on the banks by the way-side, were to me matters of wonder and admiration. At every step, almost, I paused to observe something that was new to me; and I could not help feeling surprised at the insensibility of my fellow-traveller, who plodded on, seldom interrupting his whistling, except to cry, 'Gee, Blackbird, aw, woa;

"এই কথা বাস্তবিক সত্য ছিল এবং তাহাতে আমার স্মরণ হইল যে এখনও আমরা কর্ণোয়াল প্রদেশ ত্যাগ করি নাই সুতরাং শক্রদের সন্নিধান উত্তীর্ণ হইতে পারি নাই। অতএব খনিক লোকদিগের মধ্যে যদি কেহ প্রাতঃকালে কর্ম্মশালায় গমন সময় আমাকে দেখিতে পায় এই আশঙ্কায় শকটের মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া রহিলাম।

"এইরূপ সাবধান না হইলে অনেক বিপদ ঘটিত কারণ অনতিদূরে এক দল খনিক লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল এবং আমি বহনীয় দ্রব্য সমূহের এক পার্শ্বে লুক্কায়িত থাকিয়া শ্রবণ করিলাম যে ক্লার্ক শকট চালককে জিজ্ঞাসা করিতেছে "এখন কত বেলা হইয়াছে"। পরে ক্লার্ক যাবৎ দৃষ্টি পথের বহির্ভূত না হইল তাবৎ পর্য্যন্ত আমি ব্যবধানে রহিলাম। অনন্তর সে দূরে গমন করিলেও বাহিরে আসিতে আমার সাহস না হওয়াতে আমি শকটের মধ্যেই লুক্কায়িত থাকিলাম সেখানে ঘোটকগণের গলদেশ স্থিত ঘণ্টানাদ শ্রবণে আমার কৌতুক জন্মিয়াছিল।

"পরে আমারদের যাত্রার দ্বিতীয় দিবসে নিভৃত স্থান হইতে নির্গত হইতে আমার সাহস হইল আমি শকট চালকের সহিত পর্ব্বতের উপরে গমনাগমন করিতে লাগিলাম তাহাতে সে স্থলের পরিষ্কার বায়ু সেবনে ও বিহঙ্গগণের মধুর গানে এবং বৃক্ষ বাটিকাস্থ বিচিত্র পুষ্পের সৌরভে আমার অত্যন্ত আনন্দ হইল। অপর ঐ সকল বন্য পুষ্প এবং পথের পার্শ্ব-স্থিত লতা গুল্মের শোভায় আশ্চর্য্য বোধ হইল। আমি পদে২ নূতন দ্রব্য নিরীক্ষণ করণার্থ অবহিত হইতে লাগিলাম কিন্তু এই বিষয়ে আমার সহচরের নিরৌৎসুক্য দর্শনে চমৎ-কার বোধ হইল। তিনি অবিরত শীৎকার ধ্বনি করিতে২ মধ্যে২ গমন করিতে লাগিলেন কেবল এই শব্দ উচ্চারণ করি-তেন " গি, কালপক্ষি,আ, উ" কিম্বা "কেমন হে হাস্যকারক"।

or, ' How now, Smiler;' and certain other words or sounds of menace and encouragement, addressed to his horses in a language which seemed intelligible to them and to him, though utterly incomprehensible to me.

"Once, as I was in admiration of a plant, whose stem was about two feet high, and which had a round, shining, pale purple, beautiful flower, the waggoner, with a look of extreme scorn, exclaimed, ' Help thee, lad, does not thee know 'tis a common thistle? Didst thee not know that a thistle would prick thee?' continued he, laughing at the face I made when I touched the prickly leaves; ' why my horse Dobbin has more sense by half! he is not like an ass hunting for thistles.'

"After this the waggoner seemed to look upon me as very nearly an idiot. Just as we were going into the town of Plymouth, he eyed me from head to foot, and muttered, ' The lad's beside himself, sure enough.' In truth, I believe I was a droll figure; for my hat was stuck full of weeds, and of all sorts of wild flowers; and both my coat and waistcoat pockets were stuffed out with pebbles and funguses.

"Such an effect, however, had the waggoner's contemptuous look upon me, that I pulled the weeds out of my hat, and threw down all my treasure of pebbles before we entered the town. Nay, so much was I overawed, and in such dread was I of passing for an idiot, that when we came within view of the sea, in the fine

তিনি ঘোটক গণের ভয় প্রদর্শন অথবা উৎসাহ প্রদানের নিমিত্ত ঐ প্রকার অন্য কএক শব্দও প্রয়োগ করিয়াছিলেন বোধ হয় ঘোটকেরা তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে সমর্থ ছিল কিন্তু আমি সে সকল কথার একটীও বুঝিতে পারি নাই।

"একদা আমি একটা গুল্ম দেখিয়া আশ্চর্য্য প্রকাশ করিতে ছিলাম যাহা এক হস্তের অধিক উচ্চ ছিল এবং যাহাতে গোলাকৃতি উজ্জ্বল ও ঈষৎ রক্ত বর্ণ মনোহর পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। শকট চালক তাহা দেখিয়া আমার প্রতি হেয়জ্ঞান প্রকাশ করত কহিলেক "ওরে ছোঁড়া তুই জানিস না এ একটা কাঁটা! কাঁটাতে হাত বিঁধে যায় জানিস না?" পরে কণ্টক স্পর্শ মাত্র আমার বদন বিকট হইলে হাস্য করিতে২ কহিল "আমার ডবিন ঘোড়াটার তোর অপেক্ষা দ্বিগুণ বুদ্ধি আছে কারণ সে গর্দ্দভের ন্যায় কণ্টক অন্বেষণ করে না"।

"তদনন্তর শকট চালক আমাকে ক্ষিপ্ত জ্ঞান করিতে লাগিল প্লিমৌথ নগরীতে প্রবেশ করিবার কালে সে আমার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া মৃদুস্বরে কহিল "এ ছোঁড়াটা হত বুদ্ধি হইয়াছে" ফলতঃ তৎকালে আমার আকৃতি হাস্যাস্পদ ছিল বটে কারণ আমার মস্তকাচ্ছাদন লতা গুল্ম ও নানাপ্রকার বন্য পুষ্পে আকীর্ণ এবং কোর্ত্তা ও জামার থলিয়া ক্ষুদ্র২ প্রস্তর ও শৈবাল সমূহে পরিপূর্ণ ছিল।

"কিন্তু শকট চালকের অবহেলায় আমার চিত্ত অস্থির হওয়াতে আমি নগর প্রবেশের পূর্ব্বেই মস্তকাচ্ছাদন হইতে লতা গুল্ম বাহিষ্কৃত করিলাম ও সঞ্চিত শিলা ইত্যাদি ভূমিতে নিক্ষিপ্ত করিলাম বস্তুতঃ আমার এমত ভয় জন্মিয়াছিল এবং উন্মত্ত বলিয়া বিখ্যাত হইবার আশঙ্কায় মন এমত চঞ্চল হইয়াছিল যে প্লিমৌথ নগরীর সমুদ্র তটে সাগর দর্শন করিয়াও আমার মুখ হইতে কোন কথা নির্গত হয় নাই।

harbour of Plymouth, I did not utter a single exclamation; although I was struck prodigiously at this my first sight of the ocean, as much almost as I had been at the spectacle of the rising sun. I just ventured, however, to ask my companion some questions about the vessels which I beheld sailing on the sea, and the shipping with which the bay was filled. But he answered coldly, 'They be nothing in life but the boats and ships, man: them that see them for the farst time are often struck all on a heap, as I've noticed, in passing by here: but I've seen it all a many and a many times.' So he turned away, went on chewing a straw, and seemed not a whit more moved with admiration than he had been at the sight of my thistle.

"I conceived a high opinion of a man who had seen so much that he could admire nothing; and he preserved and increased my respect for him by the profound silence which he maintained during the five succeeding days of our journey: he seldom or never opened his lips except to inform me of the names of the towns through which we passed. I have since reflected that it was fortunate for me that I had such a supercilious fellow-traveller on my first journey; for he made me at once thoroughly sensible of my own ignorance, and extremely anxious to supply my deficiencies, and to find one who would give some other answer to my questions than a smile of contempt, or, '*I do na knaw, I say.*'

সূর্য্যোদয় দর্শনে আমার যেরূপ বিস্ময় জন্মিয়াছিল সমুদ্র দর্শনেও তাদৃশ চমৎকার বোধ হইয়াছিল। আমি সমুদ্রোপরি কেবল অর্ণব পোতের গমনাগমন এবং তটের নিকটে জাহাজের স্থিতি দেখিয়া সঙ্গিকে কএক প্রশ্ন করিলাম। তাহাতে শকট চালক অক্ষোভে উত্তর করিল "ওরে ছোঁড়া জানিস না ও সব জাহাজ আর নৌকা, পেথম দেখ্‌লে তাজ্জপ হয়, মুই কত২ বার দেখেছি" এই কথা বলিয়া একটা খড় চর্ব্বণ করিতে২ বিমুখ হইয়া চলিল, কণ্টকি বৃক্ষ দর্শনে যেমন তাহার বিস্ময় হয় নাই জাহাজ দেখিয়াও তদ্রূপ ভ্রূক্ষেপ হইল না।

"আমি বিবেচনা করিলাম এ ব্যক্তি বহুদর্শী কোন দ্রব্যেই ইহার আশ্চর্য্য বোধ হয় না অতএব তাহার প্রতি অত্যন্ত ভক্তি করিতে লাগিলাম। পরে সে পাঁচ দিন পর্য্যন্ত মৌনিভাবে গমন করাতে আমার ভক্তির আরো বৃদ্ধি হইল। আমরা যে২ নগরীতে উপস্থিত হইতাম তাহার নাম উল্লেখ ব্যতীত সে আপন ওষ্ঠাধর প্রায় খুলিত না। ভ্রমণ করিবার সময় এমত অহংকারী পুরুষ সঙ্গী থাকাতে আমি সৌভাগ্যের বিষয় জ্ঞান করিয়াছি কেননা তদ্দ্বারা আপনার অনভিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া অবিদ্যা দোষ দূর করণার্থ যত্ন করণের সম্ভাবনা ছিল এবং আমি এমত কোন ব্যক্তির অন্বেষণ করিয়াছিলাম যে আমার প্রশ্নে ঘৃণা প্রকাশ পূর্ব্বক হাস্য করিয়া না কহে "মুই জানি না" বরং প্রকারান্তরে যথার্থ উত্তর দেয়।

"We arrived at Exeter at last; and, with much ado, I found my way to Mr. Y——'s house. It was evening when I got there, and the servant to whom I gave the letter said he supposed Mr. Y——would not see me that night, as he liked to have his evenings to himself; but he took the letter, and in a few minutes returned, desiring me to follow him up stairs.

"I found the good old gentleman and some of his friends in his study, with his grandchildren about him; one little chap on his knee, another climbing on the arm of his chair; and two bigger lads were busy looking at a glass tube which he was showing them when I came in. It does not become me to repeat the handsome things he said to me, upon reading over my good master's letter; but he was very gracious to me, and told me that he would look out for some place or employment that would suit me; and in the mean time, that I should be welcome to stay in his house, where I should meet with the good treatment (which he was pleased to say) I deserved. Then, observing that I was overcome with bashfulness, at being looked at by so many strangers, he kindly dismissed me.

"The next day he sent for me again to his study, when he was alone, and asked me several questions, seeming pleased with the openness and simplicity of my answers. He saw that I gazed with vast curiosity at several objects in the room, which were new to me: and pointing to the glass tube which he had been

অবশেষে একসিটর নগরীতে উপনীত হইলে আমি বহু কষ্টে য——সাহেবের বাটীর সন্ধান পাইলাম এবং সায়ং কালে তথায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমি তাঁহার এক জন ভৃত্যের হস্তে প্রভুর অনুরোধ পত্র প্রদান করিলে সে কহিল রাত্রি কালে য——সাহেবের দর্শন পাওয়া দুর্ঘট কেননা সন্ধ্যার পর তিনি কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন না। অনন্তর পত্র গ্রহণের কিয়ৎক্ষণ পরে ঐ ভৃত্য প্রত্যাগমন করিয়া কহিল " আমার সঙ্গে উপরে আইস "।

" আমি উপরে গিয়া দেখিলাম সেই প্রবীণ ব্যক্তি কএক জন বান্ধবের সহিত পাঠাগারে বসিয়া আছেন, চতুষ্পার্শ্বে তাঁহার পৌত্রেরা উপস্থিত ছিল তাহারদের মধ্যে এক বালক তাঁহার জানুর উপর আর এক জন তাঁহার চৌকির উপর বসিয়াছিল অন্য দুই জন তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক বয়স্ক। আমার প্রবেশ কালে য——সাহেব তাহারদিগকে এক কাচময় নল দেখাইতেছিলেন অনন্তর প্রভুর পত্র পাঠ করিয়া আমার প্রতি ভূরি২ প্রশংসার বাক্য প্রয়োগ করিলেন এস্থলে তাহা পুনরুক্ত করা আমার উচিত নহে ফলতঃ তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত দয়া প্রকাশ করিয়া কহিলেন যে আমার উপযুক্ত কোন কর্ম্ম অন্বেষণ করিবেন। ইতিমধ্যে আমাকে তাঁহার আপন বাটীতে অবস্থিতি করিতে অনুমতি দিয়া কহিলেন তুমি অতিশয় অনুগ্রহের পাত্র তোমার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিব। পরে এত জন অপরিচিত পুরুষের নিকট উপস্থিত হওয়াতে আমার লজ্জা হইতেছে ইহা বিবেচনা করিয়া আমাকে সমাদর পূর্ব্বক বিদায় করিলেন।

"পর দিবস পাঠাগারে একাকী থাকিয়া আমাকে আহ্বান পূর্ব্বক অনেক বিষয়ের প্রশ্ন করিলেন এবং আমি তাহাতে সরল ও অকপট ভাবে উত্তর প্রদান করাতে সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। ঐ কুঠরীস্থ বহুবিধ দ্রব্য আমার পক্ষে নূতন বোধ

showing the boys when I first came in, he asked me if they had such things as that in our mines; and if I knew the use of it. I told him I had seen something like it in our overseer's hands; but that I had never known its use. It was a thermometer. Mr. Y—— took great pains to show me how and on what occasions, this instrument might be useful.

"I saw I had now to do with a person who was somewhat different from my friend the waggoner; and I cannot express the surprise and gratitude I felt, when I found that he did not think me quite a fool. Instead of looking at me with scorn, as one *very nearly an idiot*, he answered my questions with condescension; and sometimes was so good as to add, 'That's a sensible question, my lad,'

"While we were looking at the thermometer, he found out that I could not read the words *temperate*, *freezing point*, *boiling water heat*, &c., which were written upon the ivory scale, in small characters. He took that occasion to point out to me the use and advantages of knowing how to read and write; and he told me that, as I wished to learn, he would desire the writing-master, who came to attend his young grandson, to teach me.

"I shall not detain you with a journal of my progress through my spelling-book and copy-books: it is enough to say that I applied with diligence, and soon could write my name in rather more intelligible

হওয়াতে আমি এক দৃষ্টে তাহা নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম তিনি ইহা দেখিয়া আমার প্রবেশ কালে বালকদিগকে যে কাচময় নল দেখাইতেছিলেন তাহার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন" তোমারদের খনিরমধ্যে কি এমত কোন দ্রব্য আছে, তুমি কি ইহার প্রয়োজন জান"। আমি কহিলাম খনির অধ্যক্ষের হস্তে ঐরূপ এক দ্রব্য দেখিয়াছিলাম কিন্তু আমি উহার প্রয়োজন জানি না। তিনি থর্ম্মামিতর অর্থাৎ গ্রীষ্ম মাপক যন্ত্রের বিষয়ে ঐ কথা কহিয়াছিলেন 'পরে ঐ যন্ত্রের প্রয়োজন কি? এবং কোন২ সময় উহাতে উপকার দর্শে? তাহা আমাকে জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত বহুতর কষ্ট স্বীকার করিলেন।

"তখন আমি বিবেচনা করিলাম ইঁহার স্বভাব শকট চালকের ন্যায় নহে, ইনি আমাকে গণ্ড মূর্খ জ্ঞান করেন না অতএব আমি চমৎকৃত ও পরমাপ্যায়িত হইলাম। তিনি আমাকে উন্মত্ত বোধ না করিয়া বরং বিনয় পূর্ব্বক আমার সকল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করিয়া দিলেন আর কএকবার এই কথাও কহিলেন " হে সৌম্য ইহা সুবোধের প্রশ্ন বটে"।

গ্রীষ্ম পরিমাপক যন্ত্র নিরীক্ষণ কালে তিনি দেখিলেন তাহার উপরিস্থ হস্তি দন্ত নির্ম্মিত ফলকে "অনুষ্ণাশীত" "হিম সংহতি চিহ্ন" "জল প্রস্ফোটন উত্তাপ চিহ্ন" প্রভৃতি কএকটী সাঙ্কেতিক কথা ক্ষুদ্রাক্ষরে লিখিত আছে তাহা পাঠ করিতে আমার সামর্থ্য নাই অতএব তিনি ঐ উপলক্ষে লিখন পঠনের কি২ ফল তাহা বর্ণনা করিয়া কহিলেন 'যদি বর্ণ পরিচয় করিতে তোমার বাসনা হয় তবে আমার কনিষ্ঠ পৌত্রের শিক্ষক প্রত্যহ আগমন করে তোমাকেও উপদেশ দিবার নিমিত্ত তাহাকে আদেশ করিব'।

"পরে আমি কি রূপে বর্ণমালা শিক্ষা ও পুস্তক পাঠ করিতে লাগিলাম তদ্বৃত্তান্ত বর্ণনে আপনারদের কালক্ষেপ করিব না।

characters than those in which the name of Jervas is cut on the rock that we were looking at yesterday.

"My eagerness to read the books which he put into my hands, and the attention which I paid to his lessons, pleased my writing-master so much that he took a pride, as he said, '*in bringing me forward as fast as possible.*'

"And here, I must confess, he was rather imprudent in the warmth of his commendations; my head could not stand them; as much as I was humbled and mortified by the waggoner's calling me *an idiot*, so much was I elated by my writing-master's calling me *a genius*. I wrote some very bad lines in praise of a thistle, which I thought prodigiously fine, because my writing-master looked surprised when I showed them to him; and because he told me that, having given a copy of them to some gentlemen in Exeter, they agreed that the rhymes were *wonderful for me.*

"I was at this period very nearly spoiled for life; but fortunately my friend Mr. Y—— saw my danger, and cured me of my conceit, without damping my ardour to acquire knowledge. He took me to the books in his study, and showed me many volumes of fine poems: pointing out some passages to me that greatly diminished my admiration of my own lines on the thistle. The vast distance which I perceived between myself and these writers threw me into

এস্থলে এই মাত্র নিবেদন করিব যে আমি পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করি নাই, কল্য শিলোপরি যে রূপ বর্ণে জরবাস নাম অঙ্কিত দেখিয়াছি তদপেক্ষা স্পষ্ট অক্ষরে আপন নাম স্বাক্ষর করিতে অতি শীঘ্র সমর্থ হইলাম।

"উক্ত উপদেশক আমার হস্তে যে সকল পুস্তক প্রদান করিতেন আমি তাহা একাগ্র চিত্তে পাঠ করাতে ও তাঁহার উপদেশে যত্ন পূর্ব্বক মনোযোগী হওয়াতে তিনি আমার প্রতি এমত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে বারম্বার কহিতেন আমাকে শীঘ্র ব্যুৎপন্ন করা তাঁহার পক্ষে শ্লাঘার বিষয় বটে।

"কিন্তু এস্থলে স্বীকার করিতে হইবেক যে আমাকে এরূপ প্রশংসা করা তাঁহার পক্ষে পরামর্শ সিদ্ধ ছিল না কেননা তাহাতে আমার চিত্ত চাঞ্চল্য হইত। পূর্ব্বে শকট চালক আমাকে গণ্ড মূর্খ বলাতে আমি যে রূপ নিরুৎসাহ হইয়াছিলাম আমার শিক্ষক আমাকে দৈব বুদ্ধিমান আখ্যা প্রদান করাতে আমি তদ্রূপ গর্ব্বিত হইলাম। অপর আমি এক কণ্টকি বৃক্ষের প্রশংসা সূচক কএকটী অপকৃষ্ট শ্লোক রচনা করিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলে তিনি চমৎকার প্রকাশ করিয়া কহিয়াছিলেন একসিটর নগরস্থ কএক জন ভদ্র লোকের সমীপে ঐ শ্লোকের প্রতিলিপি উপস্থিত করাতে তাহারা সকলেই কহিয়াছেন যে আমার পক্ষে উক্ত কবিতা আশ্চর্য্যের বিষয় বটে আমি তাহা শুনিয়া ঐ শ্লোকের মহা শ্লাঘা করিতে লাগিলাম।

"এইরূপে আমি অহঙ্কারে পূর্ণ হইলে আমার আচার ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা হইল কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ আমার মঙ্গলেচ্ছু য——সাহেব তাহা বুঝিয়া আমার বিদ্যোপার্জ্জনের ঔৎসুক্য বিনষ্ট না করিয়াও আমার অভিমান চূর্ণ করিলেন। তিনি আমাকে তাঁহার পাঠশালাস্থ পুস্তক সমূহের নিকট লইয়া গিয়া কএক খান উৎকৃষ্ট কাব্য গ্রন্থ দেখাইলেন এবং তন্মধ্যস্থ

despair. Mr. Y——, seeing me thoroughly abashed, observed that he was glad to find I saw the difference between bad and good poetry; and pointed out to me, it was not likely, if I turned my industry to writing verses, that 'I should ever either earn my bread, or equal those who had enjoyed greater ad-ventages of leisure and education. 'But, Jervas,' continued he, I commend you for your application and quickness, in learning to write and read in so short a time: you will find both these qualifications of great advantage to you. Now, I advise you, turn your thoughts to something that may make you useful to other people. You have your bread to earn, and this you can only do by making yourself useful some way or other. Look about you, and you will see that I tell you truth. You may perceive that the servants in my house are all useful to me, and that I pay them for their services. The cook who can dress my dinner, the baker who bakes bread for me, the smith who knows how to shoe my horses, the writing-master who undertakes to teach my children to write, can all earn money for themselves, and make themselves independent. And you may remark that, of all those I have mentioned, the writing-master is the most respected, and the best paid. There are some kinds of knowledge, and some kinds of labour, that are more highly paid for than other. But I have said

অনেক শ্লোক পাঠ করিতে কহিলেন সেই সকল শ্লোক পাঠ করাতে আমার কণ্টকি বৃক্ষ বিষয়ক নিজ রচনায় হেয় জ্ঞান হইল ঐ সকল শ্লোক রচকের এবং আমার মধ্যে যে বৈলক্ষণ্য ছিল তাহা বিবেচনা করিয়া আমি সম্পূর্ণ নিরুৎসাহ হইলাম। অনন্তর য——সাহেব আমাকে অত্যন্ত লজ্জিত দেখিয়া কহিলেন "তুমি উত্তমাধম কবিতার প্রভেদ বুঝিয়াছ তাহাতে আমি পরম সন্তুষ্ট হইলাম কিন্তু তুমি কাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইলে তদ্দ্বারা তোমার ভরণ পোষণ হওয়া কঠিন হইবে এবং যে সকল ব্যক্তিরদের তোমা অপেক্ষা অধিক বিদ্যা ও অবকাশ ছিল তাহারদের তুল্য কাব্য লেখা তোমার পক্ষে সম্ভাব্য নহে, তথাচ তুমি যে এমত অল্প কালের মধ্যে লিখন পঠন শিক্ষা করিয়াছ তন্নিমিত্ত আমি তোমার যত্ন ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রশংসা করি, পরিণামে এই উভয় গুণের দ্বারা তোমার অনেক উপকার দর্শিবে, আপাততঃ তোমাকে এই পরামর্শ প্রদান করি যে যাহাতে অন্য লোকের উপকার হয় এমত কোন ব্যাপারে মনোভিনিবেশ কর। তোমার উপজীবিকার অত্যন্ত প্রয়োজন আছে কিন্তু তাহা কেবল অন্যের ইষ্ট সাধন করিলেই হইতে পারিবেক, সংসারের প্রতি দৃষ্টি করিলে তোমার প্রতীতি হইবে যে আমার কথা সত্য, দেখ আমার বাটীতে যে ভৃত্য আছে তাহাদের সকলেতেই আমার প্রয়োজন তন্নিমিত্ত আমি তাহারদিগকে বেতন দিয়া থাকি। পাচক আমার অন্ন পাক করে, রুটিকর আমার রুটি প্রস্তুত করে, কর্ম্মকার আমার ঘোটকের পরিচর্য্যা করে, গুরু মহাশয় আমার সন্তানগণকে শিক্ষা দেন, অতএব উহারা সকলেই অর্থ উপার্জ্জন করিয়া স্বাধীন থাকিতে সমর্থ হইয়াছে। তুমি ইহা লক্ষ্য করিবা থাকিবে যে উল্লিখিত ব্যক্তি সমূহের মধ্যে গুরু মহাশয় সর্ব্বাপেক্ষা মান্য এবং অধিক বেতন ভোগী কারণ তাঁহার বিদ্যা এবং কর্ম্মের মাহাত্ম্য অপেক্ষা অধিক গৌরব প্রযুক্ত তদ্ভাবনা-

enough to you, Jervas, for the present: I do not want to lecture you, but to serve you. You are a young lad, and have had no experience; I am an old man, and have had a great deal: so perhaps my advice may be of some use to you.'

"His advice was indeed of the greatest use to me: every word he said sank into my mind. I wish those who give advice to young people, especially to those in a lower station than themselves, would follow this gentleman's example; and, instead of haranguing with the haughtiness of superior knowledge, would speak with such kindness as to persuade at the same time that they convince.

"The very day that Mr. Y—— spoke to me in this manner, he called me in, that I might tell his eldest grandson the names which we miners give to certain fossils that had been sent him from Cornwall; and, after observing to the boy that this knowledge would be useful to him, he begged me to tell him exactly how the mine in which I had been employed was worked. This I did as well as I was able; and, imperfect as my description was, it entertained the boys so much that I determined to try to make a sort of model of the tin-mine for their amusement

য়িদের অধিক বেতন হইয়া থাকে, কিন্তু তোমাকে অধিক কহিবার প্রয়োজন নাই, আর তোমাকে ভৎর্সনা করাও আমার মানস নহে আমি তোমার উপকার করিতেই বাঞ্ছা করি। তুমি যুবক বহু দর্শন প্রাপ্ত হও নাই, আমি বৃদ্ধ অনেক দেখিয়াছি অতএব আমার উপদেশ দ্বারা তোমার উপকার সম্ভাবনা ইহা স্বীকার করিও"।

"বস্তুতঃ তাঁহার উপদেশে আমার অনেক উপকার হইল তিনি যে২ কথা কহিয়াছিলেন সকলি আমার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল এক্ষণে আমার বাঞ্ছা এই যে যাহারা যুবক গণকে বিশেষতঃ ইতর বংশীয় বালকদিগকে পরামর্শ প্রদান করে তাহারা যেন ঐ ভদ্র ব্যক্তির আচরণানুযায়ী হইয়া আপনারদের অধিক বিদ্যার অভিমান পরিহার করত স্নেহ পূর্ব্বক বাক্য প্রয়োগ করে তাহাতে শ্রোতৃবর্গের একেকালে তর্কের সিদ্ধান্ত ও প্রবোধ এবং সৎপ্রবৃত্তি জন্মিতে পারিবে।

"য——সাহেব যে দিন ঐ কথা কহিলেন সেই দিবসেই আমাকে গৃহ মধ্যে আহ্বান করিয়া বলিলেন "কর্ণোয়াল হইতে মৃত্তিকা সংশ্লিষ্ট যে২ ধাতু আসিয়াছে খনিক লোকেরা তাহার কি২ নাম দিয়া থাকে তাহা আমার জ্যেষ্ঠ পৌত্রকে জ্ঞাপন কর"। পরে ঐ বিষয়ের জ্ঞানে অনেক উপকার সম্ভাবনা এই কথা সেই বালককে কহিয়া আমাকে অনুরোধ করিলেন "যে খনিতে তুমি নিযুক্ত ছিলা তাহাতে কি রূপে কার্য্য সমাধা হয় তাহাও আমার পৌত্রকে কহিয়া দেও"। আমি সাধ্যানুসারে তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলাম এবং আমার বর্ণনায় অনেক ত্রুটি হইলেও বালকেরা তাহাতে অতিশয় কৌতুকাবিষ্ট হইল সুতরাং তাহারদের আমোদার্থ টিনের খনির প্রতিরূপ নির্ম্মাণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলাম।

"But this I found no easy task; my remembrance, even of the place in which I had lived all my life was not sufficiently exact to serve me, as to the length, height, breadth, &c. of the different parts; and though Mr. Y—— had a good collection of fossils, I was at a loss, for want of materials, to represent properly the different strata and veins; or, as we call it, *the country*.

"My temper, naturally enthusiastic, was not on this occasion to be daunted by any difficulties. I was roused by the notion that I should be able to complete something that would be *really useful* to my kind benefactor's family; and I anticipated, with rapture, the moment when I should produce my model complete, and justify Mr. Y——'s opinion of my diligence and capacity. I thought of nothing else from the moment these ideas came into my head. The measure, plans, and specimens of earths and ore which were wanting could only be obtained from the mine; and such was my ardour to accomplish my little project, that I determined at all hazards to return into Cornwall, and to ask my good master's permission to revisit the mine in the night-time.

"Accordingly, without a moment's delay, I set out upon this expedition. Part of the journey I performed on foot; but whenever I could, I got a set down, because I was impatient to get near the *Land's End*. I concluded that the wonder excited by my sudden

"কিন্তু ঐ কর্ম্ম আমার পক্ষে সহজ বোধ হইল না আমি জন্মাবধি খনির মধ্যে বাস করিলেও তাহার ভিন্নং অংশের দৈর্ঘ্য বিস্তার এবং উচ্চতার বিষয়ে এমত স্পষ্ট রূপে স্মৃতি ছিল না যে তদ্দ্বারা উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি এবং য——সাহেবের নিকট বহুবিধ মৃত্তিকা সংশ্লিষ্ট ধাতু থাকিলেও ধাতু স্তবক ও শির সমূহ অর্থাৎ খনিক লোকেরা যাহাকে ধাতু প্রদেশ কহে এ সকলের প্রতিরূপ নির্ম্মাণ করণে নানা দ্রব্যের অভাব হইল।

"আমার চিত্ত স্বভাবতঃ ব্যগ্র থাকাতে এই সকল প্রতিবন্ধকেও নিরুৎসাহ হইল না বরঞ্চ আমি হিতকারির পরিজনের উপকারার্থ কোনং দ্রব্য প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইব এই বিবেচনায় অতিশয় উৎসাহান্বিত হইলাম অধিকন্তু প্রতিরূপ সম্পন্ন করিলে য——সাহেব আমার ক্ষমতা ও পরিশ্রমের যে প্রশংসা করিয়াছিলেন তাহা প্রত্যক্ষ হইবে এই ভাবিয়া আনন্দে পুলকিত হইলাম। আমার মনোমধ্যে এই সকল ভাবনার উদয় হওয়াতে অন্য কোন বিষয়ে মনোভিনিবেশ হইত না। খনির পরিমাণ ও প্রতিরূপ এবং বিবিধ প্রকার মৃত্তিকা ও অপরিষ্কৃত ধাতু ইত্যাদির নমুনা কেবল খনির মধ্যেই প্রাপ্য, অতএব খনির প্রতিরূপ নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত আমার এমত বাসনা হইল যে বিপদের ভয় থাকিলেও রাত্রিযোগে কর্ণোয়াল প্রদেশে গমন করিয়া পুনর্ব্বার খনি দর্শনার্থ প্রভুর নিকট অনুমতির প্রার্থনা করিতে প্রতিজ্ঞা করিলাম"।

"আমি মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া ঐ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলাম যাত্রা কালীন কতক দূর পর্য্যন্ত পদ ব্রজেই গমন করিলাম কিন্তু সুবিধা পাইলেই যান আরোহণ করিতাম কেননা লেগুস এণ্ডের সন্নিধানে উপনীত হইবার নিমিত্ত অস্থির হইয়াছিলাম। আমি অনুমান করিলাম কর্ণোয়ালে

disappearance had subsided by this time ; that I was too insignificant to make it worth while to continue a search after me for more than a few days ; and that in all likelihood, my master had dismissed from his work the gang who had been concerned in the plot, and who were the only persons whose revenge I had reason to fear.

"However, as I drew near the mine, I had the prudence not to expose myself unnecessarily ; and I watched my opportunity so well, that I contrived to meet my master, in his walk homeward, when no one was with him. I hastily gave him a letter from Mr. Y——, as a certificate of my good conduct since my leaving him ; then explained the reason of my return, and asked permission to examine the mines that night.

"He expressed a good deal of surprise, but no displeasure, at my boldness in returning: he willingly granted my request; but, at the same time, warned me that some of my enemies were still in the neighbourhood ; and that, though he had dismissed them from his works, and though several had fled the country in search of employment elsewhere, yet he was informed that two or three of the gang, and Clarke among the number, were seen lurking about the country ; that they had sworn vengeance against me for *betraying* them, as they called it ; and had been indefatigably active in their search after me.

সহসা অদৃশ্য হওয়াতে লোক সমূহের যে আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছিল তাহা এত দিনে লোপ পাইয়া থাকিবে আর আমি সামান্য ব্যক্তি তন্নিমিত্ত আমার কারণ কেহ অধিক-দিন পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিবে না অধিকন্তু ইহাও সম্ভব বোধ হইয়াছিল যে যেসকল লোক আমার অনিষ্ট কল্পনা করিয়া-ছিল প্রভু তাহারদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া থাকিবেন, ঐ সকল লোক ব্যতীত আর কাহারও নিকট আমার অনিষ্ট শঙ্কা ছিল না।

"তথাচ খনির নিকট উপস্থিত হইয়াও অসাবধান পূর্ব্বক প্রকাশ্য রূপে গমন করিলাম না প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করণার্থ এমত সাবধানে উপায় করিলাম যে তিনি একাকী গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন সেই সময়ে তাঁহাকে দর্শন করিলাম। তাঁহার নিকট হইতে বিদায় হওনানন্তর আমি কিরূপ সচ্চরিত্র হইয়া কালক্ষয় করিয়াছি তৎপ্রমাণার্থ য——সাহেবের স্বাক্ষরিত এক পত্র তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলাম তৎপরে আকরে প্রত্যাগমনের হেতু তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়া রাত্রিযোগে খনি দর্শন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম।

"আমি সাহস করিয়া এই রূপে প্রত্যাগমন করাতে প্রভু ক্ষুব্ধ না হইয়াও বিস্ময় প্রকাশ করিলেন ও আমার প্রার্থ-নাতে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া সাবধান করিবার নিমিত্ত কহিলেন যে আমার কোন২ শত্রু ঐ প্রদেশের নিকটে আছে তিনি তাহারদের সকলকে কর্ম্মচ্যুত করিলেও এবং তাহারদের অধিকাংশ কর্ম্মের অন্বেষণে স্থানান্তরে গমন করিলেও ক্লার্ক প্রভৃতি দুই তিন জন ঐ প্রদেশের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে আছে আমি তাহারদের প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা করি-য়াছি এই ছলে, তাহারা আমার অনিষ্ট করিতে শপথ করিয়াছে এবং অবিশ্রান্ত আমার অন্বেষণ করিতেছে।

"My master consequently advised me to stay only the ensuing night, and to depart before daybreak: he also cautioned me not to wake the man who now slept in my hut in the mine.

"I did not like to spoil the only good suit of clothes of which I was possessed; so, before I went down into the mine, I got from my master my old jacket, apron, and cap, in which being equipped, and furnished with a lantern and rod for measuring, I descended in the mine.

"I went to work as quietly as possible, surveyed the place exactly, and remembered what I had heard Mr. Y——observe, 'that people can never make their knowledge useful if they have not been at the pains to make it exact.' I was determined to give him a proof of my exactness: accordingly I measured and minuted down every thing with the most cautious accuracy; and, so intent was my mind upon my work, the thoughts of Clarke and his associates never came across me for a moment. Nay, I absolutely forgot the man in the hut and am astonished he was not sooner waked.

"What roused him at last was, I believe, the noise I made in loosening some earth and stones for specimens. A great stone came tumbling down, and immediately afterward I heard one of the horses neigh, which showed me I had waked them at least; and I betook myself to a hiding-place, in the western gallery where I kept quiet, for I believe a quarter of an hour,

"অতএব প্রভু আমাকে এই পরামর্শ প্রদান করিলেন যে আগামি রাত্রি সেখানে অবস্থিতি করিয়া দিনমণি প্রকাশের পূর্ব্বেই যেন সে স্থান হইতে প্রস্থান করি তিনি আমাকে আরও কহিলেন যে আমার কুটীরে যে ব্যক্তি নিদ্রিত আছে তাহাকে যেন জাগ্রৎ না করি।

"তৎকালে আমার নিকট কেবল একটী পরিষ্কার পরিচ্ছদ ছিল তাহা অপরিষ্কৃত করিতে আমার অনিচ্ছা হওয়াতে আমি খনির মধ্যে গমন করিবার পূর্ব্বে প্রভুর নিকট হইতে আমার পুরাতন জামা উত্তরীয় এবং মস্তকাচ্ছাদন গ্রহণ করিলাম এবং তাহা পরিধান করিয়া এক দীপ ও পরিমাণ দণ্ড লইয়া খনির মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

"অনন্তর যথাসাধ্য মৌনাবলম্বন করত নিজ সঙ্কল্পিত কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া সেই স্থানের যথার্থ পরিমাণ গ্রহণ করিলাম। তৎকালে য——সাহেবের একটী বচন আমার স্মরণ হইল যথা "কোন বিষয়ে যত্ন পূর্ব্বক জ্ঞান লাভ না করিলে তদ্দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি হয় না" অতএব আমি তাঁহার নিকট যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্তির প্রমাণ ব্যক্ত করিতে প্রতিজ্ঞা করিলাম এবং তন্নিমিত্ত প্রত্যেক দ্রব্যের পরিমাণাদি যত্ন পূর্ব্বক সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। তাহাতে আমি আপন কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত এমত একাগ্রচিত্ত হইয়াছিলাম যে ক্লার্ক প্রভৃতি শত্রু পক্ষের ভয় আমার মনোমধ্যে মুহূর্ত্ত কালও উদয় হয় নাই। যে ব্যক্তি কুটীরের মধ্যে নিদ্রিত ছিল তাহারও বিষয় আমি বিস্মৃত হইয়াছিলাম ফলতঃ পূর্ব্বেই সে জাগ্রৎ হয় নাই তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় বটে।

"নমুনা লইবার নিমিত্ত যে প্রস্তর ও মৃত্তিকা খনন করিতে ছিলাম বোধ হয় তাহার শব্দেই ঐ ব্যক্তি পরে জাগ্রৎ হইয়া ছিল। একখান প্রস্তর খণ্ড বেগে পতিত হওয়াতে কিয়ৎক্ষণ পরে আমি অশ্বধ্বনি শ্রবণ করিলাম সুতরাং নিশ্চয় বোধ

in order to give the horses and the man, if he were awake, time to go to sleep again.

"I ventured out of my hiding-place too soon; for, just as I left my nook, I saw the man at the end of the gallery. Instantly, upon the sight of me, he put both his hands before his face, gave a loud shriek, turned his back, and took to his heels with the greatest precipitation. I guessed that, as he said yesterday, he took me for the ghost of myself; and that his terror made him mistake my lantern for a blue taper. I had no chain; but that I had a rod in my hand is most certain; and it is also true that I took advantage of his fears to drive him out of my way; for the moment he began to run, I shook my rod as fast and as loud as I could against the tin top of my lantern; and I trampled with my feet as if I was pursuing him.

"As soon as the coast was clear, I hastened back for my specimens; which I packed up in my basket, and then decamped as fast as I could. This is the only time I ever walked in the western gallery with a *blue taper* in my hand, dragging a *chain* after me, whatever the ghost-seer may report to the contrary.

হইল যে ঘোটক গুলার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে। কিন্তু ঘোটক রক্ষকও যদি জাগ্রৎ হইয়া থাকে এই শঙ্কায় ঘোটক এবং রক্ষককে পুনশ্চ নিদ্রাক্রান্ত করণের নিমিত্ত পশ্চিম পথের এক নিভৃত স্থানে প্রায় অৰ্দ্ধ দণ্ড পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম।

"আমি বুঝি অবিবেচনা পূৰ্ব্বক অতি ত্বরায় সেই স্থল পরিত্যাগ করিয়া থাকিব কেননা নিভৃত স্থান হইতে নির্গত হইবা মাত্র সেই ব্যক্তিকে ঐ পথের প্রান্ত ভাগে দৃষ্টি করিলাম। তিনি আমাকে দর্শন করিবা মাত্র হস্ত দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া চীৎকার ধ্বনি করিলেন এবং পরাঙমুখ হইয়া অতি ত্বরায় পলায়ন পর হইলেন। গত দিবস তিনি যেরূপ কহিয়াছেন আমিও তদ্রূপ অনুমান করিয়াছিলাম যে তিনি আমাকে প্রেত জ্ঞান করিয়াছেন এবং ভয় প্রযুক্ত আমার হস্তস্থিত দীপকে নীলবর্ণ বোধ করিয়াছেন। আমি তৎকালে কোন শৃঙ্খল ধারণ করি নাই কিন্তু আমার হস্তে এক দণ্ড ছিল বটে আমি তাহাকে ভয়ার্ত্ত দেখিয়া শীঘ্র পথ হইতে দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। তিনি ত্বরায় পলায়ন করিতে উপক্রম করিলে আমি লণ্ঠনের টিন নির্ম্মিত অগ্রের প্রতি বারম্বার মহাবেগে দণ্ডাঘাত করিতে লাগিলাম এবং যেন তাহার পশ্চাৎ ধাবনে প্রবৃত্ত হইয়াছি এই ভয় প্রদর্শনার্থ মৃত্তিকার উপর পদাঘাত করিতে আরম্ভ করিলাম।

"এইরূপে সৰ্ব্বপ্রকার আশঙ্কা দূর হইলে আমি দ্রব্যের নমুনা আনয়নার্থ শীঘ্র প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাহা এক আধারে নিক্ষেপ পূৰ্ব্বক অচিরে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম প্রেত দর্শক যাহা কহুক কিন্তু আমি ঐ সময়ে একবার মাত্র পশ্চিম দিকের পথে নীলবর্ণ দীপ ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলাম ও তৎকালে আমার পশ্চাতে এক শৃঙ্খল ছিল বটে।

"I was heartily glad to get away, and to have thus happily accomplished the object of my journey. I carried my basket on my back for some miles, till I got to the place where a waggon put up; and in this I travelled safely back to Exeter.

"I determined not to show my model to Mr. Y—— or the boys, till it should be as complete as I could make it. I got a good ingenious carpenter, who had been in the habit of working for the toy-shops, to help me; and laid out the best part of my worldly treasure upon this my grand first project. I had new models made of the sieves for *lucing*, the *box* and *trough*, the *buddle*, *wreck*, and *tool*,* beside some dozen of wooden workmen, wheelbarrows, &c.; with which the carpenter, by my directions, furnished my mine. I paid a smith and tinman, moreover, for models of our *stamps*, and *blowing house*, and an iron grate for my box: besides, I had a *lion rampant*,† and other small matters, from the pewterer; also a pair of bellows, finished by the glover; for all which articles, as they were out of the common way, I was charged high.

"It was some time, even when all this was ready, before we could contrive to make our puppets do their business properly: but patience accomplishes every thing. At last we got our wooden miners to obey us,

* The names of vessels and machines used in the Cornish tin-mines.

† A lion rampant is stamped on the block tin which is brought thence.

"আমি যে মানসে সেখানে গমন করিয়াছিলাম তাহা নির্ব্বিঘ্নে সুসিদ্ধ করিয়া প্রফুল্ল চিত্তে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম অনন্তর যদবধি পথিমধ্যে কোন শকট দেখিতে না পাইলাম তদবধি ঐ আধার স্কন্ধে করিয়া কএক ক্রোশ পর্য্যন্ত গমন করিলাম পরে এক শকটে আরোহণ করিয়া এক্সিটর নগরীতে যাত্রা করিলাম।

"অনন্তর আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম যে খনির প্রতিরূপ সর্ব্বতোভাবে উত্তম না করিয়া য——সাহেবকে কিম্বা তাঁহার পৌত্র গণকে দেখাইব না আমি প্রতিরূপ নির্ম্মাণে এক জন নিপুণ সূত্রধরকে সহকারি রূপে নিযুক্ত করিয়াছিলাম সে ব্যক্তি ক্রীড়োপকরণ দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দিনপাত করিত। পরে আমার ধন সম্পত্তির অধিকাংশ এই মহৎ চেষ্টায় ব্যয় করিলাম। আমি চালনী, বাক্স, ট্রক, বডল, বেক, টল প্রভৃতি খনিক যন্ত্র সকলের নূতন২ প্রতিরূপ প্রস্তুত করিলাম তদ্ব্যতীত ঐ সূত্রধর আমার আদেশানুসারে কর্ম্মকারি স্বরূপ কতিপয় কাষ্ঠময় পুত্তলিকা ও কএকটা শকটচক্র প্রস্তুত করিয়া আমার কৃত্রিম খনি পরিশোভিত করিল। অপর আমি কর্ম্মকার ও রাঙ্গকর নিযুক্ত করিয়া ইস্টম্প যন্ত্র ও বায়ু প্রদানার্থ গৃহ এবং বাক্সের এক লৌহ বাড় প্রভৃতির প্রতিরূপ প্রস্তুত করিলাম তদ্ব্যতীত কাংস্যকার দ্বারা সিংহের মূর্ত্তি প্রভৃতি সামান্য * দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ করাইলাম এবং চর্ম্মকারের দ্বারা জাঁতা প্রস্তুত করাইলাম। এই সকল দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে আমার অধিক ব্যয় হইয়াছিল।

"এই সকল দ্রব্য প্রস্তুত হইলেও পুত্তলিকা গণকে স্ব২ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করাইতে কিঞ্চিৎকাল বিলম্ব হইল। কিন্তু ধৈর্য্যাব-

* খনি হইতে যে বড়২ টিন আনা যায় তাহার উপর সিংহের মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকে।

and to perform their several tasks at the word of command; that is to say, at the pulling of certain strings and wires, which we fastened to their legs, arms, heads, and shoulders: which wires, being slender and black, were at a little distance invisible to the spectators. when the skeletons were perfect, we fell to work to dress and paint them; and I never shall forget the delight with which I contemplated our whole company of puppets: men, women, and children, fresh painted and dizened out, all in their proper colours. The carpenter could scarcely prevent me from spoiling them: I was so impatient to set them at work that I could not wait till their clothes were dry; and I was every half-hour rubbing my fingers upon their cheeks, to try whether the red paint was yet hard enough.

"With some pride, I announced my intended exhibition to Mr. Y——; and he appointed that evening for seeing it, saying that none but his own boys should be present at the first representation. It was for them alone it was originally designed; but I was so charmed with my newly-finished work that I would gladly have had all Exeter present at the exhibition. However, before

লম্বন করিলে সকল কর্ম্মই সিদ্ধ হয় অতএব অবশেষে ঐ কাষ্ঠ-ময় খনিক বৃন্দ আমাদের আজ্ঞানুসারে স্বং ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে লাগিল অর্থাৎ ঐ সকল অচেতন পুত্তলিকার হস্ত পদ মস্তক ও স্কন্ধ যে রজ্জু ও তারেতে বদ্ধ ছিল সেই রজ্জু ও তার আকর্ষণ করাতে তাহারা সচেতন পুরুষের ন্যায় স্বং ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইত ঐ সকল তার অতি সূক্ষ্ম ও কৃষ্ণবর্ণ হওয়াতে অল্প দূরেও দর্শকগণের দৃষ্টি গোচর হইত না। পুত্তলিকার অবয়ব সম্পূর্ণ হইলে আমরা তাহাদের অঙ্গ রাগ এবং বেশভূষা করিতে লাগিলাম স্ত্রী পুরুষ শিশু এই সকলের মূর্ত্তি স্বং বর্ণে চিত্রিত ও সুসজ্জিত হইলে সেই পুত্তলিকা শ্রেণী দর্শনে আমার মনোমধ্যে অনির্ব্বচনীয় আহ্লাদ জন্মিল সে আহ্লাদ আমি কখন বিস্মৃত হইব না। সূত্রধর চিত্রিত বর্ণ শুষ্ক হইবার পূর্ব্বে আমাকে তাহা স্পর্শ করিতে নিষেধ করিলেও আমি ক্ষান্ত হই-লাম না আমি তাহারদিগকে কলের দ্বারা কর্ম্মে নিযুক্ত করণার্থ এমত অস্থির হইয়াছিলাম যে চিত্রিত পরিচ্ছদ শুষ্ক হওন পর্য্যন্ত বিলম্ব করিতে অসমর্থ হইলাম সুতরাং তাহা-দের গণ্ড দেশের লোহিত প্রলেপ শুষ্ক হইয়াছে কি না তাহা নিশ্চয় করিবার নিমিত্ত দণ্ডেং অঙ্গুলি দ্বারা সেই অঙ্গ স্পর্শ করিতে লাগিলাম।

“অনন্তর আমি আত্মশ্লাঘা পূর্ব্বক য——সাহেবকে জ্ঞাপন করিলাম যে খনি কার্য্যের সঙ্কল্পিত প্রতিরূপ দর্শনার্থ সকল উপকরণ প্রস্তুত হইয়াছে ইহাতে তিনি সেই দিবসের সায়ং-কাল তদ্দর্শনার্থ নিরূপণ করিয়া কহিলেন যে প্রথমতঃ আমার পৌত্রগণ ব্যতীত অন্য কাহার সমক্ষে তাহা বিস্তার করা কর্ত্তব্য নহে। উহাদের নিমিত্ত ঐ সকল পুত্ত-লিকা আদৌ প্রস্তুত হয় কিন্তু প্রস্তুত হইলে আমার মন এমত প্রফুল্ল হইয়াছিল যে এক্সিটর নগরস্থ সকল

night, I was convinced of my friend Mr. Y——'s superior prudence: the whole thing, as the carpenter said, *went off* pretty well; but several disasters happened which I had not foreseen. There was one stiff old fellow, whose arms, twitch them which way I would, I could never get to bend: and an obstinate old woman, who would never do any thing else but curtsy, when I wanted her to kneel down and to do her work. My children sorted their heaps of rubbish and ore very dexterously; excepting one unlucky little chap, who from the beginning, had his head, somehow or other, turned the wrong way upon his shoulders; and I could never manage, all the night, to set it right again: it was in vain I flattered myself that his wry neck would escape observation; for, as he was one of the wheelbarrow boys, he was a conspicuous figure in the piece; and whenever he appeared, wheeling or empyting his barrow, I to my mortification heard repeated peals of laughter from the spectators, in which even my patron, notwithstanding his good-natured struggles against it for some time, was at last compelled to join.

"I, all the while, was wiping my forehead behind my show-box; for I never was in such a bath of heat in my life: not the hardest day's work I ever

লোক উপস্থিত হইলেও আমি লজ্জিত হইতাম না তথাপি রাত্রির পূর্ব্বে য——সাহেবের সৎপরামর্শ আমার হৃদয়ঙ্গম হইল কেননা সূত্রধরের কথা প্রমাণ পুত্তলিকা প্রকৃষ্টরূপেই হইয়াছিল বটে কিন্তু তাহাতে যৎকিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম উপস্থিত হয় পূর্ব্বে আমি তাহা অনুভব করিতে পারি নাই। পুত্তলিকার মধ্যে এক বৃদ্ধ ব্যক্তির মূর্ত্তি এমত কঠিন হইয়াছিল যে তাহার কর দ্বয় আকর্ষণ করিলে কোন দিকেই বক্র হইত না এবং এক বৃদ্ধা নারীর মূর্ত্তি এমত অনায়ত্ত হইয়াছিল যে মৃত্তিকাতে জানু সংলগ্ন করিয়া নিরূপিত কার্য্য করাইবার চেষ্টা করিলে সে অবিরত কেবল প্রণাম করিত। কৃত্রিম শিশুগণ বিলক্ষণ নৈপুণ্যের সহিত ইষ্টক চূর্ণ ও অপরিষ্কৃত ধাতু সংগ্রহ করিয়াছিল কিন্তু তাহাদের মধ্যেও এক ক্ষুদ্র অশুভ বালক কার্য্যারম্ভ পর্য্যন্ত বিমুখ হইয়াছিল। রাত্রি মধ্যে বারম্বার চেষ্টা করিয়াও আমি তাহাকে উচিতমতে সংস্থাপিত করিতে পারিলাম না আমার আশ্বাস ছিল যে তাহার বক্র গ্রীবা কাহার দৃষ্টি গোচর হইবে না কিন্তু সে আশা বৃথা হইল কেননা ঐ বালক শকট চক্র চালনার্থ নিযুক্ত হওয়াতে তাহার আকৃতি সকলের সমক্ষে স্পষ্ট রূপে প্রকাশ হইত সুতরাং সে যত বার চক্র ঘূর্ণায়মান অথবা শকটের ভার মুক্ত করিতে উপস্থিত হইত তত বার চতুর্দিকস্থ দর্শক সমূহ খিল২ করিয়া হাস্য করিত তাহাতে আমার মন অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়াছিল। আমার প্রতিপালক অতি সুশীল তৎপ্রযুক্ত কিয়ৎ কাল পর্য্যন্ত হাস্য সম্বরণ করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু অবশেষে তিনিও হাস্য রোধ করিতে পারিলেন না।

"ঐ সময়ে আমি পুত্তলিকাধারের পশ্চাৎ দণ্ডায়মান হইয়া ললাটস্থ ঘর্ম্ম মোচন করিতে ছিলাম কেননা আর কখন আমার ঐ রূপ গ্রীষ্মবোধ হয় নাই। পুত্তলিকা গণকে নিযুক্ত

wrought in the mine made me one-half so hot as setting these puppets to work.

"When my exhibition was over, good Mr. Y—— came to me, and consoled me for all disasters, by the praises he bestowed upon my patience and ingenuity: he showed me that he knew the difficulties with which I had to contend: and he mentioned the defects to me in the kindest manner, and how they might be remedied. 'I see,' said he, smiling, 'that you have endeavoured to make something useful for the entertainment of my boys; and I will take pains to make it turn out advantageously to you.

"The next morning I went to look at my show-box, which Mr. Y——had desired me to leave in his study; and I was surprised to see the front of the box, which I had left open for the spectators, filled up with boards, and having a circular glass in the middle. The eldest boy, who stood by enjoying my surprise, bid me look in, and tell him what I saw. What was my astonishment, when I first looked through this glass—'As large as the life!—As large as the life!' cried I, in admiration—'I see the puppets, the *wheel-barrows*, every thing as large as life!'

করাতে, আমি যেরূপ পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম পূর্ব্বে খনির মধ্যে সমস্ত দিন ব্যাপিয়া কঠিন২ কর্ম্ম করাতেও তাহার অর্দ্ধেক শ্রম বোধ হয় নাই।

“পুত্তলিকা প্রদর্শন সমাপ্ত হইলে য——সাহেব আমার নিকট উপস্থিত হইয়া সুশীলতা পূর্ব্বক আমার ধৈর্য্যাবলম্বন ও নৈপুণ্যের প্রশংসা করিয়া উক্ত ব্যাপারে যে২ ব্যতিক্রম হইয়াছিল তজ্জন্য আমাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন ঐ কার্য্যে আমার যে২ প্রতিবন্ধক ছিল তাহার কিছুই তাঁহার অগোচর ছিল না ইহা তিনি আমার নিকট সপ্রমাণ করিলেন এবং কি২ দোষে ঐ ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল ও কি প্রকারেইবা তাহার সংশোধন হইতে পারে তাহাও বিনয় পূর্ব্বক দেখাইয়া দিলেন আর ঈষৎ হাস্য বদনে কহিলেন ‘তুমি এক্ষণে আমার বালক গণের আমোদার্থ প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিতে যত্ন করিয়াছ অতএব উহা যাহাতে তোমার লাভ জনক হয় আমি তাদৃশ চেষ্টা করিব’।

“য——সাহেবের আদেশ মতে আমি পুত্তলিকাধার তাঁহার পাঠাগারে রাখিলাম এবং পরদিবস প্রাতঃকালে তাহা দর্শন করিতে সেখানে উপস্থিত হইলাম। দর্শক গণের নিমিত্ত আমি ঐ আধার অনাবৃত করিয়া রাখিয়াছিলাম কিন্তু তাহা কাষ্ঠ ফলকে পরিপূর্ণ ও তন্মধ্য স্থলে এক গোলাকৃতি কাচ দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। তৎকালে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ বালক তথায় দণ্ডায়মান থাকিয়া আমার বিস্ময় দর্শনে কৌতুকাবিষ্ট হইতে ছিলেন। তিনি আমাকে উহার অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিতে আদেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “এক্ষণে কেমন দেখিতেছ” আমি প্রথমতঃ ঐ কাচে দৃষ্টি করিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলাম ‘কি! পুত্তল গুলা বাস্তবিক মানব দেহের ন্যায় সুদীর্ঘ হইয়াছে! পুত্তলিকা শকট চক্র সকলই যথার্থ পরিমাণে দীর্ঘ দেখাইতেছে’!

"Mr. Y——then told me that it was by his grandson's directions that this glass, which he said was called a magnifying-glass, or convex-lens, was added to my show-box. 'He makes you a present of it; and now,' added he, smiling, 'get all your little performers into order and prepare for a second representation: I will send for a clock-maker in this town, who is an ingenious man, and will show you how to manage properly the motions of your puppets; and then we will get a good painter to paint them for you.'

"There was at this time in Exeter a society of literary gentlemen, who met once a week at each other's houses. Mr. Y——was one of these; and several of the principal families in Exeter, especially those who had children, came on the appointed evening to see the model of the Cornwall tin-mine, which, with the assistance of the clock-maker and painter, was now become really a show worth looking at. I made but few blunders this time, and the company were indulgent enough to pardon these, and to express themselves well pleased with my little exhibition. They gave me, indeed, solid marks of their satisfaction, which were quite unexpected: after the exhibition, Mr. Y——'s youngest grandchild, in the name of the rest of the company, presented me with a purse, containing the contributions which had been made for me.

"তখন য——সাহেব কহিলেন আমার পৌত্রের ইচ্ছামতে পুত্তলিকার আধারে ঐ কাচ রাখিয়াছি উহাকে বৃহৎভাগ জনক অর্থাৎ কুব্জাকৃতি কাচ কহিয়া থাকে পরে ঈষৎ হাস্য করিতে২ পুনরুক্তি করিলেন আমার পৌত্র উহা তোমাকে দান করিতেছেন অতএব তোমার ক্ষুদ্র২ কর্ম্মকারি গণকে শৃঙ্খলা পূর্ব্বক স্থির করিয়া পুনর্ব্বার প্রদর্শন করাইবার উদ্যোগ কর। এ নগরীতে এক জন নিপুণ শিল্পী আছে সে কাল নির্ণয় করিবার যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া থাকে আমি তাহাকে আহ্বান করিয়া আনাইব, সে তোমাকে পুত্তলিকাগণকে সুন্দর রূপে চালাইবার উপদেশ করিবে পরে এক জন নিপুণ চিত্রকর আনাইয়া পুত্তল গুলার অঙ্গরাগ করা যাইবেক।

"এই সময়ে এক্সিটর নগরীতে এক পণ্ডিত সমাজ ছিল তৎসম্বলিত সভ্যেরা সপ্তাহে২ পরস্পরের বাটীতে উপস্থিত হইতেন। য——সাহেবও তাহার এক জন সভ্য ছিলেন অতএব এক্সিটর নগরস্থ প্রধান২ গৃহস্থেরা বিশেষতঃ যাঁহারদের সন্তান সন্ততি ছিল তাঁহারা অনেকে এক নির্দ্দিষ্ট রাত্রিতে কর্ণোয়াল প্রদেশস্থ টিনের খনির প্রতিরূপ দর্শন করিতে আগমন করিয়াছিলেন। ঘটিকা যন্ত্র নির্ম্মাণকারি ও চিত্রকরের সাহায্যে ঐ প্রতিরূপ বস্তুতঃ দর্শন যোগ্য হইয়াছিল ঐবার পুত্তলিকা প্রদর্শন কালে আমার অত্যল্প ভ্রম হইয়াছিল সভাস্থ লোকেরা সে ভ্রম মার্জ্জনা করিয়া কহিলেন যে এই ব্যাপার দর্শনে তাঁহারদের বিলক্ষণ তুষ্টি জন্মিল অধিকন্তু তাঁহারা আমার প্রত্যাশার অতিরিক্ত অর্থ দিয়া সন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ করিলেন। পুত্তলিকা প্রদর্শন সমাপ্ত হইলে য——সাহেবের কনিষ্ঠ পৌত্র সভাস্থ সকলের নামে আমাকে এক থলিয়া প্রদান করিলেন তাহাতে তাঁহারদের দত্ত অর্থ সংগৃহীত ছিল।

"After repaying all my expences for my journey and machinery, I found I had six guineas and a crown to spare. So I thought myself a rich man; and having never seen so much money together in my life before as six golden guineas and a crown, I should most probably, like the generality of people who come into the possession of unexpected wealth, have become extravagant, had it not been for the timely advice of my kind monitor, Mr. Y——. When I showed him a pair of Chinese tumblers, which I had bought from a pedlar for twice as much as they were worth, merely because they pleased my fancy, he shook his head, and observed that I might, before my death, want this very money to buy a loaf of bread. 'If you spend your money as fast as you get it, Jervas,' said he, 'no matter how ingenious or industrious you are, you will always be poor. Remember the good proverb that says, *Industry is Fortune's right hand, and frugality her left;*' a proverb which has been worth ten times more to me than all my little purse contained: so true it is that those do not always give most who give money."

"অনন্তর ভ্রমণ ও যন্ত্র নির্ম্মাণে যে অর্থ ব্যয় হইয়াছিল তাহা পরিশোধিত করিয়াও দেখিলাম যে আমার হস্তে ছয় স্বর্ণ মুদ্রা ও এক রৌপ্য মুদ্রা অবশিষ্ট আছে অতএব মনে করিতে লাগিলাম আমি বিলক্ষণ ধনী হইলাম কেননা ছয় স্বর্ণ মুদ্রা ও এক রৌপ্য মুদ্রা জন্মাবধি কখন একত্র দেখি নাই। অতএব সহসা ধন লাভ কারি লোকের ন্যায় আমার অপরিমিত ব্যয়ী হইবার সম্ভাবনা হইল কিন্তু আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী উপদেষ্টা য——সাহেব বিহিত সময়ে আমাকে সৎপরামর্শ দিয়া ঐ বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন। এক জন ভ্রমণকারি বণিকের নিকট আমি দুইটা চিনের পান পাত্র ক্রয় করিয়াছিলাম তদ্দর্শনে আমার অত্যন্ত আনন্দ উপস্থিত হওয়াতে আমি তাহার দ্বিগুণ মূল্য প্রদান করিয়াছিলাম। পরে য——সাহেবকে উহা প্রদর্শন করাইলে তিনি মস্তক নাড়িয়া কহিলেন "জীবদ্দশায় প্রাণ ধারণার্থ অন্ন ক্রয় করিবার নিমিত্ত পরে তোমার ঐ অর্থের প্রয়োজন হইতে পারে, ওহে জরবাস তুমি যদি অর্থ উপার্জ্জন করিবা মাত্র ব্যয় কর তবে তুমি বহু পরিশ্রমী ও নিপুণ হইলেও তোমার দরিদ্রতার কখন শেষ হইবে না অতএব এক প্রসিদ্ধ উত্তম বচন স্মরণে রাখ যথা "পরিশ্রম সৌভাগ্যের দক্ষিণ হস্ত আর পরিমিত ব্যয় বাম হস্ত"। আমার ক্ষুদ্র থলিয়াতে যে অর্থ ছিল উক্ত বচন তদপেক্ষা আমার দশ গুণ উপকারক হইয়াছে। অতএব যাহারা ধন দান করে তাহারাই যে অধিক দান করিয়া থাকে এমত নহে।

CHAPTER III.

"I HAD soon reason to rejoice at having thrown away no more money on baubles, as I had occasion for my whole stock to fit myself out for a new way of life. 'Jervas, said Mr. Y—— to me, 'I have at last found an occupation, which I hope will suit you.'—Unknown to me, he had been, ever since he first saw my little model, intent upon turning it to my lasting advantage. Among the gentlemen of the society which I have before mentioned, there was one who had formed a design of sending some well-informed lecturer through England, to exhibit models of the machines used in manufactories: Mr. Y—— purposely invited this gentleman the evening that I exhibited my tin-mine, and proposed to him that I should be permitted to accompany his lecturer. To this he agreed. Mr. Y—— told me that, although the person who was fixed upon as lecturer was not exactly the sort of man he should have chosen, yet as he was a relation of the gentleman who set the business on foot, no objection could well be made to him.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"অনন্তর আমি অচিরেই বুঝিলাম যে নিরর্থক দ্রব্যাদির আহরণে আর অর্থ ব্যয় না করাতে আমার মঙ্গলের বিষয় হইয়াছে কেননা শীঘ্র এক নূতন ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইবার আয়োজন করণার্থ আমার সকল ধন সম্পত্তির প্রয়োজন হইল। য——সাহেব আমাকে কহিলেন "ওহে জর-বাস তোমার নিমিত্ত এক কর্ম্মের সন্ধান করিয়াছি, বোধ করি তাহা তোমার উপযুক্ত হইবে"। আমার ক্ষুদ্র খনির প্রতিরূপ দর্শনাবধি তিনি আমার অজ্ঞাতসারে নিয়ত এই চেষ্টা করি-য়াছিলেন যে তদ্দ্বারা আমার কোন স্থায়ী লাভ হয়। পূর্ব্বোক্ত সভ্য শ্রেণীর মধ্যে এক ব্যক্তি ইংলণ্ডের নানা প্রদেশে এমত এক জন বিজ্ঞ অধ্যাপক প্রেরণ করিতে মানস করিয়া-ছিলেন যিনি বিবিধ শিল্প ক্রিয়োপযোগি যন্ত্রের প্রতিরূপ সর্ব্বত্র জনগণের নিকট প্রদর্শন করাইতে পারেন। আমি যে রাত্রিতে টিন খনির প্রতিরূপ বিস্তার করিয়াছিলাম য——সা-হেব সেই রাত্রিতে ঐ সভ্য মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন পরে তাঁহার নিকট এই প্রস্তাব করিলেন যেন আমি তাঁহার প্রেরিত অধ্যাপকের সঙ্গী হইতে অনুমতি প্রাপ্ত হই। সভ্য মহাশয় ইহাতে সম্মত হইলে য——সাহেব আমাকে কহি-লেন "যদিও যে ব্যক্তি অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়াছেন তিনি আমার মনোনীত নহেন তথাপি সে ব্যক্তি ঐ ব্যাপার উত্থাপন কর্ত্তার আত্মীয় অতএব ইহাতে কোন আপত্তি করা উচিত নহে"।

"I was rather daunted by the cold and haughty look with which my new master the lecturer received me when I was presented to him. Mr. Y——, observing this, whispered to me at parting, 'Make yourself useful, and you will soon be agreeable to him. We must not expect to find friends ready made wherever we go in the world: we often have to make friends for ourselves with great pains and care.' It cost me both pains and care, I know, to make this lecturer my friend. He was what is called *born a gentleman*; and he began by treating me as a low-born upstart, who, being perfectly ignorant, wanted to pass for a self-taught *genius*. That I was low-born I did not attempt to conceal; nor did I perceive that I had any reason to be ashamed of my birth, or of having raised myself by honest means to a station above that in which I was born. I was proud of this circumstance, and therefore it was no torment to me to hear the continual hints which my well-born master threw out upon this subject. I moreover never pretended to any knowledge which I had not; so that by degrees notwithstanding his prejudices, he began to feel that I had neither the presumption of an upstart nor of a self-taught genius. I kept in mind the counsel given to me by Mr. Y——, to endeavour to make myself useful to my employer; but it was no easy matter to do this at first, because he had such a dread of my awkwardness that he would never let me touch any of his apparatus. I was always

"আমি নূতন প্রভুস্বরূপ ঐ অধ্যাপকের নিকট পরিচিত হইলে তিনি আমার প্রতি যে রূপ অহঙ্কার ও অনাদর প্রকাশ করিলেন তদ্দর্শনে আমি নিরুৎসাহ হইয়াছিলাম। য——সাহেব তাহা বুঝিয়া বিদায় কালে মৃদুস্বরে কহিলেন " কর্ম্মণ্য হইলেই তুমি তাঁহার প্রিয় হইবা। সংসারের মধ্যে সুহৃদ্বর্গ সর্ব্বত্র দেখিতে পাইব এমত আশা করা অনুচিত। মিত্রলাভ করণে বহু কষ্ট স্বীকার ও যত্ন প্রকাশ করিতে হয়"। বস্তুতঃ ঐ অধ্যাপকের অনুরাগ ভাজন হওনার্থ আমাকে বহু কষ্ট স্বীকার ও যত্ন প্রকাশ করিতে হইয়াছিল। তিনি সদ্বংশ জাত প্রযুক্ত আমাকে মর্য্যাদাভিমানী অন্ত্যজ লোক জ্ঞান করিতে লাগিলেন তাঁহার বোধে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইয়াও স্বোপদিষ্ট পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত হইবার চেষ্টাতে ছিলাম। আমি অন্ত্যজ জাতি তাহা কখন অপ্রকাশিত রাখিতে যত্ন করি নাই এবং ইতর জাতি বলিয়া লজ্জিত হইবারও কারণ দেখি নাই। আর যে অবস্থাতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম সদুপায় দ্বারা তদপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করাতে আমার অপমান বোধ হয় নাই বরঞ্চ সদ্গুণ দ্বারা মর্য্যাদা প্রাপ্ত হওয়া আমি শ্লাঘার বিষয় জ্ঞান করিতাম সুতরাং আমার উদার বংশ্য প্রভুর শ্লেষ বাক্যে আমার মনো-দুঃখ হইত না। অপর কোন বিষয়ে অজ্ঞ থাকিলে তাহাতে কখন বিজ্ঞতাভিমান করিতাম না অতএব আমার প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা জন্মিলেও তিনি ক্রমেং বুঝি-লেন যে আধুনিক প্রধান লোক অথবা স্বোপদিষ্ট পণ্ডিতের ন্যায় আমার অহঙ্কার নাই। প্রভুর নিকট কর্ম্মণ্য হইবার যে পরামর্শ য —— সাহেব আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন তাহা আমার স্মরণে ছিল কিন্তু তাহা সমাধা করা আমার পক্ষে প্রথমতঃ সহজ বোধ হয় নাই কারণ আমার অযোগ্য-তার বিষয়ে তাঁহার এমত আশঙ্কা ছিল যে আমাকে তাঁহার

left to stand like a cipher beside him while he lectured; and I had regularly the mortification of hearing him conclude his lecture with, '*Now, gentlemen and ladies, I will not detain you any longer from what, I am sensible, is much better worth your attention than any thing I can offer—Mr. Jervas's puppet-show.*'

"It happened one day that he sent me with a shilling, as he thought, to pay an hostler for the feeding of his horse; as I rubbed the money between my finger and thumb, I perceived that the white surface came off, and the piece looked yellow: I recollected that my master had the day before been showing some experiments with quicksilver and gold, and that he had covered a guinea with quicksilver: so I immediately took the money back, and my master, for the first time in his life, thanked me very cordially; for this was in reality a guinea, and not a shilling. He was also surprised at my directly mentioning the experiment he had shown.

"The next day that he lectured, he omitted the offensive conclusion about Mr. Jervas's puppet-show. I observed, further, to my infinite satisfaction, that after this affair of the guinea, he was not so suspicious of my honesty as he used to appear; he now yielded more to his natural indolence, and suffered me to pack up his

যন্ত্র সমূহ স্পর্শ করিতেও কখন অনুমতি দিতেন না তাঁহার বক্তৃতার সময়ে আমি নগণ্য রূপে দণ্ডায়মান থাকিতাম এবং প্রতি বার বক্তৃতা সমাপন কালে তাঁহার মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া চির দুঃখিত হইতাম যথা " হে মহোদয় পুরুষ ও স্ত্রী গণ জরবাস মহাশয়ের পুত্তলিকা ক্রীড়া প্রদর্শন হইতে আমি আর তোমারদিগকে নিরস্ত রাখিব না আমি জানি যে আমার বক্তৃতাপেক্ষা উহাতে তোমারদের অধিক মনঃসংযোগ হইবে "।

" অনন্তর কোন এক ঘোটক রক্ষক তাঁহার অশ্বের আহার প্রদান করিয়াছিল তাহার মূল্য প্রদানার্থ তিনি এক দিবস আমার দ্বারা এক রৌপ্য মুদ্রা প্রেরণ করিলেন আমি ঐ মুদ্রা তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা ঘর্ষণ করিতে২ দেখিলাম যে উহার শ্বেত বর্ণ দূর হইয়া হরিদ্রা বর্ণ প্রকাশিত হইল তাহাতে আমার স্মরণ হইল যে প্রভু পূর্ব্ব দিবসে পারা ও স্বর্ণের বিশেষ২ গুণ প্রকাশ করণার্থ এক কাঞ্চন মুদ্রা পারাতে লিপ্ত করিয়াছিলেন অতএব আমি ঐ মুদ্রা লইয়া প্রভুর নিকট অচিরে প্রত্যাগমন করিলাম তাহাতে জন্মের মধ্যে তিনি প্রথম বার আমার নিকটে অন্তঃকরণের সহিত প্রত্যুপকার স্বীকার করিলেন কারণ ঐ মুদ্রা রৌপ্যময় না হইয়া যথার্থকাঞ্চন ময় ছিল। অনন্তর আমি সহসা তাঁহার পরীক্ষা প্রদর্শনের উল্লেখ করাতে তিনি আশ্চর্য্য প্রকাশ করিলেন ;

" পর দিবস বক্তৃতা সমাপন কালে তিনি জরবাসের পুত্তলিকা ক্রীড়া বিষয়ক শ্লেষোক্তিতে ক্ষান্ত হইলেন। আমি অত্যন্ত সন্তোষের সহিত ইহাও দৃষ্টি করিলাম যে ঐ স্বর্ণ মুদ্রা প্রত্যর্পণের পর তিনি আর পূর্ব্ববৎ আমার সরলতার বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ না করিয়া বরং আপনার স্বাভাবিক আলস্যে রত হইতে লাগিলেন এবং আমাকে তাঁহার

things for him, and to do a hundred little services which formerly he used roughly to refuse at my hands; saying 'I had rather do it myself, *sir*,' or 'I don't like to have anybody meddle with my things, Mr. Jervas.' But his tone changed, and it was now, 'Jervas, I'll leave you to put up these things, whilst I go and read'; —or, 'Jervas, will you see that I leave none of my goods behind me, there's a good lad?'—In truth, he was rather apt to leave his goods behind him: he was the most absent and forgetful man alive. During the first half-year we travelled together, whilst he attempted to take care of his own things, I counted that he lost two pair and a half of slippers, one boot, three night-caps, one shirt, and fifteen pocket-handkerchiefs. Many of these losses, I make no doubt, were set down in his imagination to my account while he had no opinion of my honesty; but I am satisfied that he was afterward thoroughly convinced of the injustice of his suspicions, as, from the time that I had the charge of his *goods*, as he called them, to the day we parted, including a space of above four years and a half, he never lost any thing but one red night-cap, which, to the best of my belief, he sent in his wig one Sunday morning to the barber's, but which never came back again, and an old ragged blue pocket-handkerchief, which he said he put under his pillow, or into his boot, when he went to bed at night. He had an odd way of sticking his pocket-handkerchief into his boot, 'that

দ্রব্যাদি বন্ধন ও অন্যান্য শত২ ক্ষুদ্র কর্ম্ম করিতে আর নিষেধ করিলেন না। পূর্ব্বে আমি ঐ সকল কর্ম্ম করিতে উদ্যত হইলে তিনি তাহাতে অসম্মত হইয়া কহিতেন, "তুমি থাক, আমি আপনিই উহা করিব" কিম্বা "আমি অন্য কাহাকে আমার দ্রব্য স্পর্শ করিতে দিতে চাহি না" কিন্তু ঐ কালে তিনি প্রকারান্তরে বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন যথা "ওহে জরবাস আমি পুস্তক পাঠার্থে গমন করি তুমি এখানে থাকিয়া এই সকল দ্রব্য শৃঙ্খলা পূর্ব্বক রাখ" "অথবা হে সৌম্য তুমি সাবধান হইও আমি যেন গমন কালে কোন দ্রব্য ফেলিয়া না যাই" ফলে তিনি পুনঃ২ দ্রব্যাদি পশ্চাৎ ফেলিয়া গমন করিতেন কেননা সংসারের মধ্যে তাঁহার ন্যায় অন্যমনস্ক কেহ ছিল না, আমারদের একত্র ভ্রমণের ছয় মাস পর্য্যন্ত তিনি আপনার দ্রব্যের তত্ত্বাবধারণ আপনি করিতেন তখন আমি গণনা করিয়া দেখিলাম যে ঐ কালের মধ্যে তাঁহার এই২ দ্রব্য অপচয় হইয়াছিল যথা আড়াই যোড়া জুতা, একটা বুট, তিনটা রাত্রিকালের টুপি, একটা কামিজ এবং পনের খান হাত রুমাল। আমার নিঃসন্দেহ বোধ হইতেছে যে আমার সরলতার বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ সত্বে তিনি আমাকে ঐ সকল দ্রব্যের অপহারক বোধ করিয়াছিলেন কিন্তু এক্ষণে নিশ্চয় উপলব্ধি হইতেছে যে তিনি পরে বুঝিয়াছিলেন আমার প্রতি সন্দেহ করা অন্যায় কেননা তাঁহার দ্রব্য রক্ষার ভার প্রাপ্ত হইবার পর আমি প্রায় সার্দ্ধ চতুষ্টয় বর্ষ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত ভ্রমণ করিয়াছিলাম ইহার মধ্যে রাত্রিকালের রক্তবর্ণ একটা টুপি ও ক্ষুদ্র জীর্ণ নীলবর্ণ রুমাল ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন দ্রব্যের অপচয় হয় নাই। বোধ হয় যে এক রবি বাসরে তিনি ঐ টুপি তাঁহার পরচুলের সহিত পরামাণিকের নিকট প্রেরণ করিয়া আর পুনঃ প্রাপ্ত হয়েন নাই। ঐ হৃত রুমা-

he might be sure to find it in the morning. I suspect the handkerchief was carried down in the boot when it was taken to be cleaned. He was, however, perfectly certain that these two losses were not to be imputed to any carelessness of mine. He often said he was obliged to me for the attention I paid to his interests: he treated me now very civilly, and would sometimes condescend to explain to me in private what I did not understand in his public lectures.

"I was presently advanced to the dignity of his secretary. He wrote a miserably bad hand: and his manuscripts were so scratched and interlined, that it was with the utmost difficulty he could decipher his own writing, when he was obliged to have recourse to his notes in lecturing. He was, moreover, extremely near-sighted; and he had a strange trick of wrinkling up the skin on the bridge of his nose when he was perplexed: altogether, his look was so comical, when he began to pore over these papers of his, that few of the younger part of our audiences could resist their inclination to laugh. This disconcerted him beyond measure; and he was truly glad to accept my offer of copying out his scrawls fairly in a good bold round hand. I could now write, if I may say it without vanity, an excellent hand; and could go over his calculations as far as the first four rules of airthmetic were concerned; so that I became quite his

ন্তের ,বিষয়ে তিনি এই কথা কহিতেন যে উহা তাঁহার বুট কিম্বা বালিসের মধ্যে রাখিয়াছিলেন, ফলে তিনি প্রাতঃকালে অনায়াসে রুমাল প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত তাহা বুটের মধ্যে রাখিতেন আমার বোধ হয় ঐ বুট পরিষ্কার করিবার কালে রুমালও তন্মধ্যে গিয়াছিল পরন্তু তিনি ইহা নিশ্চয় জানিতেন যে আমার দোষে ঐ দুই দ্রব্যের অপচয় হয় নাই। তিনি সতত এই কথাও কহিতেন যে তাঁহার বিষয় রক্ষায় আমি মনোযোগী থাকাতে তিনি আমার নিকট বাধিত আছেন সুতরাং আমার প্রতি আর অভদ্রতাচরণ না করিয়া বরং তাঁহার সাধারণ বক্তৃতা কালে আমি যে সকল বিষয় বুঝিতে অসমর্থ হইতাম তাহা সৌজন্য পূর্ব্বক কখন২ বুঝাইয়া দিতেন।

"অনন্তর তিনি আমাকে লেখকের পদে অভিষিক্ত করিলেন তাঁহার আপনার হস্তাক্ষর অত্যন্ত অস্পষ্ট ছিল এবং পুস্তক সমূহের স্থানে২ কাটাকুটি ও পংক্তির অন্তরালে অনেক গোলযোগ থাকিত সুতরাং বক্তৃতার সময়ে আপনার লিপি দৃষ্টি করিবার প্রয়োজন হইলে স্বকীয় অক্ষর পাঠ করিতে অত্যন্ত কষ্ট হইত অপিচ তিনি চক্ষুর দোষে দূর দৃষ্টি করিতে অসমর্থ ছিলেন এবং কোন বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম হইলে তাঁহার নাসিকার চর্ম্ম সঙ্কুচিত হইত তন্নিমিত্ত তিনি লিপি পাঠে প্রবৃত্ত হইলে নব্য শ্রোতৃবর্গের মধ্যে প্রায় কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিত না ইহাতে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন অতএব আমি ঐ সকল অপকৃষ্ট লিপি সুন্দর ও সুসম্পূর্ণ অক্ষরে লিখিয়া দিবার প্রসঙ্গ করাতে তিনি আনন্দ চিত্তে আমার বাক্য গ্রাহ্য করিলেন। আমি যথার্থ কহিতে পারি তৎকালে আমার সুন্দররূপ বর্ণ বিন্যাসের শক্তি ছিল এবং অঙ্ক গণিতের প্রথম চারি সূত্রানুযায়ি গণনায় নিপুণ হইয়াছিলাম সুতরাং তাঁহার সকল

factotum: and I thought myself rewarded for all my pains by having opportunities of gaining every day some fresh piece of knowledge from the perusal of the notes which I transcribed.

"It was now that I felt most thoroughly the advantage of having learned to read and write: stores of useful information were opened to me, and my curiosity and desire to inform myself were insatiable. I often sat up half the night reading and writing: I had free access now to all my fellow-traveller's books, and I thought I could never study them enough.

"At the commencement of my studies, my master often praised my diligence, and would show me where to look for what I wanted in his books, or explain difficulties: I looked up to him as a miracle of science and learning; nay, I was actually growing fond of him, but this did not last long. In process of time, he grew shy of explaining things to me; he scolded me for thumbing his books, though, God knows, my thumbs were always cleaner than his own; and he thwarted me continually upon some pretence or other. I could not for some time conceive the cause of this change in my master's behaviour: indeed it was hard for me to guess or believe that he was become jealous of the talent and knowledge of a poor lad whose ignorance he but a few

কার্য্যে আমাকে কর্ম্মচারী হইতে হইল। তাঁহার ঐ সকল লিপির প্রতিলিপি করণার্থ প্রত্যহ তৎসমূহ পাঠ করিবার প্রয়োজন থাকাতে আমার নূতন২ বিদ্যোপার্জ্জন হইত আমি তাহাই বিবিধ কষ্টের সম্পূর্ণ পুরস্কার বিবেচনা করিতে লাগিলাম।

"লিখন পঠন শিক্ষা করিলে কিং উপকার হয় এই সময়ে তাহা আমার বিলক্ষণ অনুভূত হইল অপর তদ্দ্বারা ভূরিং বিষয়ে জ্ঞান লাভের উপায় হওয়াতে বিদ্যোপার্জ্জনে আমার অনিবার্য্য বাসনা জন্মিল। অনন্তর আমি অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত লিখন পঠনে নিবিষ্ট হইতে লাগিলাম। আমার সহ ভ্রমণকারির সমুদয় পুস্তক আমি অনায়াসে প্রাপ্ত হইতাম কিন্তু আমার এরূপ বিবেচনা হইয়াছিল যে আমি কোন কালে তৎসমূহ সম্পূর্ণ রূপে পাঠ করিতে সমর্থ হইব না।

"অধ্যয়নের প্রথমাবস্থায় প্রভু আমার পরিশ্রম দেখিয়া প্রশংসা করিতেন ও পুস্তকের কোন্২ স্থানে কিং বিষয় আছে তাহাও আমাকে প্রদর্শন করাইতেন এবং কোন কঠিন বচন উপস্থিত হইলে মীমাংসা করিয়া দিতেন তাহাতে আমি তাঁহাকে অদ্ভুত পণ্ডিত জ্ঞান করিতে লাগিলাম ও তাঁহার প্রতি আমার অতিশয় শ্রদ্ধা জন্মিল কিন্তু সে শ্রদ্ধা বহুকাল রহিল না তিনি কাল সহকারে আমাকে কোন২ বিষয়ের উপদেশ করিতে নিবৃত্ত হইলেন অপর আমি অঙ্গুলি স্পর্শ দ্বারা তাঁহার পুস্তক মলিন করিতেছি বলিয়া আমাকে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন কিন্তু পরমেশ্বর জানেন আমার অঙ্গুলি সর্ব্বদা তাঁহার অপেক্ষা পরিষ্কার থাকিত ফলতঃ কেবল ছল করিয়া তিনি আমার প্রতি প্রতিকূলাচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আমি কিয়ৎ কাল পর্য্যন্ত প্রভুর এরূপ ভাবান্তর হইবার কারণ অবধারণ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলাম, আমার এমত অনুমান হয় নাই যে যে দরিদ্র বালকের মূর্খতায় তিনি কতিপয়

years before had so much despised and derided. I was the more surprised at this new turn of his mind because I was conscious that, instead of becoming more conceited, I had of late become more humble; but this humility was, by my suspicious master, attributed to artifice, and tended more than any thing to confirm him in his notion that I had formed a plan to supplant him in his office of lecturer; a scheme which had never entered into my head. I was thunderstruck when he one day said to me, 'You need not study so hard, Mr. Jervas; for I promise you that, even with Mr. Y——'s assistance, and all your *art*, you will not be able to supplant me, clever as, with all affected humility, you think yourself.'

" The truth lightened upon me at once. Had he been a judge of the human countenance, he must have seen my innocence in my looks: but he was so fixed in his opinion, that I knew any protestations I could make of my never having thought of the scheme he imputed to me, would serve only to confirm him in his idea of my dissimulation. I contented myself with returning to him his books and his manuscripts, and thenceforward withdrew my attention from his lectures, to which I had always till now been one of the most eager auditors; by these proceedings I hoped to quiet his suspicions. I no longer applied myself to any

হৃৎসরু পূর্ব্বে উপহাস করিয়াছিলেন তাহার বিদ্যা বুদ্ধি দেখিয়া তাঁহার ঈর্ষা জন্মিবে। আমি তাঁহার মনের এরূপ নূতন ভাব দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম কেননা আমি বিলক্ষণ জানিতাম যে আমার স্বভাব পূর্ব্বাপেক্ষা আত্মশ্লাঘি না হইয়া বরং নম্র হইয়াছিল কিন্তু সন্দিগ্ধ-চিত্ত প্রভু মনে করিলেন যে ঐ নম্রতা কেবল খলতার লক্ষণ। তিনি ভাবিলেন যে আমি তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া আপনি অধ্যাপকের পদে অভিষিক্ত হইবার বাসনায় ঐ ভক্তি ও বিনয় প্রকাশ করি কিন্তু আমার মনোমধ্যে ঐরূপ কল্পনা কখন স্থান পায় নাই। অতএব একদা তাঁহার মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইলাম যথা "ওহে জরবাস তোমার এত পরিশ্রম পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিবার প্রয়োজন নাই। তুমি ভাক্ত নম্রতা প্রকাশ করিয়া আপনাকে অতি বুদ্ধিমান্ জ্ঞান করিয়া থাক কিন্তু নিশ্চয় জানিও তুমি স্বীয় ধূর্ত্ততা বলে এবং য——সাহেবের সাহায্যেও আমাকে পদচ্যুত করিতে পারিবা না"।

"এই কথায় আমি তাঁহার বিমনা হইবার কারণ স্পষ্টরূপে বুঝিলাম মুখের ভঙ্গিমা দেখিয়া মনের ভাব নির্ণয় করিবার ক্ষমতা থাকিলে তিনি আমার আকার দর্শনেই আমার নির্দ্দোষতা বুঝিতে পারিতেন কিন্তু তাঁহার স্বীয় আশঙ্কা মনোমধ্যে এমত প্রগাঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়াছিল যে আমি "প্রতারণার কল্পনাও করি নাই" ইহা শপথ করিয়া বলিলেও তিনি প্রত্যয় না করিয়া আমাকে আরো ধূর্ত্ত জ্ঞান করিতেন। অতএব আমি তাঁহার পুস্তক ও অন্যান্য লিপি প্রত্যর্পণ করিয়া ক্ষান্ত রহিলাম এবং তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে নিবৃত্ত হইলাম যাহাতে পূর্ব্বে অতিশয় যত্ন প্রকাশ করিতাম। আমি এইরূপ আচরণ করিয়া তাঁহার সন্দেহ ভঞ্জন করিবার আশা করিলাম অপর তাঁহার তুল্য হইতে আমার মানস নাই ইহা

studies in which he was engaged, to show him that all competition with him was far from my thoughts; and I have since reflected that this fit of jealousy of his, which I at the time looked upon as a misfortune, because it stopped me short in pursuits which were highly agreeable to my taste, was in fact of essential service to me. My reading had been too general; and I had endeavoured to master so many things that I was not likely to make myself thoroughly skilled in any. As a blacksmith said once to me, when he was asked why he was not both blacksmith and whitesmith, 'The smith that will meddle with all things may go shoe the goslings,'—an old proverb, which, from its mixture of drollery and good sense, became ever after a favourite of mine.

"Having returned my master's books, I had only such to read as I could purchase or borrow for myself, and I became very careful in my choice: I also took every opportunity of learning all I could from the conversation of sensible people, wherever we went; and I found that one piece of knowledge helped me to another often when I least expected it. And this I may add, for the encouragement of others, that every thing which I learned accurately was, at some time or other of my life, of use to me.

তাঁহাকে বুঝাইবার নিমিত্ত তিনি যেং বিষয়ের অধ্যয়নে প্রবর্ত্ত হইতেন আমি তাহাতে নিবৃত্ত হইলাম পরন্তু আমি পরে বিবেচনা করিয়াছি যে যদিও তাঁহার ঐরূপ ঈর্ষা দ্বারা আমার তাৎকালিক বাঞ্ছিত সাধনে ব্যাঘাত হওয়াতে তাহা আমার পক্ষে অমঙ্গলকর হইয়াছিল তথাপি তদ্দ্বারা আমার অনেক মঙ্গল হইয়াছে কারণ আমার অধ্যয়-নের কোন নিয়ম না থাকাতে আমি একে কালে বহু বিষয় শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম সুতরাং কোন বিষয়ে সমীচীনা ব্যুৎপত্তি জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল না। একদা এক জন কর্ম্মকারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "তুমি কি নিমিত্ত কর্ম্মকার ও স্বর্ণকার উভয়ের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত না হও?" তাহাতে সে উত্তর করিয়াছিল "যে কর্ম্মকার সকল বিষয়ে হস্ত ক্ষেপ করে সে হংস শাবকের বিনামা নির্ম্মাণ করিতে গমন করুক" এই পুরাতন বচন হাস্যরস অথচ ব্যঙ্গোক্তিতে পূর্ণ থাকাতে আমিও সতত তাহা প্রয়োগ করিতাম।

"আমি প্রভুর পুস্তক সমূহ তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলে পর যেং পুস্তক কর্জ্জ কিম্বা ক্রয় করিতে পারিতাম তদ্ব্যতীত আর কোন গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে পাইলাম না অতএব পুস্তক নির্ব্বাচনে বিশেষ যত্ন করিতে হইল। অপর আমরা যেং স্থলে উপস্থিত হইতাম সেখানকার পণ্ডিত গণের কথোপকথন শ্রবণে জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে আমি যত্ন করিতে লাগিলাম তখন বুঝিলাম যে পূর্ব্বে প্রত্যাশা না থাকিলেও এক বিষয়ের জ্ঞান দ্বারা অপর বিষয়ের উপলব্ধি হইয়া থাকে। আমি অন্যান্য লোককে সাহস প্রদানার্থ ইহাও কহিতে পারি যে যে কোন বিষয় সম্পূর্ণ রূপে অবগত হইয়াছিলাম তাহাতেই কোনং সময়ে উপকার দর্শিয়াছে।

" After having made a progress through England, my fellow-traveller determined to try his fortune in the metropolis, and to give lectures there to young people during the winter season. Accordingly we proceeded towards London, taking Woolwich in our way, where we exhibited before the young gentlemen of the military academy. My master, who, since he had withdrawn his notes from my hands, had no one to copy them fairly, found himself, during his lecture, in some perplexity; and, as he exhibited his usual odd contortions upon this occasion, the young gentlemen could not restrain their laughter; he also prolonged his lecture more than his audience liked, and several yawned terribly and made signs of an impatient desire to see what was in my box, as a relief from their fatigue. This my master quickly perceived, and, being extremely provoked, he spoke to me with a degree of harshness and insolence which, as I bore it with temper, prepossessed the young company in my favour. He concluded his lecture with the old sentence :—' Gentlemen, I shall no longer detain you from what I am sure is much better worthy of your attention than any thing I can offer, viz. Mr. Jervas's puppet-show.' This was an unlucky speech on the present occasion, for it happened that every body, after having seen what he called my puppet-show, was precisely of this opinion. My master grew more and more impatient, and wanted to hurry me away, but one spirited young man most warmly

"আমার সহ ভ্রমণকারী ইংলণ্ড দেশের সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া শীতকাল পর্য্যন্ত যুবক গণকে উপদেশ করতঃ অর্থোপার্জ্জন করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন অতএব আমরা লণ্ডন নগরীতে প্রস্থান করিয়া পথিমধ্যে উলউইচ নগরে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য অস্ত্র বিদ্যা-লয়ের যুবক ছাত্র গণের নিকট উপদেশ প্রচার করিলাম। প্রভু স্বীয় লিপি সমূহ আমার নিকট হইতে গ্রহণ করিলে পর অন্য কেহ তাহার প্রতিলিপি করিত না এই নিমিত্ত বক্তৃতা সময়ে অপ্রস্তুত হইতে লাগিলেন এবং পূর্ব্ববৎ বিকটাকৃতি প্রকাশ করাতে ছাত্রগণ উপদেশ শ্রবণ কালে হাস্য সম্বরণে অসমর্থ হইল। তিনি শ্রোতৃ বর্গের অভিমতাপেক্ষা অধিক কাল বক্তৃতা করিলেও অনেকে মুখ ব্যাদান করিয়া শ্রান্তি দূর করিবার মানসে আমার বাক্সে কি আছে তাহা দর্শন করণার্থ অধৈর্য্য হইল। প্রভু তাহা বুঝিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আমার প্রতি নানা কটু বাক্য প্রয়োগ করিলেন। আমি মনঃ-স্থৈর্য্য পূর্ব্বক তাহা সহিষ্ণুতা করাতে যুবকগণ আমার স্বপক্ষ হইলেন। পরে তিনি পূর্ব্ববৎ শ্লেষ করিয়া বক্তৃতা সমাপ্ত করি-লেন যথা "হে মহোদয় পুরুষগণ, জরবাস মহাশয়ের পুত্ত-লিকা ক্রীড়া প্রদর্শন হইতে আমি আর তোমাদিগকে নিরস্ত রাখিব না, আমি নিশ্চয় জানি যে আমার বক্তৃতাপেক্ষা তাহাতে তোমাদের অধিক মনোযোগ হইবে"। উপস্থিত বিষয়ে ঐ রূপ বাক্য প্রয়োগ করা তাঁহার পক্ষে মঙ্গল কর হয় নাই কারণ তিনি যাহাতে পুত্তলিকা ক্রীড়া শব্দ শ্লেষ করিয়া কহিলেন তাহা দেখিয়া সকলেই বস্তুতঃ তাঁহার বক্তৃতাপেক্ষা সন্তুষ্ট হইল। পরে প্রভু অভিমানে অস্থির হইয়া আমাকে ত্বরায় নিস্তব্ধ করিবার চেষ্টা করাতে এক জন তেজস্বী যুবক স্বপক্ষ হইয়া আমার ও আমার কৃত্রিম টিন খনির রক্ষক হই-লেন। প্রভু স্বীয় বক্তৃতা করণার্থ সম্পূর্ণ কাল প্রাপ্ত হইয়াছি-

took me and my tin-mine under his protection: I stood my ground, insisting upon my right to finish my exhibition, as my master had been allowed full time to finish his. The young gentleman who supported me was as well pleased by my present firmness as he had been by my former patience. At parting he made a handsome collection for me, which I refused to accept, taking only the regular price. 'Well,' said he, 'you shall be no loser by this. You are going to town; my father is in London,—here is his direction. I'll mention you to him the next time I write home, and you'll not be the worse for that.'

"As soon as we got to London, I went according to my direction. The young gentleman had been more punctual in writing home than young gentlemen sometimes are. I was appointed to come with my models the next evening; when a number of young people were collected, besides the children of the family. The young spectators gathered round me at one end of a large saloon, asking me innumerable questions after the exhibition was over; while the master of the house, who was an East India director, was walking up and down the room, conversing with a gentleman in an officer's uniform. 'They were, as I afterward understood, talking about the casting of some guns at

লেন অতএব আমিও আপন ব্যাপার সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত যথেষ্ট কাল প্রাপ্ত হইবার পণে দণ্ডায়মান থাকিলাম যে যুবক আমার সাপক্ষ্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তিনি পূর্ব্বে আমার ধৈর্য্যাবলম্বন দর্শনে যে রূপ তুষ্ট হইয়াছিলেন পরে আমাকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ দেখিয়া তদ্রূপ সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর সেস্থান হইতে বিদায় কালে তিনি যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিয়া আমাকে প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন কিন্তু আমি তাহা লইতে অস্বীকার করিয়া কেবল নিয়মিত বেতন গ্রহণ করিলাম। তাহাতে তিনি কহিলেন "তোমার ইহাতে হানি হইবে না, তুমি রাজধানীতে গমন করিতেছ, আমার পিতা সেখানে বাস করেন, তাঁহার নাম ধাম লিখিয়া দিই, লও, আমি তাঁহাকে পত্র লিখিবার সময় তোমার প্রসঙ্গ করিব তাহাতে তোমার উপকার সম্ভবনা আছে"।

"অনন্তর আমি লণ্ডন নগরীতে উপস্থিত হইয়া উক্ত যুবকের পিতার নিকট গমন করিলাম। তিনি বয়স্য বর্গের ন্যায় শিথিল না হইয়া নির্দ্দিষ্ট কালে স্বীয় পিতাকে পত্র লিখিয়াছিলেন সুতরাং তাঁহার আত্মীয় জন গণ আমাকে পর দিবস রাত্রি কালে খনির প্রতিরূপ সঙ্গে লইয়া সে স্থানে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন ঐ রাত্রিতে গৃহস্থিত বালকবৃন্দ ব্যতীত অন্যান্য অনেক যুবক তথায় উপস্থিত ছিল তাহারা সকলে বৈঠকখানার এক প্রান্তে আমার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল এবং পুত্তলিকার দর্শন সমাপ্ত হইলে আমাকে বহুবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিল। গৃহ স্বামী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এক জন ডিরেক্টর অর্থাৎ অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি গৃহের মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করত সৈন্য শাসকের বেশে সুসজ্জিত অপর এক ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন আমি পরে অবগত হইলাম যে তাঁহারা উলউইচ নগরীতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিমিত্ত কএকটা

Woolwich, for the East India Company. 'Charles,' said the director, coming to the place where we were standing, and tapping one of his sons on the shoulder, 'do you recollect what your brother told us about the proportion of tin which is used in casting brass cannon at Woolwich?' The young gentleman answered that he could not recollect, but referred his father to me, adding that his brother told him I was the person from whom he had the information. My memory served me exactly; and I had reason to rejoice that I had not neglected the opportunity of gaining this knowledge during our short stay at Woolwich. The East India director, pleased with my answering his first question accurately, condescended, in compliance with his children's entreaties, to examine my models, and questioned me upon a variety of subjects: at length he observed to the gentleman with whom he had been conversing that I explained myself well, that I knew all I did know accurately, and that I had the art of captivating the attention of young people. 'I do think,' concluded he, 'that he would answer Dr. Bell's description better than any person I have seen.' He then inquired particularly into my history and connexions, all of which I told him exactly. He took down the direction to Mr. Y——, and my good master (as I shall always call Mr. R——), and to several other gentlemen at whose houses I had been during the last three or four years, telling me that he would write to them about me; and that, if he

কামান নির্ম্মাণ করিবার কথা কহিতেছিলেন। উক্ত ডিরেক্টর আমার নিকটস্থ হইয়া তাঁহার এক পুত্রের স্কন্ধোপরি হস্ত দিয়া কহিলেন "চারল্স, উলউইচ নগরীতে কামান নির্ম্মাণ করণার্থ কিয়ৎপরিমাণে রাঙ্গ মিশ্রিত করিতে হয় তদ্বিষয়ে তোমার ভ্রাত যে কথা কহিয়াছিলেন তাহা কি তোমার স্মরণে আছে?" যুবক উত্তর করিলেন "আমার স্মরণ নাই" এই বলিয়া আমার প্রতি প্রশ্ন করিতে পিতাকে অনুরোধ করিয়া কহিলেন "ভ্রাতা লিখিয়াছিলেন যে তিনি ইহাঁর নিকট ঐ বিষয় অবগত হন" তৎকালে আমার ঐ বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপ স্মরণ ছিল এবং আমি উলউইচ নগরীতে বাস করিবার সময় ঐ ব্যাপার অবগত হইবার সুযোগ পাইয়া তাহাতে অবহেলা করি নাই অতএব আমার আনন্দের বিষয় হইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টর আমার নিকটে প্রথম প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়াতে তুষ্ট হইয়া তাঁহার সন্তান গণের অনুরোধে আমার খনির প্রতিরূপ দৃষ্ট করিতে সম্মত হইলেন এবং আমাকে তৎসংক্রান্ত নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। অনন্তর যে ব্যক্তির সহিত তিনি কথোপকথন করিতে ছিলেন তাঁহার সমক্ষে কহিলেন যে আমার বিলক্ষণ বর্ণনা শক্তি আছে এবং আমি যেং বিষয় অভ্যাস করিয়াছি তাহাতে আমার গাঢ় ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে আর যুবকগণের চিত্তাকর্ষণ করিবার ক্ষমতাও আছে। অবশেষে এই কথা কহিলেন "ডাক্তর বেল যাদৃশ লোকের নিমিত্ত লিখিয়াছেন আমি ইহাঁর ন্যায় তদুপযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে দেখি নাই"। তদনন্তর আমার জীবন বৃত্তান্ত ও আত্মীয় বর্গের বিষয় বিশেষ রূপ জিজ্ঞাসা করিলে আমি তৎসমূহের প্রকৃত উত্তর প্রদান করিলাম। পরে তিনি য——সাহেবের ও আমার সুশীল প্রভুর (অর্থাৎ র——সাহেবের) এবং অন্যান্য যেং ব্যক্তির বাটীতে আমি তিন চারি বৎসরের মধ্যে বাস

found my accounts of myself were as exact as my knowledge upon other subjects, he thought he could place me in a very eligible situation. The answers to these letters were all perfectly satisfactory: he gave me the letter from Mr. R——, saying, 'You had better keep this letter, and take care of it; for it will be a recommendation to you in any part of the world where courage and fidelity are held in esteem.' Upon looking into this letter, I found that my good master had related, in the handsomest manner, the whole of my conduct about the discovery of the vein in his mine.

"The director now informed me that, if I had no objection to go to India, I should be appointed to go out to Madras as an assistant to Dr. Bell, one of the directors of the asylum for the instruction of orphans; an establishment which is immediately under the auspices of the East India Company, and which does them honour.

"The salary which was offered me was munificent beyond my utmost expectations; and the account of the institution which was put into my hands charmed me. I speedily settled all my concerns with the lecturer, who was in great astonishment that this appointment had not fallen upon him. To console him for the last time, I showed him a passage in Dr. Bell's pamphlet, in which it is said that the doctor prefers to all others, for teaching at his school, youths who

করিয়াছিলাম তাঁহাদের নাম ধাম লিখিয়া লইয়া কহিলেন যে তিনি ঐ সকল লোককে পত্র লিখিয়া তাহাদের দ্বারা আমার বিষয় অবগত হইবেন তাহাতে যদি আমার চরিত্র বৃত্তান্ত অন্যান্য বিষয়ক জ্ঞানের ন্যায় সত্য হয় তবে আমাকে উপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। তদনন্তর ঐ সকল ব্যক্তির নিকট লিপি প্রেরণে অনুকূল উত্তর প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট হন, তৎকালে র——সাহেবের পত্র, আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিলেন "তুমি এই পত্র যত্ন পূর্ব্বক রাখিও কারণ পৃথিবীর যেং দেশে বিশ্বস্ততা ও সাহসের আদর আছে সে সকল স্থানেই এই লিপি তোমার প্রশংসা পত্র স্বরূপ হইবে" আমি ঐ পত্রের প্রতি দৃষ্টি করাতে প্রকাশ পাইল যে খনিমধ্যে ধাতু শির প্রকাশ কালে আমি প্রভুর যে হিত চেষ্টা করিয়াছিলাম প্রভু তাহা মহা সুখ্যাতির সহিত বর্ণনা করিয়াছেন।

"তৎপরে ডিরেকটর মহাশয় আমাকে কহিলেন যে ভারতবর্ষে গমন করিতে যদি আমার আপত্তি না থাকে তবে আমি মান্দ্রাজ নগরীস্থ পিতৃ মাতৃ হীন বালকগণের শিক্ষার্থ স্থাপিত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডাক্তর বেল সাহেবের সহকারি পদে নিযুক্ত হইতে পারি। ঐ বিদ্যালয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে আছে তন্নিমিত্ত তাঁহারা অতিশয় প্রতিষ্ঠা ভাজন হয়েন।

"ঐ কর্ম্মে আমার প্রত্যাশার অতিরিক্ত বেতন নির্দ্ধারিত হইল এবং আমি সেই বিদ্যালয়ের বিবরণ পাঠ করিয়া মোহিত হইলাম। পরে আমি অধ্যাপক প্রভুর সহিত তাবৎ বিষয় অচিরে নিষ্পত্তি করিলাম তিনি ঐ কর্ম্ম স্বয়ং প্রাপ্ত না হওয়াতে অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছিলেন। আমি তাঁহার শেষ সান্ত্বনার্থ ডাক্তর বেলের রচিত গ্রন্থের এক বচন তাঁহাকে দেখাইলাম তাহাতে এই লেখা ছিল "গ্রন্থকার

have no fixed habits as tutors, and who will implicitly follow his directions. I was at this time but nineteen: my master was somewhat appeased by this view of the affair, and we parted, as I wished, upon civil terms; though I could not feel much regret at leaving him. I had no pleasure in living with one who would not let me become attached to him; for, having early met with two excellent friends and masters, the agreeable feelings of gratitude and affection were in a manner necessary to my happiness.

"Before I left England, I received new proofs of Mr. R——'s goodness: he wrote to me to say that, as I was going to a distant country, to which a small annuity of ten guineas a year could not easily be remitted, he had determined to lay out a sum equal to the value of the annuity he had promised me, in a manner which he hoped would be advantageous. He further said that as the vein of the mine with which I had made him acquainted turned out better than he expected, he had added the value of fifty guineas more than my annuity; and that if I would go to Mr Ramsden's, mathematical instrument-maker in Piccadilly, I should receive all he had ordered to be ready for me. At Mr. Ramsden's I found ready to be

স্বীয় পাঠশালায় নিযুক্ত করণার্থ এমতং নব্য শিক্ষক চাহেন যাহারা পূর্ব্বাবধি অধ্যাপনা করিয়া তদ্বিষয়ে কোন বিশেষ ধারা অভ্যাস করে নাই কেননা তাদৃশ লোকেই সর্ব্বতোভাবে তাঁহার আদেশানুযায়ি কার্য্য করিবেক"। ঐ সময়ে আমার বয়ঃক্রম ঊনবিংশতি বৎসর হইয়াছিল। অধ্যাপক প্রভু বিবেচনা করিয়া কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইলেন সুতরাং তাঁহার নিকট সদ্ভাবে বিদায় লইবার নিমিত্ত আমার যে বাসনা ছিল তাহা সিদ্ধ হইল কিন্তু আমি তাঁহা হইতে পৃথক হইলে আমার আক্ষেপ হইল না কেননা যে ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ হওয়া অসম্ভব এমত লোকের সহিত বাস করাতে সুখ বোধ হইত না বিশেষতঃ আমি প্রথমাবস্থায় দুই সুশীল এবং হিতৈষি প্রভুর অধীনে থাকাতে অনুগ্রহ ও অনুরাগ ভাজন না হইলে আমার পক্ষে সুখলাভ অসাধ্য হইত।

"ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে আমি র——সাহেবের অনুগ্রহের অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হইলাম, তিনি আমাকে লিপি যোগে কহিলেন যে আমি দূর দেশে প্রস্থান করিতেছি সে স্থানে তাঁহার প্রতিশ্রুত বার্ষিক বৃত্তি দশ স্বর্ণ মুদ্রা সহজে প্রেরণ করা হইতে পারিবে না একারণ তাঁহার মানস এই যে ঐ বার্ষিকের বিনিময়ে তত্তুল্য এমতং দ্রব্য দান করিবেন যাহাতে আমার উপকার হইতে পারে অধিকন্তু লিখিলেন যে আমি খনির যে ধাতু শিরের সন্ধান বলিয়া দিয়াছিলাম তাহাতে তাঁহার আদ্য অনুমানাপেক্ষা অধিক লাভ হইয়াছে একারণ তিনি ঐ বার্ষিক ব্যতীত আরো পঞ্চাশৎ স্বর্ণ মুদ্রা দান করিবেন অতএব আমি পিকাডিলিস্থ রামসডেন নামক গণিত সংক্রান্ত যন্ত্র নির্ম্মাণকারির নিকট গমন করিলে তাঁহার দাতব্য দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইব। আমি রামসডেনের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে এই সকল দ্রব্য আমার

packed up for me two small globes, siphons, prisms, an air-gun and an air-pump, a speaking-trumpet, a small apparatus for showing the gases, and an apparatus for freezing water. Mr. Ramsden informed me that these were not all the things Mr. R——had bespoken; that he had ordered a small balloon, and a portable telegraph, in form of an umbrella, which would be sent home, as he expected, in the course of the next week. Mr. Ramsden also had directions to furnish me with a set of mathematical instruments of his own making. 'But,' added he with a smile, 'you will be lucky if you get them soon enough out of my hands.' In fact, I believe I called a hundred times in the course of a fortnight upon Ramsden, and it was only the day before the fleet sailed that they were finished and delivered to me.

"I cannot here omit to mention an incident that happened in one of my walks to Ramsden's. I was rather late, and was pushing my way hastily through a crowd that was gathered at the turning of a street, when a hawker by accident flapped a bundle of wet handbills in my eyes, and at the same instant screamed in my ears, '*The last dying speech and confession of Jonathan Clarke, who was executed on Monday, the 17th instant.*'—Jonathan Clarke! The name struck my ears suddenly, and the words shocked me so much

নিমিত্ত প্রস্তুত রহিয়াছে, যথা, ভূগোল ও খগোলের দুইটা ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তি, কএকটা সাইফন ও প্রিজম নামক যন্ত্র, একটা বায়ুর কামান, একটা বায়ু নিঃসারক যন্ত্র, একটা বর্ণাত্মক শব্দ ঘোষক তুরী, বিবিধ বায়ু প্রদর্শনার্থ এক যন্ত্র, এবং জল সংহত করিবার এক যন্ত্র। রামসডেন আমাকে কহিলেন র——সাহেব এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্যান্য দ্রব্যও প্রস্তুত করিতে আদেশ করিয়াছেন অর্থাৎ একটা ক্ষুদ্র বেলুন ও দূরে সংবাদ প্রেরণার্থ ছত্রাকার যন্ত্র, এই দুই সামগ্রী এক সপ্তাহের মধ্যে আসিবার সম্ভাবনা আছে। র——সাহেব উক্ত শিল্পকারকে তাঁহার স্বনির্ম্মিত গণিত যন্ত্রও আমার নিমিত্ত প্রস্তুত করিতে আদেশ করিয়াছিলেন শিল্পকর হাস্য করিতেং কহিলেন "আমার হস্ত হইতে এই শেষোক্ত যন্ত্র যদি শীঘ্র প্রাপ্ত হও তবে তোমার শুভাদৃষ্ট বটে" ফলতঃ বোধ হয় এক পক্ষের মধ্যে আমি প্রায় এক শত বার রামসডেনের নিকট ঐ যন্ত্রের নিমিত্ত গিয়াছিলাম কিন্তু শেষ অর্ণবযান সেস্থান হইতে প্রস্থান করিবার পূর্ব্ব দিবসে তাহা আমার প্রতি সমর্পিত হইয়াছিল।

"একদা রামসডেনের নিকট গমন করিবার সময় যে ঘটনা হয় তাহা এ স্থলে বর্ণনা করা কর্ত্তব্য। আমি এক দিবস উক্ত স্থলে যাইতেছিলাম ইতিমধ্যে বেলাবসান হওয়াতে একটা ত্রিপথের নিকটস্থ জনতার মধ্য দিয়া দ্রুতগতিতে গমন করিতে লাগিলাম, সেই সময়ে এক জন ভ্রমণকারি বিক্রেতার হস্তে এক রাশি জলার্দ্র পত্রিকা সহসা আমার দৃষ্টিগোচর হইল ও তৎক্ষণে এই শব্দও কর্ণগত হইল "বর্ত্তমান মাসের সপ্তদশ দিবসে সোমবারে রাজ দণ্ডে হত জোনাথান ক্লার্কের প্রাণ বিয়োগ কালীন বাক্য ও অপরাধ স্বীকার"। জোনাথান ক্লার্কের নাম আমার কর্ণগত হওয়াতে ঐ কথা শ্রবণে আমার এমত মোহ হইল যে কিয়ৎ কালের নিমিত্ত আমি সে স্থানে অচল হইয়া রহিলাম। পরে উক্ত বিক্রেতা আমার নিকট

that I stood fixed to the spot; and it was not till the hawker had passed by me some yards, and was beginning with '*The last dying-speech and confession of Jonathan Clarke, the Cornwall miner*,' that I recollected myself enough to speak. I called after the hawker in vain. He was bawling too loud to hear me, and I was forced to run the whole length of the street before I could overtake him, and get one of the handbills. On reading it, I could have no doubt that it was really the last dying speech of my old enemy Clarke. His birth, parentage, and every circumstance convinced me of the truth. Among other things in his confession, I came to a plan he had laid to murder a poor lad in the tin-mine, where he formerly worked; and he thanked God that this plan was never executed, as the boy providentially disappeared the very night on which the murder was to have been perpetrated. He further set forth that, after being turned away by his master and obliged to fly from Cornwall, he came up to London, and worked as a coal-heaver for a little while, but soon became what is called a *mud-lark*; that is a plunderer of the ships' cargoes that unload in the Thames. He plied this abominable trade for some time, drinking every day to the value of what he stole, till, in a quarrel at an alehouse about the division of some articles to be sold to a receiver of stolen goods, he struck the woman of the house a blow, of which she died; and as it was proved that he had long borne her

হইতে কিয়দ্দূরে গমন করিয়া পুনর্ব্বার চীৎকার করিয়া এইরূপ কহিল "জোনাথান ক্লার্ক নামক কর্ণেয়াল প্রদেশস্থ খনিকের মরণ কালীন কথা ও অপরাধ স্বীকার"। তখন আমি চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া বাক্য প্রয়োগ করিবার সামর্থ্য পাইলাম কিন্তু ঐ ভ্রমণকারি বিক্রেতাকে আহ্বান করা নিষ্ফল হইল কারণ সে অত্যন্ত চীৎকার করাতে আমার কথা শুনিতে পায় নাই সুতরাং আমি ধাবমান হইয়া সেই পথের শেষ পর্য্যন্ত গমন না করিয়া তাঁহার সমীপে উপনীত হইতে পারিলাম না পরে তাহার নিকট এক খান পত্রিকা ক্রয় করিয়া পাঠানন্তর বুঝিলাম যে উহা আমার পুরাতন শত্রু ক্লার্কের মৃত্যুকালীন উক্তি তাহার জন্ম বৃত্তান্ত ও পিতা মাতার নাম ধাম পাঠে ঐ অনুমানই দৃঢ় হইল। উক্ত ক্লার্কের অপরাধ স্বীকারের মধ্যে এই কথারও প্রসঙ্গ ছিল যে তাহার পূর্ব্ব কার্য্যালয় স্বরূপ টিন খনিতে একটী দরিদ্র বালক ছিল সে তাহার বধ সঙ্কল্প করিয়াছিল কিন্তু যে রাত্রিতে তাহাকে হত করণের উদ্যম করে সেই রাত্রিতেই সেই বালক দৈবাৎ অদর্শন হওয়াতে বধ সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় নাই তজ্জন্য পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছে। ঐ ক্লার্ক আরও স্বীকার করিয়াছিল যে খনি স্বামি দ্বারা কর্ম্মচ্যুত হইয়া কর্ণোয়াল প্রদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে সে লণ্ডন নগরীতে গিয়া উপস্থিত হয় সেখানে কিয়ৎকালের নিমিত্ত কয়লা বহন করিয়া দিনপাত করিত কিন্তু তদনন্তর অচিরে দস্যু বৃত্তিতে প্রবৃত্ত হইয়া টেমস্ নদীস্থিত অর্ণবযান হইতে দ্রব্যাদি অপহরণ করিতে আরম্ভ করে। কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত ঐ অপকৃষ্ট জীবিকায় প্রবৃত্ত থাকিয়া যে অর্থোপার্জ্জন করিত তাহা প্রত্যহ মদ্যপানে ক্ষয় করিত। একদা কোন২ দ্রব্য অপহৃতবস্তু গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করিবার পূর্ব্বে মূল্য বিভাগের উপলক্ষে সুরালয়ে বিবাদ উপস্থিত হয় তাহাতে সেখানকার গৃহিণীকে মুষ্ট্যাঘাত করাতে তাহার মৃত্যু

malice for some old dispute, Clarke was on his trial brought in guilty of wilful murder, and sentenced to be hanged.

"I shuddered while I read all this.—To such an end, after the utmost his cunning could do, was this villain brought at last! How thankful I was that I did not continue his associate in my boyish days! My gratitude to my good master increased upon the reflection that it was his humanity which had raised me from vice and misery, to virtue and happiness.

"We sailed from the Downs the 20th of March, one thousand seven hundred and——. But why I tell you this I do not know; except it be in compliance with the custom of all voyagers, who think that it is important to the world to know on what day they sailed from this or that port. I shall not, however, imitate them in giving you a journal of the wind, or a copy of the ship's logbook. Suffice it to say that we arrived safely at Madras, after a voyage of about the usual number of months and days, during all which I am sorry that I have not for your entertainment any escape or imminent danger of shipwreck to relate; nor even any description of a storm or a water-spout.

"You will, I am afraid be much disappointed to find that upon my arrival in India, where doubtless you

হইয়াছিল। বিচার কালীন সপ্রমাণ হইল যে ঐ স্ত্রীলোকের প্রতি ক্লার্কের পূর্ব্বাবধি দ্বেষ ছিল সুতরাং সে সঙ্কল্প পূর্ব্বক হন্তা বলিয়া দোষী হওয়াতে তাহার প্রতি প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা হইল।

"এই বিষয় পাঠ করিতে২ আমার রোমাঞ্চ হইতে লাগিল—আমি কহিলাম হায় ঐ দুরাত্মা এতাদৃশ ধূর্ত্ততা করিয়া অবশেষে এমত দুর্গতি প্রাপ্ত হইল! আমি শৈশব কালে তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করাতে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলাম। অপর প্রভুর দয়াতে পাপ ও দুঃখ সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম ও সুখ স্থানে উপনীত হইয়াছি এই বিবেচনা করাতে তাঁহার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ভাবের বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

"অনন্তর ১৭—আব্দীয় মার্চ মাসের বিংশতি দিবসে আমরা অর্ণবযানে আরোহণ করিয়া ডৌন্স হইতে যাত্রা করিলাম জলপথে ভ্রমণকারিদের রীত্যনুসারে আমি এই কথা কহিতেছি তাঁহারা জ্ঞান করেন যে তাঁহারদের যাত্রার দিবস জানিলে সাধারণের উপকার আছে কিন্তু তদ্বিষয়ক কথনে আপনারদের প্রয়োজন বিরহ, অতএব আমি উক্ত যাত্রিদের ন্যায় অর্ণবযানের দৈনিক বৃত্তান্ত অর্থাৎ কোন দিনে কেমন বায়ু হইয়াছিল তাহার বর্ণনা করিব না কেবল এই মাত্র কহিব যে আমরা জলপথে ভ্রমণ করত নিয়মিত কালে মান্দ্রাজ নগরীতে নিরাপদে উপনীত হইয়াছিলাম। আপনারদের কৌতুকার্থ অর্ণবযান ভগ্ন হইবার কিম্বা কোন বিশেষ বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবার বিচিত্র বিবরণ কহিতে পারি না কেননা সমুদ্রোপরি আমরা কোন প্রচণ্ড বায়ু কিম্বা আবর্ত্ত কিছুই দেখিতে পাই নাই।

"আপনারা অবশ্যই মনে করিয়া থাকিবেন যে আমি ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া অন্যান্য ভ্রমণকারির ন্যায়

expected that I should like others have wonderful adventures, I began to live at Dr. Bell's asylum in Madras a quiet regular life; in which for years, I may safely say that every day in the week was extremely like that which preceded it. This regularity was nowise irksome to me, notwithstanding that I had for some years, in England, been so much used to a roving way of life. I had never any taste for rambling; and under Dr. Bell, who treated me with strict justice as far as the business of the asylum was concerned, and with distinguished kindness in all other circumstances, I enjoyed as much freedom as I desired. I never had those absurd vague notions of liberty which render men uneasy under the necessary restraints of all civilized society, and which do not make them the more fit to live with savages. The young people who were under my care gradually became attached to me; and I to them. I obeyed Dr. Bell's directions exactly in all things; and he was pleased to say, after I had been with him for some time, that he never had any assistant who was so entirely agreeable to him. When the business of the day was over, I often amused myself and the elder boys with my apparatus for preparing the gases, my speaking-trumpet, air-gun, &c.

"One day, I think it was in the fourth year of my residence at Madras, Dr. Bell sent for me into his closet, and asked me if I had ever heard of a scholar

আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়াছিলাম কিন্তু আমার বৃত্তান্তে অদ্ভুত রসের সম্পর্ক মাত্র নাই এ প্রযুক্ত আপনারা ক্ষুব্ধ হইতে পারেন। আমি সেখানে উপস্থিত হইয়া মান্দ্রাজ নগরস্থ ডাক্তর বেলের বিদ্যালয়ে সামান্য রূপে কাল ক্ষয় করিতে লাগিলাম—কএক বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি দিন প্রায় সমভাবে গত হইল। যদিও ইংলণ্ডে কিয়ৎ বর্ষ পর্য্যন্ত আমি স্থানেং ভ্রমণ করিয়াছিলাম তথাপি ঐ স্থানে এক ভাবে কাল ক্ষয় করাতে আমার কিঞ্চিন্মাত্র বিরক্তি বোধ হইল না। আমার কখনই ভ্রমণ করিতে বাসনা হইত না সুতরাং ডাক্তর বেল বিদ্যালয়স্থ তাবৎ কার্য্য বিষয়ে সূক্ষ্ম বিচার করাতে এবং অন্যান্য বিষয়েতেও আমার প্রতি বিশেষ দয়া প্রকাশ করাতে আমি নিজ অভিমতানুযায়ি স্বাধীনতা ভোগ করিতে পাইলাম ফলতঃ স্বাধীনতা বিষয়ে যে প্রকার ভাব মনে উদিত হইলে সভ্য সমাজের যথার্থ শাসনে বিরক্তি জন্মে আর অসভ্য সমাজেও বাস করণে কষ্ট বোধ হয় আমার মনো মধ্যে তদ্রূপ অসঙ্গত ভাব উদিত হয় নাই। উক্ত বিদ্যালয়ে যে সকল বালক আমার অধীনে ছিল তাহারা ক্রমশঃ আমার বশতাপন্ন হইল এবং আমিও তাহারদের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলাম। আমি সকল বিষয়ে ডাক্তর বেলের আদেশানুসারে কর্ম্ম সমাধা করিতে লাগিলাম সুতরাং কিয়ৎকাল গত হইলে তিনি কহিলেন যে আমার ন্যায় সর্ব্বতোভাবে মনোরঞ্জক সহকারী কখন প্রাপ্ত হয়েন নাই। প্রত্যহ নিয়মিত কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে আমি অধিক বয়স্ক বালকগণের সহিত বিচিত্র বায়ু প্রস্তুত করিবার কল ও বর্ণাত্মক শব্দ ঘোষক তুরী এবং বায়ব্য কামান ইত্যাদি যন্ত্র লইয়া আমোদ করিতাম।

"মান্দ্রাজে উপস্থিত হইবার বোধ হয় চতুর্থ বর্ষে এক দিবস ডাক্তর বেল আমাকে তাঁহার পাঠাগারে আহ্বান করিয়া

of his of the name of William Smith, a youth of seventeen years of age, who, in the year 1794, attended the embassy to Tippoo Sultan, when the hostage princes were restored; and who went through a course of experiments in natural philosophy in the presence of the sultan. I anwscred Dr. Bell that, before I left England, I had read, in his account of the asylum, extracts from this William Smith's letters, while he was at the sultan's court; and that I remembered all the experiments he had exhibited, perfectly well; and also that he was detained, by the sultan's order, nineteen days after the embassy had taken leave, for the purpose of instructing two aruzbegs, or lords, in the use of an extensive and elegant mathematical apparatus, presented to Tippoo by the government at Madras.

"'Well,' said Dr. Bell, 'since that time Tippoo Sultan has been at war, and has had no leisure, I suppose, for the study of philosophy or mathematics; but now that he has just made peace, and wants something to amuse him, he has sent to the government at Madras, to request that I will permit some of my scholars to pay a second visit at his court to refresh the memory of the aruzbegs, and, I presume, to exhibit some new wonders for Tippoo's entertainment.'

"Dr. B. proposed to me to go on this embassy; accordingly, I prepared all my apparatus, and having carefully remarked what experiments Tippoo had already seen, I selected such as would be new to him.

জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি উইলিএম স্মিথ নামক সপ্তদশ বর্ষীয় আমার এক ছাত্রের কথা শুনিয়াছ? ১৭৯৪ শকে প্রতিভূ রাজকুমারদিগের টিপু সোলতানের নিকট প্রত্যর্পণ কালে তিনি দূতগণের সমভিব্যাহারী হইয়াছিলেন এবং সম্রাটের সমীপে উপস্থিত হইয়া পদার্থ বিদ্যা বিষয়ক কতিপয় বিচিত্র বিষয় প্রদর্শন করাইয়াছিলেন"। এই কথা শুনিয়া আমি উত্তর করিলাম যে আপনি নিজ বিদ্যালয়ের যে বৃত্তান্ত লিখিয়াছিলেন তন্মধ্যে উদ্ধৃত উইলিএম স্মিথের পত্রের কিয়দংশ ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই পাঠ করিয়াছিলাম তিনি ঐ সকল পত্র সোলতানের বাটীতে থাকিয়া লিখেন। তিনি যে সকল বিচিত্র বিষয় প্রদর্শন করাইয়াছিলেন তাহাও আমার স্মরণে ছিল অধিকন্তু মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট দ্বারা টিপু সোলতানের প্রতি যে বৃহৎ ও সুদৃশ্য গণিত শাস্ত্রীয় যন্ত্র উপঢৌকন রূপে দত্ত হইয়াছিল তাহার প্রয়োজন বিষয়ে দুই জন পারিষদকে উপদেশ প্রদানার্থ দূতগণ বিদায় লইবার পরেও সোলতান ঊনবিংশতি দিবস পর্য্যন্ত স্মিথকে স্বস্থানে রাখিয়াছিলেন তাহাও আমি বিস্মৃত হই নাই।

"ইহাতে ডাক্তর বেল কহিলেন "টিপু সোলতান তাহার পর যুদ্ধে ব্যাপৃত হওয়াতে বোধ হয় পদার্থ অথবা গণিত বিদ্যা অভ্যাস করণে অবকাশ প্রাপ্ত হয়েন নাই কিন্তু এইক্ষণে তিনি সন্ধি করিয়া কৌতুক দর্শন করিতে বাসনা করেন তন্নিমিত্ত মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছেন যে পারিষদদিগের পুনর্ব্বার শিক্ষা প্রদানার্থে আমার কএক জন ছাত্র তথায় পুনঃপ্রেরিত হয়। আমি অনুমান করি সোলতান নূতন২ বিচিত্র বিষয় দেখিতেও বাসনা করেন"।

"অতএব ডাক্তর বেল আমাকে ঐ ব্যাপার সম্পন্ন করণার্থ প্রস্থান করিতে অনুরোধ করিলেন। আমিও তন্নিমিত্ত যন্ত্র

I packed up my speaking-trumpet, my apparatus, for freezing water, and that for exhibiting the gases, my balloon and telegraph, and with these and my model of the tin-mine, which I took by Dr. Bell's advice, I set out with two of his eldest scholars upon our expedition. We were met on the entrance of Tippoo's dominions by four hircarrahs or soldiers, whom the sultan sent as a guard to conduct us safely through his dominions. He received us at court the day after our arrival. Unaccustomed as I was to Asiatic magnificence, I confess that my eyes were at first so dazzled by the display of oriental pomp, that as I prostrated myself at the foot of the sultan's throne, I considered him as a personage high as human veneration could look. After having made my salam, or salutation, according to the custom of his court, as I was instructed to do, the sultan commanded me, by his interpreter, to display my knowledge of the arts and sciences, for the instruction and amusement of his court.

"My boxes and machines had all been previously opened, and laid out: I was prepared to show my apparatus for freezing, but Tippoo's eye was fixed upon the painted silk balloon; and with prodigious eagerness he interrupted me several times with questions about that great empty bag. I endeavoured to make him understand as well as I could, by my interpreter and his own, that this great empty bag was to be filled

প্রস্তুত করিয়া সোলতান যে২ বিষয় দর্শন করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া যাহা২ তাঁহার পক্ষে নূতন বোধ হইবে তদুপযুক্ত যন্ত্র সঙ্গে লইলাম অতএব বর্ণাত্মক শব্দ প্রকাশক তুরী ও জল সংহত করিবার এবং বিচিত্র বায়ু প্রদর্শন করাইবার যন্ত্র তথা বেলুন এবং টেলিগ্রাফ আর ডাক্তর বেলের পরামর্শানুসারে টিন খনির প্রতিরূপ এই সকল সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া তাঁহার দুই জন প্রধান ছাত্র সমভিব্যাহারে তথায় যাত্রা করিলাম। সোলতানের সাম্রাজ্যে প্রবেশ করিবা মাত্র চারি জন হরকরার সহিত সাক্ষাৎ হইল তাহারা আমারদিগকে নির্ভয়ে লইয়া যাইবার নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছিল। পরে আমরা রাজ সদনে উপস্থিত হইলে তদ্দ্বিতীয় দিনে সোলতান সভা মধ্যে আমাদিগকে আহ্বান করিলেন। এস্যাখণ্ডের ঐশ্বর্য্য দর্শন করা আমার অভ্যাস ছিল না অতএব আমি প্রথমতঃ পূর্ব্ব দেশীয় সমারোহ দর্শনে এমত মোহিত হইলাম যে রাজ সিংহাসন সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবার সময় আমার বোধ হইল যেন সোলতান মনুষ্য জাতির সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য। আমি আদিষ্ট হইয়া রাজ সভার রীতি মতে সেলাম করিলে পর সোলতান একজন অনুবাদক দ্বারা আমাকে এই আজ্ঞা করিলেন যে শিল্প ও পদার্থ বিদ্যায় আমার যে ক্ষমতা আছে তাহা তাঁহার সভাসদগণের শিক্ষা ও আমোদার্থ প্রকাশ করি।

"আমার বাক্স ও যন্ত্র ইহার পূর্ব্বেই সে স্থানে বিস্তারিত হইয়াছিল, তৎকালে আমি জল সংহত করিবার যন্ত্র দেখাইবার উদ্যোগে ছিলাম কিন্তু সোলতান চিত্রিত কৌশেয় বেলুনের উপর দৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া বারম্বার আমাকে ঐ শূন্য থলির কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন তাহাতে আমি আপনার ও তাঁহার অনুবাদক দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে ঐ শূন্য থলি সামান্য বায়ু অপেক্ষা এক প্রকার লঘুতর বায়ুতে পরিপূর্ণ করিলে রাজ

with a species of air lighter than the common air; and that when filled, the bag, which I informed him was in our country called a balloon, would mount far above his palace. No sooner was this repeated to him by the interpreter, than the sultan commanded me *instantly* to fill the balloon; and when I replied that it could not be done instantly, and that I was not prepared to exhibit it on this day, Tippoo gave signs of the most childish impatience. He signified to me that, since I could not show him what he wanted to see, the sultan would not see what I wanted to show. I replied through his interpreter in the most respectful but firm manner, that no one would be so presumptuous as to show to Tippoo Sultan, in his own court, any thing which he did not desire to see: that it was in compliance with his wishes that I came to his court, from which, in obedience to his commands, I should at any time be ready to withdraw. A youth who stood at the right-hand of Tippoo's throne seemed much to approve of this answer, and the sultan, assuming a more composed and dignified aspect, signified to me that he was satisfied to await for the sight of the filling of the great bag till the next day; and that he should, in the mean time, be well pleased to see what I was now prepared to show.

"The apparatus for freezing, which we then exhibited, seemed to please him; but I observed that he was, during a great part of the time while I was

সদন হইতেও অতিশয় ঊর্দ্ধে উড্ডীয়মান হইতে পারে। তাঁহাকে আরও নিবেদন করিলাম যে আমারদের দেশে ঐ থলিকে বেলুন বলিয়া থাকে। অনুবাদকের দ্বারা সোলতানের নিকট এই কথা প্রচার হইবা মাত্র তিনি আমাকে তৎক্ষণাৎ ঐ বেলুন পরিপূর্ণ করিতে আদেশ করিলেন। আমি উত্তর করিলাম যে উহা সহসা বায়ু পূর্ণ করা অসাধ্য সুতরাং আমি সেই দিনের মধ্যে তাহা উড্ডীয়মান করিতে পারিব না, ইহাতে তিন বালকের ন্যায় অধৈর্য্য হইয়া কহিলেন "আমি যাহা দর্শন করিতে বাঞ্ছা করি তুমি তাহা দর্শাইতে পারিলা না, অতএব তুমি যাহা দেখাইতে চাহ আমি তাহাতে দৃষ্টিপাত করিব না" ইহাতে আমি অনুবাদক দ্বারা অতিবিনয় পূর্ব্বক স্থির চিত্তে নিবেদন করিলাম "এমত দুঃসাহসী ব্যক্তি কে আছে যে রাজ সদনে সোলতানের ইচ্ছার ব্যতিক্রমে কোন কৌতুক দর্শন করাইতে প্রবৃত্ত হইবেক। আমি রাজাজ্ঞায় সভায় উপস্থিত হইয়াছি এবং তিনি আজ্ঞা করিলেই প্রস্থান করিতে প্রস্তুত আছি"। সোলতানের সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে এক যুবক দণ্ডায়মান ছিলেন তিনি আমার এই উত্তর শ্রবণে সন্তোষ প্রকাশ করিলেন সম্রাটও পূর্ব্বাপেক্ষা স্থিরমনা হইয়া আদেশ করিলেন যে ঐ বেলুন পরিপূর্ণ হইবার নিমিত্ত কল্য পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিবেন এবং তদ্ব্যতীত যেং ব্যাপার প্রদর্শন করাইতে আমি প্রস্তুত ছিলাম তাহা সম্প্রতি দর্শন করিবেন।

"অনন্তর আমি জল সংহত করিবার যন্ত্র প্রদর্শন করাইলে তিনি আমোদ প্রকাশ করিলেন কিন্তু তদ্বিষয়ের বর্ণনা কালে দেখিলাম তিনি অপর কোন বিষয়ের চিন্তাতে সমাহিত হইয়াছেন। পরে আমার বক্তৃতা সমাপ্ত হইবা মাত্র তিনি আপনার নির্ম্মিত জল স্থূল করিবার যন্ত্র আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন ঐ যন্ত্র পূর্ব্বে উইলিএম স্মিথকে দর্শন করাইয়া ছিলেন

explaining it, intent upon something else; and no sooner had I done speaking than he caused to be produced the condensing engines, made by himself, which he formerly showed to William Smith, and which he said spouted water higher than any of ours. The sultan, I perceived, was much more intent upon displaying his small stock of mechanical knowledge than upon increasing it; and the mixture of vanity and ignorance which he displayed upon this and many subsequent occasions considerably lessened the awe which his external magnificence at first excited in my mind. Sometimes he would put himself in competition with me, to show his courtiers his superiority; but failing in these attempts, he would then treat me as a species of mechanic juggler, who was fit only to exhibit for the amusement of his court. When he saw my speaking-trumpet, which was made of copper, he at first looked at it with great scorn, and ordered his trumpeters to show me theirs, which were made of silver. As he had formerly done when my predecessor was at his court, he desired his trumpeters to sound through these trumpets the words *hauw* and *jauw* i. e. come and go: but, upon trial, mine was found to be far superior to the sultan's: and I received intimation, through one of his courtiers, that it would be prudent to offer it immediately to Tippoo. This I accordingly did, and he accepted it with the eagerness of a child who has begged and obtained a new plaything."

যন্ত্র আনীত হইলে তিনি কহিলেন যে আমাদের যন্ত্র অপেক্ষা তাঁহার যন্ত্রে জল প্রবাহ অধিক উচ্চ হয়। তখন আমার বিলক্ষণ বোধ হইল সোলতানের যে যৎকিঞ্চিৎ শিল্প বিদ্যা ছিল তিনি তাহা বৃদ্ধি করিতে যত্নবান্ না হইয়া বরং তদ্বিষয়ে গর্ব্ব করিতেই রত অতএব তিনি পূর্ব্বাপর আত্মশ্লাঘা ও অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করাতে আদৌ তাঁহার ঐশ্বর্য্য দর্শনে আমার যে ভক্তি জন্মিয়াছিল তাহা তৎকালে খর্ব্ব হইতে লাগিল। তিনি কখন২ স্বীয় সভাসদগণের নিকট আপন প্রাধান্য প্রকাশ করিবার নিমিত্ত আমাকে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করিতেন কিন্তু সে সকল চেষ্টা নিষ্ফলা হওয়াতে আমাকে যেন এক প্রকার বাজিকর বোধ করিয়া কহিতেন আমি কেবল তাঁহার সভাসদ্গণকে কৌতুকাবিষ্ট করিতেই উপযুক্ত অতএব আমার বর্ণাত্মক শব্দ ঘোষক তাম্রময় তুরী দর্শন করিয়া তাচ্ছীল্য পূর্ব্বক তাঁহার তুরীবাদক গণকে তাহাদের রৌপ্যময় তুরী দেখাইতে আজ্ঞা করিলেন। তিনি পূর্ব্বে স্মিথ সাহেবের সমক্ষে যেরূপ কহিয়াছিলেন তদ্রূপ তুরীবাদকগণকে "আও যাও" অর্থাৎ আইস যাও এই দুই শব্দ করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু পরীক্ষা করাতে আমার যন্ত্র সম্রাটের যন্ত্রাপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট বোধ হইল তাহাতে এক জন সভাসদ আমাকে ইঙ্গিত করিলেন যে ঐ যন্ত্র সম্রাটকে দান করাই বিবেচনা সিদ্ধ। আমি তাহা দান করিলে বালকগণ কোন নূতন ক্রীড়ার দ্রব্য যাচ্ঞা করিয়া প্রাপ্ত হইলে যেরূপ ব্যগ্রতা প্রকাশ করে সম্রাটও তদ্রূপ ব্যগ্র হইয়া গ্রহণ করিলেন'।

CHAPTER IV.

"The next day, Tippoo and his whole court assembled to see my balloon. Tippoo was seated in a splendid pavilion, and his principal courtiers stood in a semicircle on each side of him: the youth, whom I formerly observed, was again on his right-hand, and his eyes were immoveably fixed upon my balloon, which had been previously filled and fastened down by cords. I had the curiosity to ask who this youth was: I was informed he was the sultan's eldest son, Prince Abdul Calie. I had not time to make any further inquiries, for Tippoo now ordered a signal to be given, as had been previously agreed upon. I instantly cut the cords which held the balloon, and it ascended with a rapid but graceful motion, to the unspeakable astonishment and delight of all the spectators. Some clapped their hands and shouted, others looked up in speechless ecstasy, and in the general emotion all ranks for an instant were confounded: even Tippoo Sultan seemed at this interval to be forgotten, and to forget himself, in the admiration of this new wonder.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পর দিবস সোলতান সভাসদগণ সমভিব্যাহারে আমার বেলুন দর্শন করিতে উপস্থিত হইলেন। তিনি শোভিত শিবির মধ্যে উপবেশন করিলে রাজপুরুষেরা অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি রেখার ন্যায় তাঁহার দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। আমি পূর্ব্বে যে যুবককে দেখিয়াছিলাম তিনি ঐ সময় রাজার দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় বেলুনের উপর স্থির ছিল সে বেলুন পূর্ব্বেই সূক্ষ্ম বায়ুতে পরিপূর্ণ হইয়া রজ্জু দ্বারা বদ্ধ হইয়াছিল। আমি ঐ যুবকের নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলাম তিনি সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র, তাঁহার নাম শাহজাদা আবদুলকেলী, তাঁহার অন্য কোন বিবরণ অনুসন্ধান করিতে আমার অবকাশ হইল না কেননা ঐ সময়ে সোলতান পূর্ব্ব নিরূপণানুসারে সঙ্কেত করিতে আজ্ঞা দিলেন তাহাতে আমি তৎক্ষণাৎ বেলুন বন্ধনী রজ্জু ছেদন করিলাম এবং উহা সুন্দররূপ দ্রুতগতিতে উর্দ্ধে গমন করিতে লাগিল ও দর্শকগণ তাহা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া অনির্ব্বচনীয় আমোদে মগ্ন হইল। তাহারদের মধ্যে কেহ২ করতালি প্রদান করিতে লাগিল কেহবা চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল কেহবা অবাক্ হইয়া এক দৃষ্টে রহিল। এইরূপে সকলের মোহ উপস্থিত হওয়াতে কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত কাহারও ইতর প্রধান জ্ঞান রহিল না। এই নূতন আশ্চর্য্য দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া সকলে রাজাকে বিস্মৃত এবং রাজাও চমৎকৃত হইয়া আত্ম বিস্মৃত প্রায় হইলেন।

"As soon as the balloon was out of sight, the court returned to their usual places, the noise subsided, and the sultan, as if desirous to fix the public attention upon himself, and to show his own superior magnificence, issued orders immediately to his treasurer to present me, as a token of his royal approbation, with two hundred star pagodas. When I approached to make my salam and compliment of thanks, as I was instructed, the sultan, who observed that some of the courtiers already began to regard me with envy, as if my reward had been too great, determined to divert himself with their spleen, and to astonish me with his generosity: he took from his finger a diamond ring, which he presented to me by one of his officers. The young prince, Abdul Calie, whispered to his father while I was withdrawing, and I soon afterwards received a message from the sultan, requesting, or, in other words, ordering me to remain some time at his court, to instruct the young prince, his son, in the use of my European machines, for which they had in their language no names.

"This command proved a source of real pleasure to me; for I found Prince Abdul Calie not only a youth of quick apprehension, but of a most amiable disposition, unlike the imperious and capricious temper which I had remarked in his father. Prince Abdul Calie had been, when he wss about twelve years old, one of the hostage princes left with Lord Cornwallis,

"অনন্তর বেলুন দৃষ্টি পথের বহির্ভূত হইলে রাজপুরুষেরা স্ব২ স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন এবং কোলাহলেরও নিবৃত্তি হইল। তৎপরে সম্রাট আপনার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া সাধারণের প্রতিষ্ঠিত হইবার মানসে কোষাধ্যক্ষের প্রতি এই আদেশ করিলেন যে তিনি আমাকে রাজ প্রসাদের চিহ্ন স্বরূপ দ্বিশত স্বর্ণ মুদ্রা তৎক্ষণাৎ প্রদান করুন। আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার বিষয়ে যে রূপ শিক্ষিত হইয়াছিলাম তদনু-সারে শেলাম করিতে২ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলে সোল্তান বুঝিলেন যে আমাকে প্রচুর পুরস্কার প্রদান করাতে কএক জন সভাসদ ঈর্ষ্যান্বিত হইয়াছে অতএব তিনি স্বীয় বদান্যতায় ঐ সকল লোকের বিষাদ ও আমার চমৎকার বৃদ্ধি করিয়া আমোদিত হইবার নিমিত্ত আপন অঙ্গুলি হইতে হীরকময় একটী অঙ্গুরী লইয়া এক জন রাজপুরুষের দ্বারা আমাকে প্রদান করিলেন। আমি যৎকালে রাজসন্নিধানে বিদায় গ্রহণ করি সে সময় শাহজাদা আবদুলকেলী আপনার পিতাকে মৃদুস্বরে কোন কথা কহিলেন। অতএব কিয়ৎক্ষণ পরে সম্রাট্ আমাকে এই আজ্ঞা করিলেন যে "রাজবাটীতে কিয়ৎকালের নিমিত্ত অবস্থিতি করিয়া শাহজাদাকে ইউরো-পীয় যন্ত্রের ব্যবহার শিক্ষা করাও"। রাজভাষাতে ঐ যন্ত্রের কোন নাম ছিল না।

"এই আদেশ শ্রবণে আমার অতিশয় আহ্লাদ হইল কারণ শাহজাদা আবদুলকেলির বুদ্ধি যেমন তীক্ষ্ণ, স্বভাবও তদ্রূপ অতি বিনয়ান্বিত ছিল। আমি তাঁহার পিতার চরিত্রে যেরূপ দর্প ও স্বেচ্ছাচারিতা অবলোকন করিয়াছিলাম তাঁহার রীতি প্রকৃতিতে সে দোষের লেশমাত্র ছিল না। আবদুলকেলী দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে সেরাঙ্গাপটাম নগরীতে লার্ড কর্ণোয়ালিসের নিকট প্রতিভূ স্বরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। আমি তাঁহার নিকট পরিচিত হইবা মাত্র তিনি যেরূপ সভ্য

at Seringapatam. With that politeness which is seldom to be found in the sons of Eastern despots, this prince, after my first introduction, ordered the magnificent palanquin given to him by Lord Cornwallis to be shown to me; then pointing to the enamelled snakes which support the panels, and on which the sun at that instant happened to shine, Prince Abdul Calie was pleased to say, 'The remembrance of your noble countryman's kindness to me is as fresh and lively in my soul as those colours now appear to my eye.'

"Another thing gave me a good opinion of this young prince; he did not seem to value presents merely by their costliness; whether he gave or received, he considered the feelings of others; and I know that he often excited in my mind more gratitude by the gift of a mere trifle, by a word or a look, than his ostentatious father could by the most valuable donations. Tippoo, though he ordered his treasurer to pay me fifty rupees per day while I was in his service, yet treated me with a species of insolence; which, having some of the feelings of a free-born Briton about me, I found it difficult to endure with patience. His son, on the contrary, showed that he felt obliged to me for the little instruction I was able to give him; and never appeared to think that, as a prince, he could pay for all the kindness, as well as the service, of his inferiors by pagodas or rupees; so true it is that attachment cannot be bought; and

ভব্যতা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বদেশীয় রাজকুমারগণের চরিত্রে প্রায় কখন দেখা যায় না। লার্ড কর্ণোয়ালিস তাঁহাকে যে বিচিত্র শিবিকা দান করিয়াছিলেন তিনি আমাকে তাহা দেখাইতে আদেশ করিলেন। সেই শিবিকাস্থ বিচিত্র সর্পাকার শলাকায় সেই সময় রৌদ্রপাত হইতেছিল, শাহজাদা তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন "ঐ বর্ণ যদ্রূপ দেদীপ্যমান হইতেছে তোমার স্বদেশীয় মহৎব্যক্তির সৌজন্যও আমার হৃদয়ে সেই রূপ বিরাজমান আছে"।

"শাহজাদার এতদ্ব্যতীত আর এক গুণ দেখিয়াও তাঁহার প্রতি আমার মহতী শ্রদ্ধা হইল। তিনি কোন দ্রব্য উপঢৌকন রূপে প্রাপ্ত হইলে কেবল মূল্যানুসারে তাহা উত্তমাধম জ্ঞান করিতেন না, দানাদান কালে পরের মনের ভাবও বিবেচনা করিতেন। অতএব তিনি কোন সামান্য দ্রব্য দান করিলে অথবা প্রিয় বাক্য কহিলে কিম্বা আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাহাতে আমার মনে যেরূপ কৃতজ্ঞতা ভাবের সঞ্চার হইত তাঁহার গর্ব্বিত পিতার বহু মূল্য দ্রব্য দানেও তদ্রূপ হয় নাই। সোল্‌তান আমাকে প্রত্যহ পঞ্চাশৎ মুদ্রা বেতন দিতে কোষাধ্যক্ষকে আদেশ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি আমার নিকট অত্যন্ত অহঙ্কার প্রকাশ করিতেন, আমার ব্রিটন জাতীয় স্বাধীন স্বভাব থাকাতে তাহা সহ্য করা আমার পক্ষে অসাধ্য হইত। কিন্তু শাহজাদার চরিত্র তদ্রূপ ছিল না, আমি তাঁহাকে যৎকিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম তিনি তন্নিমিত্তও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেন। অপর শাহজাদা কখন এমত বিবেচনা করিতেন না যে আপনি রাজকুমার অতএব অধীন ব্যক্তি যদ্যপি তাঁহার প্রতি স্নেহ প্রকাশ অথবা তাঁহার উপকার করিলে তিনি রজত কাঞ্চন দান দ্বারা তাহার সম্পূর্ণ পরিশোধ করিতে পারেন। ফলতঃ অর্থের বিনিময়ে কখন স্নেহ লাভ হয় না, অতএব যাঁহারা মিত্র অথবা অনুগত ভৃত্য

those who wish to have friends, as well as servants, should keep this truth constantly in mind. My English spirit of independence induced me to make these and many more such reflections while I was at Tippoo's court.

"Every day afforded me fresh occasion to form comparisons between the sultan and his son; and my attachment to my pupil every day increased. My pupil! It was with astonishment I sometimes reflected that a young prince was actually my pupil. Thus an obscure individual in a country like England, where arts, sciences, and literature are open to all ranks, may obtain a degree of knowledge which an Eastern despot, in all his pride, would gladly purchase with ingots of his purest gold.

"One evening, after the business of the day was over, Tippoo Sultan came into his son's apartment, while I was explaining to the young prince the use of some of the mathematical instruments in my pocket case. 'We are well acquainted with these things,' said the sultan in a haughty tone: 'the government of Madras sent us such things as those, with others which are now in the possession of some of my aruzbegs, who have doubtless explained them sufficiently to the prince my son.' Prince Abdul Calie modestly replied, 'that he had never before been made to understand them; for that the aruzbeg who had formerly

লাভ করিতে বাসনা করেন তাঁহাদের এই কথা সতত স্মরণে রাখা আবশ্যক। আমার ইংলণ্ডীয় স্বভাব ও স্বাধীনতা থাকাতে রাজসদনে অবস্থিতি কালে বারম্বার মনোমধ্যে ঐরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল!

"অপর প্রত্যহই কোন২ ঘটনা ক্রমে সম্রাট ও তাঁহার তনয়ের চরিত্রের তারতম্য প্রকাশ পাইত তাহাতে আমারও স্বীয় ছাত্রের প্রতি দিন২ স্নেহ বৃদ্ধি হইয়াছিল। অপর এক জন রাজকুমার আমার ছাত্র হইয়াছেন এই বিবেচনা করিয়া আমি চমৎকৃত হইতাম। ইংলণ্ড দেশে পদার্থ সাহিত্য ও শিল্প বিদ্যা সর্ব্ব জাতীয় লোকের পক্ষে সুলভ প্রযুক্ত তত্রত্য ইতর জনেও যে বিদ্যা সহজে উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয় পূর্ব্ব দেশীয় অত্যন্ত দর্পান্বিত রাজবর্গ রাশীকৃত স্বর্ণ দান করিয়া তাহা অভ্যাস করিতে পাইলে আপনারদিগকে চরিতার্থ বোধ করিতেন।

" একদিবস নিয়মিত কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে সায়ংকালে সোলতান তাঁহার পুত্রের আলয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ সময়ে আমি রাজকুমারের নিকট ক্ষুদ্র২ গণিত যন্ত্রের প্রয়োজন বর্ণনা করিতেছিলাম। সোলতান অহঙ্কার পূর্ব্বক কহিলেন "আমরা এই সকল বিষয় বিলক্ষণ রূপে অবগত আছি, মান্দ্রাজস্থ রাজপুরুষেরা এরূপ অনেক যন্ত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন পারিষদ গণের নিকট সে সকল যন্ত্র প্রস্তুত আছে তাঁহারা অবশ্য শাহজাদাকে তদ্বিষয়ে উপদেশ করিয়া থাকিবেন"। ইহাতে রাজকুমার নম্রভাবে উত্তর করিলেন "আমি ইহার বিষয় কখন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই, একজন পারিষদ

attempted to explain them had not the art of making things so clear to him as I had done.'

"I felt a glow of pleasure at this compliment, and at the consciousness that I deserved it. How little did I imagine, when I used to sit up at nights studying my old master's books, that one of them would be the means of procuring me such honour.

"What is contained in that box?' said the sultan, pointing to the box which held the model of the tin-mine. 'I do not remember to have seen it opened in my presence.'

"I replied that it had not been opened, because I feared that it was not worthy to be shown to him. But he commanded that it should instantly be exhibited; and, to my great surprise, it seemed to delight him excessively; he examined every part, moved the wires of the pnppets, and asked innumerable questions concerning our tin-mines. I was the more astonished at this, because I had imagined he would have considered every object of commerce as beneath the notice of a sultan. Nor could I guess why he should be peculiarly interested in this subject: but he soon explained this to me by saying that he had, in his dominions, certain mines of tin, which he had a notion would, if properly managed, bring a considerable revenue to the royal treasury; but that at present, through negligence or fraud, these mines were rather burdensome than profitable.

বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে কিন্তু ইহাঁর ন্যায় পরিষ্কার রূপে বুঝাইতে পারেন নাই”।

“রাজকুমার এরূপ সম্মান সূচক বাক্য প্রয়োগ করাতে আমার অত্যন্ত আহ্লাদ হইল, আমি মনেং জানিতাম যে তাঁহার আদরের যোগ্য পাত্র বটি কিন্তু যৎকালে রাত্রি জাগরণ পূর্ব্বক প্রভুর পুস্তক সমূহ পাঠ করিতাম তখন আমার মনে এমত অনুভব হয় নাই যে সেই পুস্তক পুঞ্জের এক খানাতে পরে আমার ঐ রূপ মর্য্যাদা হইবে।

“অনন্তর সম্রাট টিনখনির প্রতিরূপাধারে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন “উহাতে কি আছে? আমার সমক্ষে কি উহা অনাবৃত হইয়াছিল? আমার স্মরণ হয় না”।

“আমি উত্তর করিলাম “আপনার সম্মুখে উদ্ঘাটন করা হয় নাই বটে কেননা আমার বোধে উহা রাজ সমীপে বিস্তার করিবার উপযুক্ত নহে” এতচ্ছ্রবণে সম্রাট্ তৎক্ষণাৎ ঐ দ্রব্য দর্শন করাইতে আদেশ করিলেন। আমি তদ্দর্শনে সম্রাটকে অত্যন্ত আমোদী দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। তিনি তাহার প্রত্যেক অঙ্গ পরীক্ষা করিয়া পুত্তলিকা গণের তার স্বহস্তে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ও দস্তার খনি বিষয়ে আমাকে অসংখ্য প্রশ্ন করিলেন। এবিষয়ে আমার চমৎকার বৃদ্ধি হইবার কারণ এই যে আমি অনুমান করিয়াছিলাম সোলতান পণ্য দ্রব্য মাত্রকে অবহেলা করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি কি নিমিত্ত এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইলেন আমি তাহা অবধারণ করিতে সমর্থ হইলাম না। পরে তিনি আপনিই অচিরে তাহার কারণ ব্যক্ত করত কহিলেন যে তাঁহার রাজ্যের মধ্যে কএকটা টিনের খনি আছে তথাকার কার্য্য প্রকৃত রূপে নির্ব্বাহ হইলে রাজস্বের প্রচুর বৃদ্ধি হইতে পারে। সম্প্রতি কর্ম্মকারিদের অমনোযোগ অথবা প্রবঞ্চনা প্রযুক্ত তাহাতে লাভ না হইয়া বরং হানি হইতেছে।

"He inquired from me how my model came into my possession; and when his interpreter told him that I made it myself, he caused the question and answer to be repeated twice, before he would believe that he understood me rightly. He next inquired whether I was acquainted with the art of mining; and how I came by my information: in short, he commanded me to relate my history. I replied that it was a long story, concerning only an obscure individual and unworthy the attention of a great monarch; but he seemed this evening to have nothing to do but to gratify his curiosity, which my apology only served to increase. He again commanded me to relate my adventures, and I then told him the history of my early life. I was much flattered by the interest which the young prince took in my escape from the mine, and by the praises he bestowed on my fidelity to my master.

"The sultan, on the contrary, heard me at first with curiosity, but afterward with an air of incredulity. Upon observing this, I produced the letter from my good master to the East India director, which gave a full account of the whole affair. I put this letter into the hands of the interpreter, and with some difficulty he translated it into the Carnatic Malabar, which was the language the sultan used in speaking to me.

"The letter, which had the counter-signatures of some of the East India Company's servants resident at Madras,

"অনন্তর আমি ঐ খনির প্রতিরূপ কি প্রকারে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তাঁহার অনুবাদক কহিলেন যে উহা আমি আপনি নির্ম্মাণ করিয়াছি তাহাতে ঐ প্রশ্ন ও আমার উত্তর দুইবার উক্ত করিতে হয় কেননা প্রথম বারে আমার কথার তাৎপর্য্য গ্রহ করিয়াছেন এমত বিশ্বাস করেন নাই। পরে আমি খনির কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে জানি কি না এবং কি প্রকারেই বা তাহা অবগত হইয়াছি এই সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করত আমার সমুদয় জীবন বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে আদেশ করিলেন। আমি নিবেদন করিলাম যে এমত অধীন জনের বৃত্তান্তের বহুল কথা শ্রবণে মহাবল পরাক্রম মহীপালের কালক্ষেপ করণের প্রয়োজন কি? কিন্তু সে রাত্রিতে রাজার বুভুৎসা নিবৃত্তি ব্যতীত কর্ম্মান্তর ছিল না সুতরাং আমার বিনয় বাক্যেতে তাঁহার জ্ঞানেচ্ছার হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইল অতএব তিনি পুনর্ব্বার আমাকে নিজ বৃত্তান্ত কহিতে আদেশ করিলেন তাহাতে আমার শৈশব কালের তাবৎ বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলাম। খনি হইতে পলায়ন করিবার বিবরণ শ্রবণে রাজ কুমার অতিশয় তুষ্ট হইয়া আমার প্রভুভক্তির প্রশংসা করিতে লাগিলেন তাহাতে আমি আপনাকে পরমাপ্যায়িত বোধ করিলাম।

"কিন্তু সোলতান আমার বিবরণে প্রথমতঃ যৎকিঞ্চিৎ মনোযোগ পূর্ব্বক কর্ণপাত করিয়া পরে তাহাতে অবিশ্বাসের লক্ষণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, আমি তাহা দেখিয়া আমার সুশীল প্রভু ইষ্ট ইণ্ডিয়া ডিরেক্টরকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা বাহির করিলাম সেই পত্রে ঐ সকল ব্যাপারের প্রসঙ্গ ছিল পরে অনুবাদকের হস্তে তাহা সমর্পণ করাতে তিনি অনেক কষ্টে কর্ণাটীয় মালাবার ভাষায় তাহার ব্যাখ্যা করিলেন ঐ ভাষাতে সম্রাট কথোপকথন করিতেছিলেন।

whose names were well known to Tippoo, failed not to make a great impression in favour of my integrity; of my knowledge he had before a high opinion. He stood musing for some time, with his eyes fixed upon the model of the tin-mine; and after consulting with the young prince, as I guessed by their tones and looks, he bade his interpreter tell me that if I would undertake to visit the tin-mines in his dominions, to instruct his miners how to work them, and to manage the ore according to the English fashion, I should receive from the royal treasury a reward more than propórtioned to my services, and suitable to the generosity of a sultan.

"Some days were given me to consider of this proposal. Though tempted by the idea that I might realize in a short time a sum that would make me independent for the rest of my life; yet my suspicions of the capricious and tyrannical temper of Tippoo made me dread to have him for a master; and, above all, I resolved to do nothing without the express permission of Dr. Bell, to whom I immediately wrote. He seemed, by his answer, to think that such an opportunity of making my fortune was not to be neglected: my hopes, therefore, prevailed over my fears, and I accepted the proposal.

"ঐ পত্রে মান্দ্রাজ নগরীস্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কএক জন কর্ম্মকারির স্বাক্ষর ছিল সোলতান তাহাদিগের নাম উত্তম রূপে অবগত ছিলেন. তন্নিমিত্ত আমার সরলতা বিষয়ে তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল। আমার বিদ্যার বিষয়ে পূর্ব্বেই তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল। অনন্তর তিনি কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত টিন খনির প্রতিরূপে স্থির দৃষ্টি করিয়া মনে২ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহারদের আকার ও ভঙ্গি দেখিয়া আমার বোধ হইল যে তিনি রাজকুমারের সহিত কোন পরামর্শ করিতেছেন, অনতিবিলম্বে অনুবাদক দ্বারা আজ্ঞা করিলেন যে আমি তাঁহার রাজ্যের মধ্যস্থ টিনের খনি নিরীক্ষণ করিয়া অপরিষ্কৃত ধাতু ইংরাজী রীতি মতে পরিষ্কার করিবার জন্য ও খনির অন্য২ কার্য্য উত্তম রূপে নির্ব্বাহ করণার্থ খনিকদিগকে উপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলে রাজ ভাণ্ডার হইতে এমত অপরিমিত পুরস্কার প্রাপ্ত হইব যাহা দানশৌণ্ড নৃপতির পক্ষে উপযুক্ত হইবে।

"এই বিষয়ে মত স্থির করণার্থ আমাকে কএক দিবস বিবেচনা করিতে অবকাশ দিলেন, আমি অল্পকালের মধ্যে বিপুল অর্থ উপার্জন করিয়া যাবজ্জীবন স্বাধীন হইয়া দিনপাত করিবার লোভে আকৃষ্ট হইলেও টিপু সোলতানের স্বেচ্ছাচার ও ক্রূরতার ভয়ে তাঁহার নিকট দাসত্ব স্বীকার করিতে সঙ্কুচিত হইলাম। অধিকন্তু আমি এই প্রতিজ্ঞা স্থির করিলাম যে ডাক্তর বেলের স্পষ্ট অনুমতি ব্যতীত কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব না অতএব তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট পত্র প্রেরণ করিলাম তাহাতে তিনি এই উত্তর লিখিলেন যে তাঁহার মতে অর্থলাভ করিবার এমত সুযোগ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। অতএব আমার সাহস শঙ্কাকে অতিক্রম করিল এবং আমিও ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইলাম।

"The presents which he had made me, and the salary allowed me during six weeks that I had attended the young prince, amounted to a considerable sum; 500 star pagodas and 500 rupees: all which I left, together with my ring, in the care of a great Gentoo merchant of the name of Omychund, who had shown me many civilities. With proper guides and full powers from the sultan I proceeded on my journey; and devoted myself with the greatest ardour to my undertaking. A very laborious and difficult undertaking it proved: for in no country are prejudices in favour of their own customs more inveterate, amongst workmen of every description, than in India; and although I was empowered to inflict what punishment I thought proper on those who disobeyed, or even hesitated to fulfil my orders, yet, thank God! I could never bring myself to have a poor slave tortured, or put to death, because he roasted ore in a manner which I did not think so good as my own method; nor even because he was not so well convinced as I was of the advantages of our Cornwall smelting-furnace.

"My moderation was of more service to me, in the minds of the people, than the utmost violence I could have employed to enforce obedience. As I got by degrees some little knowledge of their language, I grew more and more acceptable to them; and some few, who tried methods of my proposing, and found that they succeeded, were by my directions, rewarded

"স্বোল্‌তান আমাকে যে২ পুরস্কার দিয়া ছিলেন ও রাজকুমারকে ষট্‌ সপ্তাহ পর্য্যন্ত উপদেশ করাতে যে বেতন প্রাপ্ত হইয়াছিলাম তাহা একত্র করাতে পঞ্চশত পগোডা ও পঞ্চশত টাকা সঞ্চিত হইল। আমি ঐ প্রচুর অর্থ অঙ্গুরি সমেত উমাইচাঁদ নামক একজন হিন্দু বণিকের নিকট নিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিলাম কেননা ঐ ব্যক্তি পূর্ব্বে আমার নিকট বিলক্ষণ শিষ্টাচার প্রকাশ করিয়াছিলেন। অনন্তর সম্রাটের আজ্ঞা পত্র প্রাপ্ত হইয়া উপযুক্ত পথ প্রদর্শক সমভিব্যাহারে খনিতে প্রস্থান করিলাম এবং অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু ঐ কর্ম্ম অতিশয় পরিশ্রম সাধ্য ও সুকঠিন বোধ হইল কেননা ভারতবর্ষের সমস্ত কর্ম্মকারক লোক পৃথিবীস্থ সর্ব্বজাতীয় মনুষ্যাপেক্ষা স্ব২ রীতির অন্যথা করিতে অতিশয় বিরক্ত। কর্ম্মকারিরা অবাধ্য হইলে অথবা আমার আদেশ পালন করিতে বিলম্ব করিলে আমার স্বেচ্ছা মতে তাহাদিগকে দণ্ড করিবার ক্ষমতা ছিল বটে কিন্তু কোন নিরাশ্রয় দাস আমার মতের বিরুদ্ধে অপরিষ্কৃত ধাতু উত্তপ্ত করিলে অথবা আমার ন্যায় কর্ণোয়াল প্রদেশীয় ধাতু পরিষ্কারক চুল্লীর গুণ না বুঝিলে ঈশ্বর প্রসাদাৎ আমার মনে তাহাকে যন্ত্রণা দিবার কিম্বা বধ করিবার প্রবৃত্তি জন্মিত না।

"কর্ম্মকারিগণের প্রতি উগ্র শাসন করিলে যে প্রকার কার্য্য সমাধা হয় আমি ধীরতা প্রকাশ করাতে তদপেক্ষা উত্তম রূপে কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতে লাগিল এবং তাহাদের ভাষায় ক্রমশঃ আমার যৎকিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি হওয়াতে তাহারা উত্তর২ আমার অনুরাগ করিতে আরম্ভ করিল তাহাদের মধ্যে কএক জন আমার আদিষ্ট রীতিমতে কর্ম্ম করিতে সম্মত হওয়াতে কৃতকার্য্য হইল তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা যে অধিক উপস্বত্ব লাভ

with the entire possession of the difference of profit between the old and new modes. This bounty enticed others; and in time that change was accomplished by gentle means which I had at first almost despaired of ever effecting.

"When the works were in proper train I despatched a messenger to the sultan's court, to request that he would be pleased to appoint some confidential person to visit the mines, in order to be an eyewitness of what had been done; and I further begged, as I had now accomplished the object of the sultan's wishes, that I might be recalled, after deputing whomsoever he should think proper to superintend and manage the mines in my stead. I moreover offered, before I withdrew, to instruct the person who should be appointed. My messenger after a long delay returned to me with a command from Tippoo Sultan to remain where I was till his further orders. For these I waited three months, and then, concluding that I was forgotton, I determined to set out to refresh Tippoo's memory.

"I found him at Devanelli Fort, thinking of nothing less than of me or my tin-mines: he was busily engaged in making preparations for a war with some Soubha or other, whose name I forget, and all his ideas were bent on conquests and vengeance. He scarcely deigned to see, much less to listen to me: his treasurer gave me to under-

হইল, আমি তাহা ঐ সকল কর্ম্মকারিদিগকে পুরস্কার স্বরূপে দান করিলাম। অন্যান্য কর্ম্মকারিরা তাহা দেখিয়া নূতন ধারা অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিল। অতএব আমি যে কার্য্য আদৌ অসাধ্য জ্ঞান করিয়াছিলাম তাহা কালক্রমে ধীরতা দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে সিদ্ধ হইল।

"খনি কার্য্যের সুশৃঙ্খলা হইলে আমি সম্রাট সমীপে এক লোককে প্রেরণ করিয়া এই প্রার্থনা জানাইলাম যে খনি সমূহ নিরীক্ষণ করিয়া ও তাহাতে কিং কর্ম্ম হইয়াছে স্বচক্ষে তাহা দেখিয়া সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত রাজা কোন বিশ্বাসী ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন। আমি আরও নিবেদন করিলাম যে রাজাজ্ঞানুসারে কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে অতএব অন্য এক ব্যক্তিকে খনি সমূহের অধ্যক্ষতা করিতে প্রেরণ করিয়া আমাকে এই ভার হইতে মুক্ত করেন। আমি ঐ স্থান পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আমার পরবর্ত্তি অধ্যক্ষকেও খনি কর্ম্মে উপদেশ করিতে প্রতিশ্রুত হইলাম। পরে আমার প্রেরিত লোক বহুকাল বিলম্বে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সম্রাটের এই আদেশ প্রচার করিল যে আমার নিকট যাবৎ অন্য কোন আজ্ঞা পত্র প্রেরিত না হয় তাবৎ পর্য্যন্ত যেন আমি খনি ত্যাগ করিয়া না যাই ইহাতে আমি আরো তিন মাস পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম কিন্তু তন্মধ্যে কোন আজ্ঞা পত্র আসিল না তখন রাজা আমাকে বিস্মরণ করিয়াছেন এই ভাবিয়া তাঁহাকে স্মরণ করাইবার নিমিত্ত স্বয়ং প্রস্থান করিলাম।

"অনন্তর দেবনেলী নামক দুর্গে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল তৎকালে আমার কিম্বা দস্তার খনির বিষয় তাঁহার মনে ছিল না কেননা সে সময়ে তিনি কোন সুবাদারের সহিত যুদ্ধের উদ্যোগে ব্যস্ত ছিলেন (সে সুবাদারের নাম এইক্ষণে আমার স্মরণে নাই) সুতরাং রাজ্য লাভ ও প্রতিহিংসা বিধানে একাগ্র চিত্ত থাকাতে আমার প্রার্থনা

stand that too much had already been lavished upon me, a stranger as I was; and that Tippoo's resources, at all events, would be now employed in carrying on schemes for war, not petty projects of commerce. Thus insulted, and denied all my promised reward, I could not but reflect upon the hard fate of those who attempt to serve capricious despots.

"I prepared as fast as possible to depart from Tippoo's court. The Hindoo merchant with whom I had lodged the pagodas and rupees promised to transmit them to me at Madras; and he delivered to me the diamond ring which Tippoo had given to me during his fit of generosity or of ostentation. The sultan, who cared no more what became of me, made no opposition to my departure; but I was obliged to wait a day or two for a guard, as the hircarrahs who formerly conducted me were now out upon some expedition.

"While I waited impatiently for their return, Prince Abdul Calie, who had not been during all this time at Devanelli Fort, arrived; and when I went to take leave of him, he inquired into the reason of my sudden departure. In language as respectful as I could use, and with as much delicacy as I thought myself bound to observe in speaking to a son of his father, I related the truth. The prince's countenance showed what he

শ্রবণ করা দূরে থাকুক তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতেও সম্মত হইলেন না। অপর কোষাধ্যক্ষ আমাকে কহিলেন যে তুমি বিদেশী, তোমার কারণ রাজার যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট, এইক্ষণে রাজধন সামান্য বাণিজ্য ব্যাপারে ব্যয় না করিয়া যুদ্ধের আয়োজনেই ব্যয় করা কর্ত্তব্য। অতএব আমি আপনি অপমানিত ও প্রতিশ্রুত পুরস্কারে বঞ্চিত হওয়াতে মনে করিলাম যাহারা স্বেচ্ছাচারী রাজার কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয় তাহারদিগের কি দুর্ভাগ্য!

"পরে আমি টিপু সোলতানের রাজ্য হইতে অচিরে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম, যে হিন্দু বণিকের নিকট আমার স্বর্ণ মুদ্রা সকল সঞ্চিত ছিল তিনি তাহা মান্দ্রাজ নগরীতে পাঠাইয়া দিতে সম্মত হইলেন। রাজা স্বীয় বদান্যতা অথবা গর্ব্ব প্রকাশের নিমিত্ত আমাকে যে হীরকময় অঙ্গুরী দান করিয়াছিলেন বণিক তাহা আমাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। তৎকালে আমার প্রতি সম্রাটের যত্ন মাত্র না থাকাতে আমার প্রস্থানে কোন আপত্তি হইল না বটে কিন্তু কএক জন রক্ষক না পাওয়াতে আমার যাত্রাতে দুই এক দিবস বিলম্ব হইল, যে হরকরারা আমাকে লইয়া আসিয়াছিল তাহারা তখন কর্ম্মান্তরের অনুরোধে অন্যত্র গমন করিয়াছিল।

"আমি অস্থির চিত্ত হইয়া রক্ষকগণের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম এমত সময়ে শাহজাদা আবদুলকেলী দেবনেলী দুর্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহার নিকট বিদায় লইবার নিমিত্ত গমন করিলে তিনি আমার ত্বরায় প্রস্থান করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাতে আমি যথোচিত বিনয় এবং পুত্রের নিকট পিতার কোন কথা কহিতে হইলে যদ্রূপ সাবধান হইতে হয় তদ্রূপ সাবধানে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম। তাহাতে রাজকুমারের মনে যে ভাবের উদয় হইল তাহা

felt. He paused, and seemed to be lost in thought for a few minutes : he then said to me, 'The sultan, my father, is at this time so intent upon preparations for war, that even I should despair of being listened to on any other subject. But you have in your possession, as I recollect, what might be useful to him either in war or peace; and, if you desire it, I will speak of this machine to the sultan.'

"I did not immediately know to what machine of mine the prince alluded; but he explained to me that he meant my portable telegraph, which would be of infinite use to Tippoo in conveying orders of intelligence across the deserts. I left the matter entirely to the prince after returning him my very sincere thanks for being thus interested in my concerns.

"A few hours after this conversation I was summoned into the sultan's presence. His impatience to make trial of the telegraphs was excessive; and I, who but the day before had been almost trampled upon by the officers and lords of his court, instantly became a person of the greatest importance. The trial of the telegraphs succeeded beyond even my expectations; and the sultan was in a species of ecstasy upon the occasion.

"I cannot omit to notice an instance of the violence of his temper, and its sudden changes from joy to rage. One of his blacks, a gentle Hindoo lad of the name of Saheb, was set to manage a telegraph at one of the stations a few yards distant from the sultan. I had pre-

তাঁহার মুখের ভঙ্গিতে প্রকাশ পাইল, তিনি কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত মৌনাবলম্বন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন পরে এই কথা কহিলেন যে "সোলতান যুদ্ধের উদ্যোগে এমত ব্যস্ত আছেন যে আমিও তাঁহার নিকট অন্য কোন বিষয়ের প্রস্তাব করিলে কর্ণপাত করেন না কিন্তু আমার স্মরণ হইতেছে তোমার নিকট এমত যন্ত্র আছে যাহাতে সন্ধি বিগ্রহ উভয় কালেই উপকার হইতে পারে অতএব তোমার অভিমত হইলে পিতৃ সন্নিধানে সেই যন্ত্রের প্রসঙ্গ করিব"।

"শাহজাদা আমার কোন যন্ত্রের বিষয়ে এই কথা কহিলেন তাহা তখন আমার হৃদয়ঙ্গম হইল না কিন্তু পরে তাঁহার বর্ণনা দ্বারা বোধ হইল যে আমার ক্ষুদ্র টেলিগ্রাফের কথা কহিতেছিলেন যাহাতে মরুভূমির উপর স্থানেং সংবাদ প্রেরণ করিবার সুবিধা হইতে পারে। তিনি আমার উপকারের নিমিত্ত সত্বর হওয়াতে আমি তাঁহার নিকট প্রত্যুপকার স্বীকার করিয়া তাঁহাকে ঐ কর্ম্মের সম্পূর্ণ ভার সমর্পণ করিলাম।

"এইরূপ কথোপকথনের পর কিয়ৎ দণ্ড গতে আমি রাজ-সমীপে আহূত হইলাম, রাজা টেলিগ্রাফ পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত অস্থির চিত্ত হইয়াছিলেন অতএব আমি পূর্ব্ব দিবসে রাজপুরুষ ও অন্যান্য প্রধান ব্যক্তির নিকট সম্পূর্ণরূপে অপমানিত হইলেও অচিরে মহৎ ব্যক্তি হইয়া উঠিলাম। আমি টেলিগ্রাফের পরীক্ষা বিষয়ে যেরূপ প্রত্যাশা করিয়াছিলাম সে দিবস তদপেক্ষা তাহা উত্তম হইল তন্নিমিত্ত সম্রাটও আনন্দে পুলকিত হইলেন।

"সোলতানের চিত্ত কেমন অস্থির এবং তিনি সন্তুষ্ট থাকিয়াও অকস্মাৎ কেমন রুষ্ট হইতেন তাহার একটী দৃষ্টান্ত এস্থলে প্রদর্শন করা যাইতেছে। হিন্দু কুলোদ্ভব অথচ নম্র স্বভাব সাহেব নামা এক বালক সম্রাটের দাস ছিল, সে ব্যক্তি তাঁহার

viously instructed Saheb in what he was to do; but, from want of practice, he made some mistake, which threw Tippoo into such a transport of passion that he instantly ordered the slave's head to be cut off! a sentence which would infallibly have been executed, if I had not represented that it would be expedient to suffer his head to remain on his shoulders 'till the message was delivered by his telegraph; because there was no one present who could immediately supply his place. Saheb then read off his message without making any new blunder; and the moment the exhibition was over I threw myself at the feet of the sultan, and implored him to pardon Saheb. I was not likely at this moment to be refused such a *trifle*! Saheb was pardoned.

"An order upon the treasurer for five hundred star pagodas, to reward my services at the royal tin-mines, was given to me; and upon my presenting to Tippoo Sultan the portable telegraphs, on which his ardent wishes were fixed, he exclaimed, 'Ask any favour, in the wide-extended power of Tippoo Sultan to confer, and it shall be granted.'

"I concluded that this was merely an oriental figure of speech; but I resolved to run the hazard of a refusal. I did not ask for a province, though this was in the wide-extended power of Tippoo Sultan to confer; but as I had a great curiosity to see the diamond mines of Golconda, of which both in Europe and in India I had

কিয়ৎ দূরে একটা টেলিগ্রাফ যন্ত্রের কার্য্য করিতে নিযুক্ত হইয়াছিল। আমি তাহাকে তদ্বিষয়ে উপদেশ করিয়াছিলাম কিন্তু অনভ্যাস বশতঃ তাহার তৎকার্য্য সাধনে ভ্রম হইয়া ছিল তাহাতে সম্রাট রাগান্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক চ্ছেদন করিতে আদেশ করিলেন। অবিলম্বেই তাঁহার আজ্ঞা রক্ষা হইত কিন্তু আমি সম্রাটের নিকট নিবেদন করিলাম সাহেব নামা বালক যে কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছে তৎকার্য্যে পারক অন্য কেহ উপস্থিত নাই অতএব সংবাদ প্রেরণ পর্য্যন্ত তাহার শিরঃকর্ত্তন স্থগিত থাকে। পরে সেই বালক আর কোন ভ্রম না করিয়া সংবাদ প্রেরণ করিলে আমি সম্রাটের পদতলে পতিত হইয়া তাহার অপরাধ মার্জ্জনার প্রার্থনা করিলাম। ঐ সময়ে এমত তুচ্ছ বিষয়ে আমার অনুরোধ অমান্য হইবার সম্ভাবনা ছিল না সুতরাং সম্রাট তাহাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন।

"সোলতানের টিন খনিতে আমি যে২ কর্ম্ম করিয়াছিলাম তাহার পুরস্কার স্বরূপে পঞ্চ শত স্বর্ণ মুদ্রা আমাকে প্রদান করিবার নিমিত্ত তিনি কোষাধ্যক্ষের প্রতি আদেশ করিলেন। তিনি আমার ক্ষুদ্র২ টেলিগ্রাফ প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়াছেন আমি ইহা বুঝিয়া ঐ যন্ত্র তাঁহাকে সম্প্রদান করিলাম তাহাতে এই কথা কহিলেন "প্রবল পরাক্রম টিপু সোলতানের সাধ্যানুসারে তুমি যাহা যাচ্ঞা করিবা এক্ষণেই তাহা প্রাপ্ত হইবা"।

"আমি এই কথা পূর্ব্ব দেশীয় ভাষার অত্যুক্তিমাত্র বিবেচনা করিলাম তথাপি এই প্রতিজ্ঞা স্থির করিলাম যে প্রার্থনা করিয়া দেখি, অনর্থক হয়, হউক। প্রবল পরাক্রম সোলতানের কোন দেশ দান করাও সাধ্য ছিল কিন্তু আমি কোন দেশের যাচ্ঞা করিলাম না। গলকন্দার হীরক খনি দর্শন করিতে আমার নিতান্ত বাসনা ছিল কেননা ইউরোপ

heard so much, I requested the sultan's permission to visit those which belonged to him. He hesitated; but, after saying some words to an officer near him, he bade his interpreter tell me that he granted my request.

"Accordingly, after lodging my pagodas and rupees along with the rest, in the hands of Omychund, the Gentoo merchant, who was a man of great wealth and credit, I set out in company with some diamond merchants who were going to Golconda. My curiosity was amply gratified by the sight of these celebrated mines; and I determined that, when I returned to Europe, I would write a description of them. This description, however, I shall spare you for the present, and proceed with my story.

"The diamond merchants with whom I travelled had a great deal of business to transact at various places; and this was the cause of much delay to me, which I could scarcely bear with patience; for now that I had gratified my curiosity, I was extremely desirous to return to Madras with my little treasure. The five years' salary due to me by the East India Company, which I had never touched, I had put out at interest at Madras, where sometimes the rate was as high as twelve per cent.: and if you knew, (said Mr. Jervas, addressing himself to the miners at Mr. R——'s table)

ও ইণ্ডিয়া উভয় খণ্ডেতেই তাহার বিচিত্র বিবরণ শ্রবণ করিয়াছিলাম অতএব রাজার স্বকীয় হীরক খনি দর্শন করণার্থ অনুমতি প্রার্থনা করিলাম তাহাতে সম্রাট কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত বিমনা থাকিয়া পরে নিকটস্থ এক জন রাজপুরুষকে কএক কথা কহিয়া অনুবাদকের দ্বারা এই আজ্ঞা করিলেন যে আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল।

"অতএব উমাইচাঁদ নামক ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত হিন্দু বণিকের হস্তে আমার যাবদীয় স্বর্ণ ও রজত মুদ্রা নিক্ষিপ্ত রাখিয়া আমি কএক জন হীরক ব্যবসায়ি বণিকের সমভিব্যাহারে গলকন্দাতে যাত্রা করিলাম ঐ সকল বিখ্যাত খনি দর্শনের আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হইলে আমি এই প্রতিজ্ঞা করিলাম যে ইউরোপে প্রত্যাগমন করিয়া ঐ খনি সমূহের বৃত্তান্ত লিখিব। কিন্তু সে বৃত্তান্ত কহিয়া এক্ষণে আপনারদের কাল হরণ করিব না আমার উপাখ্যানের অবশিষ্টাংশই কহি।

"আমার সহভ্রমণকারি হীরক ব্যবসায়িরদের নানা স্থানে প্রয়োজন থাকাতে পথিমধ্যে যে বিলম্ব হইল তাহা আমার অসহ্য বোধ হইতে লাগিল কেননা হীরক খনি দর্শনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়াতে আমার যে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ ছিল তাহা লইয়া মান্দ্রাজে প্রত্যাগমন করিতে একান্ত ইচ্ছা হইয়াছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট আমার পঞ্চ বর্ষের বেতন প্রাপ্য ছিল আমি তাহা স্পর্শ না করিয়া বরং কুসীদ দ্বারা বর্দ্ধিত কবিবার নিমিত্ত মান্দ্রাজ নগরীতে সঞ্চিত রাখিয়াছিলাম। ঐ নগরীতে কখন২ শতকরা দ্বাদশ মুদ্রা পরিমাণে বৃদ্ধি লাভ হইত"। পরে জরবাস র——সাহেবের নিমন্ত্রিত ধনিক লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "তোমরা চক্রবৃদ্ধির প্রকরণ অবগত হইলে অনায়াসে বুঝিবা আমার তৎকালে ধনবান হইবার বিশেষ সুযোগ ছিল কেননা ইংলণ্ড দেশে

any thing of the nature of compound interest, you would perceive that I was in a fair way to get rich: for, in the course of fourteen or fifteen years, any sum that is put out at compound interest, even in England, where the rate of legal interest is five per cent., becomes double; that is, one hundred pounds put out at compound interest in fourteen years becomes two hundred. But few people have the patience, or the prudence, to make this use of their money. I was, however, determined to employ all my capital in this manner; and I calculated that, in seven years, I should have accumulated a sum fully sufficient to support me all the rest of my life in ease and affluence.

"Full of these hopes and calculations I pursued my journey along with the merchants. Arrived at Devanelli Fort, I learned that the Soubha, with whom the sultan had been going to war, had given up the territory in dispute; and had pacified Tippoo by submissions and presents. Whether he chose peace or war was indifferent to me: I was intent on my private affairs, and I went immediately to Omychund, my banker, to settle them. I had taken my diamond ring with me to the mines, that I might compare it with others, and learn its value; and I found that it was worth nearly treble what I had been offered for it. Omychund congratulated me upon this discovery, and we were just going to settle our accounts, when an officer came in, and, after asking whether I was not the young Englishman who had

শতকরা কেবল পাঁচ টাকার পরিমাণে বার্ষিক বৃদ্ধি পাওয়া যায় কিন্তু তাহাতেও চক্রবৃদ্ধি দ্বারা মূলধন চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ বৎসরের মধ্যে দ্বিগুণ হয় অর্থাৎ এক সহস্র টাকা চক্রবৃদ্ধি দ্বারা চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে দুই সহস্র হয়। কিন্তু এই প্রকারে অর্থ বৃদ্ধি করণে অত্যল্প লোকের সহিষ্ণুতা বা বিবেচনা হইয়া থাকে। আমি আপন সমস্ত ধন এইরূপেই বৃদ্ধি করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, আমার গণনাতে সপ্তমবর্ষে এমত অর্থ সমুদয়ের প্রত্যাশা ছিল যে তদ্দ্বারা যাবজ্জীবন স্বচ্ছন্দে ও সুখে কাল যাপন করিতে পারিব।

"আমি মনোমধ্যে এইরূপ প্রত্যাশা ও ভাবনা করিতেং বণিক্‌গণের সহিত ভ্রমণ করিয়া দেবনেলী দুর্গে উপস্থিত হইলাম। তথায় এই সংবাদ শ্রুত হইল যে টিপু সোলতানের বিপক্ষ সুবেদার বিবাদাস্পদীভূত রাজ্য ত্যাগ করিয়া এবং নানাবিধ দান ও বিনয় প্রকাশ করিয়া সম্রাট্‌কে সংগ্রাম হইতে ক্ষান্ত করিয়াছে কিন্তু তৎকালে সোলতান যুদ্ধে প্রবৃত্ত কিম্বা নিবৃত্ত থাকিলেও আমার কোন ইষ্টাপত্তির সম্ভাবনা ছিল না কেননা তখন আমি আপন বিষয় নিষ্পত্তি করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম এবং সেই মানসে অবিলম্বে উমাইচাঁদ বণিকের নিকট উপস্থিত হইলাম। আমি অন্যান্য হীরকের সহিত আমার অঙ্গুরী তুলনা করিয়া তাহার মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্ত খনি দর্শনার্থ গমন কালে তাহা সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম তাহাতে দেখিলাম পূর্ব্ব অনুমানাপেক্ষা তাহার ত্রিগুণ মূল্য হইল। এইরূপ অধিক মূল্য স্থির হওয়াতে উমাইচাঁদ আমার নিকট আনন্দ প্রকাশ করিলেন পরে তাঁহার সহিত আমার বিষয়ের গণনা নিষ্পত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি এমত সময়ে এক জন রাজপুরুষ উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল যে ইংরাজ যুবক গলকন্দার হীরক খনি দর্শন করিতে গমন করিয়াছিল আমি সেই ব্যক্তি কি না? তিনি এই কথা কহিয়া

lately visited the mines of Golconda, summoned me immediately to appear before the sultan. I was terrified, for I imagined I was perhaps suspected of having purloined some of the diamonds; but I followed the officer without hesitation, conscious of my innocence.

"Tippoo Sultan, contrary to my expectation, received me with a smiling countenance; and, pointing to the officer who accompanied me, asked me whether I recollected to have ever seen his face before? I replied, No: but the sultan then informed me that this officer, who was one of his own guards, had attended me in disguise during my whole visit to the diamond mines; and that he was perfectly satisfied of my honourable conduct. Then, after making a signal to the officer and all present to withdraw, he bade me approach nearer to him; paid some compliments to my abilities, and proceeded to explain to me that he stood in further need of my services; and that, if I served him with fidelity, I should have no reason to complain, on my return to my own country, of his want of generosity.

"All thoughts of war being now, as he told me, out of his mind, he had leisure for other projects to enrich himself; and he was determined to begin by reforming certain abuses which had long tended to impoverish the royal treasury. I was at a loss to know whither this preamble would lead: at length, having exhausted his oriental pomp of words, he concluded by inform-

আমাকে অচিরে সম্রাট সমীপে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন তাহাতে সোলতান আমাকে হীরক অপহারক বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন এই আশঙ্কা করিয়া আমি অত্যন্ত ভীত হইতে লাগিলাম কিন্তু আপনি নিরপরাধী ইহা নিশ্চয় জানাতে তৎক্ষণাৎ সেই রাজপুরুষের পশ্চাদবর্ত্তী হইলাম।

"পরে সম্রাট সমীপে উপস্থিত হইলে টিপু সোলতান আমার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ না করিয়া ঈষদ্ধাস্য বদনে অভ্যর্থনা করিলেন এবং উক্ত রাজপুরুষের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এই ব্যক্তির মুখ আর কখন দেখিয়াছিলা কি না?" আমি কহিলাম "না" তাহাতে সম্রাট কহিলেন "ইনি আমার একজন রক্ষক, ছদ্মবেশে তোমার সহিত হীরক খনিতে গিয়া অবিরত তোমার সমভিব্যাহারে ছিলেন তাহাতে তোমার সরলতা সম্পূর্ণ রূপে বুঝিয়াছেন"। অনন্তর সম্রাট ঐ রাজপুরুষ এবং অন্যান্য উপস্থিত ব্যক্তিদিগকে সে স্থান হইতে গমন করিতে সঙ্কেত করিয়া আমাকে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে আদেশ করিলেন এবং আমার কর্ম্ম দক্ষতার প্রশংসা করিয়া কহিলেন যে আমাতে তাঁহার আরও প্রয়োজন আছে এবং আমি সরলতা পূর্ব্বক তাঁহার কর্ম্ম সমাধা করিলে স্বদেশ প্রত্যাগমন সময়ে আমার মনোমধ্যে তাঁহার বদান্যতার ত্রুটি জন্য কোন আক্ষেপ থাকিবে না।

" সোলতান আরও কহিলেন যে যুদ্ধের কল্পনা নিবৃত্ত হওয়াতে এক্ষণে ধন বৃদ্ধির উপায় চিন্তা করিতে অবকাশ পাইয়াছেন বিশেষতঃ যেং দোষে বহুকালাবধি রাজ কোষ রিক্ত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে তাহা শোধন করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। আমি প্রথমতঃ সোলতানের এই ভূমিকার তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে পারি নাই কিন্তু অবশেষে পূর্ব্বদেশীয় রীত্যনুযায়ি বাগাড়ম্বর সমাপ্ত করিয়া তিনি আপনিই কহিলেন যে তাঁহার মনে দৃঢ় সন্দেহ হয় যে গলকন্দাস্থিত খনি সমূহের

ing me that he had reason to believe he was terribly cheated in the management of his mines at Golconda; that they were rented from him by a Feulinga Brahmin, as he called him, whose agreement with the adventurers in the mines was, that all the stones they found under a pago in weight were to be their own; and all above this weight were to be his for the sultan's use. Now it seems that this agreement was never honestly fulfilled by any of the parties; the slaves cheating the merchants, the merchants cheating the Feulinga Brahmin, and he in his turn defrauding the sultan; so that, Tippoo assured me, he had often purchased from diamond merchants stones of a larger spread and finer water than any he could get directly from his own mines; and that he had been frequently obliged to reward these merchants with rich vests, or fine horses, in order to encourage others to offer their diamonds to sale.

"I could not but observe, while Tippoo related all this, the great agitation of his looks and voice, which showed me the strong hold the passion for diamonds had upon his soul; on which I should perhaps have made some wise reflections, but that people have seldom leisure or inclination to make wise reflections when standing in the presence of a prince as powerful and as despotic as Tippoo Sultan.

"The service that he required from me was a very dangerous one; no less than to visit the mines secretly

কার্য্যে অনেক প্রকার প্রতারণা আছে, একজন ফুলিঙ্গা ব্রাহ্মণ ঐ সকল খনির ইজারা লইয়াছে সে খনি ব্যবসায়িদের সহিত এই নিয়ম স্থির করিয়াছে যে তাহারা এক পগো অপেক্ষা লঘুতর রত্ন প্রাপ্ত হইলে আপনারাই তাহা লইবে, এক পগোর অধিক গুরুতর রত্ন পাইলে তাহা রাজস্ব জ্ঞান করিয়া তাহাকে সমর্পণ করিবে। কিন্তু স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে কেহ ঐ নিয়ম যথার্থ রূপে পালন করে না, খনিক লোকেরা বণিক্‌দিগকে প্রবঞ্চনা করে ও বনিকগণ ব্রাহ্মণকে বঞ্চিত করে এবং ব্রাহ্মণও রাজার সহিত প্রতারণা করে। পরে সম্রাট নিশ্চয় করিয়া কহিলেন যে তিনি স্বীয় খনি হইতে যে সকল রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছেন তদপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল অথচ বৃহদাকার হীরক বণিক সকলের নিকট ক্রয় করিয়াছেন, এবং অন্যান্য বনিক যেন তাঁহার নিকট রত্ন বিক্রয় করিতে উৎসাহী হয় এতদর্থে হীরক বিক্রেতা দিগকে পুনঃ২ উত্তম২ পরিচ্ছদ ও অশ্ব পুরস্কার স্বরূপে দান করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

"সোলতান এই সকল কথা যখন কহেন সে সময় আমি দেখিলাম যে তাঁহার আকৃতি ও স্বরের বৈলক্ষণ্য হইয়াছে তাহাতে হীরকের লোভে তাঁহার মন কি পর্য্যন্ত আকৃষ্ট তাহাও বিলক্ষণ অনুভূত হইল। ঐ সময়ে আমি সম্রাটকে কএকটী জ্ঞানের কথা কহিতে মানস করিয়াছিলাম কিন্তু টিপু সোলতানের ন্যায় বলবান ও স্বেচ্ছাচারি রাজসন্নিধানে দণ্ডায়মান থাকিয়া জ্ঞানের কথা কহিতে প্রায় কাহারো সাহস অথবা অবকাশ হয় না।

"রাজা আমাকে যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে কহিলেন তাহাতে নানা প্রকার বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল অর্থাৎ রাত্রি যোগে

by night, to search those small cisterns in which the workmen leave the diamonds mixed with the sand, gravelly stuff, and red earth, to sink and drain off during their absence. I by no means relished this undertaking: besides that it would expose me to imminent danger, it was odious to my feelings to become a spy and an informer. This I stated to the sultan, but he gave no credit to this motive; and, attributing my reluctance wholly to fear, he promised that he would take effectual measures to secure my safety; and that, after I had executed this commission, he would immediately send a guard with me to Madras. I saw that a dark frown lowered on his brow when I persisted in declining this office; but I fortunately bethought myself at this moment of a method of escaping the effects of his anger without giving up my own principles.

"I represented to him that the seizure of the diamonds in the cisterns, which he proposed, even should it afford him any convincing proofs of the dishonesty of the slaves and diamond merchants, and even if he could in future take effectual precautions to secure himself from their frauds, would not be a source of wealth to him equal to one which I could propose. His avarice fixed his attention, and he eagerly commanded me to proceed. I then explained to him that one of his richest diamond mines had been for some time abandoned; because the workmen, having dug till

খনি মধ্যে গোপন ভাবে উপস্থিত হইয়া খনিক লোকেরা যে সকল ক্ষুদ্র পাত্রে বালুকা কাঁকর ও রক্তবর্ণ মৃত্তিকা হীরকের সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখে তাহা অন্বেষণ করিয়া তন্মধ্যস্থ হীরক তাহাদের অসাক্ষাতে সংগ্রহ করিতে আদেশ করিলেন। ঐ কার্য্যে কোনক্রমেই আমার প্রবৃত্তি হইল না কেননা তাহাতে ভয়ানক বিপদ সম্ভাবনা ব্যতীত আরো এক অনিষ্ট ছিল অর্থাৎ চর হইয়া পরের দোষ প্রচার করণে আমার সম্পূর্ণ বিরাগ ছিল অতএব আমি সম্রাটের নিকট উহা নিবেদন করিলাম কিন্তু তিনি বিশ্বাস করিলেন না বরং কেবল ভয় প্রযুক্ত আমি ঐ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইতেছি এই ভাবিয়া আমার রক্ষার্থ উপায় করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং তাঁহার আদিষ্ট কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে এক দল রক্ষক সমভিব্যাহারে আমাকে মান্দ্রাজ নগরীতে প্রেরণ করিতেও স্বীকার করিলেন। আমি ঐ কর্ম্মের ভার গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করাতে দেখিলাম যে সম্রাটের মুখমণ্ডল কোপেতে আচ্ছন্ন হইতেছে ইতিমধ্যে সৌভাগ্য বশতঃ আমার মনে এমত এক কল্পনা উপস্থিত হইল যদ্দ্বারা তাঁহার ক্রোধ নিবৃত্তি অথচ আমারও গর্হিত কার্য্য পরিহারের প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইতে পারে।

"আমি সম্রাটের নিকট নিবেদন করিলাম যে যদিও তাঁহার আদেশানুসারে গোপনে হীরক গ্রহণ করিলে কর্ম্ম-কারি ও ব্যবসায়ি লোকদিগের কৌটিল্যাচরণ সম্পূর্ণ রূপে সপ্রমাণ হইতে পারে এবং যদিও তাহাতে পরিণামে ঐ রূপ প্রতারণা নিবারণ হইবার সম্ভাবনা থাকে তথাপি আমি তদ-পেক্ষা অধিক রাজস্ব সংগ্রহের এক কৌশল দেখাইতে পারি। এই কথার প্রসঙ্গে রাজার লোভ উপস্থিত হওয়াতে তিনি ব্যগ্রতা পূর্ব্বক সেই কৌশল ব্যক্ত করিতে আদেশ করিলেন। ইহাতে আমি নিবেদন করিলাম যে তাঁহার একটা প্রধান

they came to water, were then forced to stop for want of engines such as are known in Europe. Now, having observed that there was a rapid current at the foot of the mountain, on which I could erect a water-mill, I offered to clear this valuable mine."

হীরক খনি কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া রহিয়াছে সেখানকার কর্ম্মকারি গণ মৃত্তিকা খনন করিতে২ জল দেখিয়া ক্ষান্ত হইয়াছে, ইউরোপে জল শুষ্ক করিবার যে যন্ত্র প্রসিদ্ধ আছে তাহারা তদ্বিষয় জানে না। আমি পর্ব্বতের তলে বেগবান্ জল প্রবাহ দেখিয়াছিলাম ;তাহার উপর সেই জল চক্র স্থাপন করা যায় অতএব আমি ঐ বহু মূল্য হীরক খনি শুষ্ক করিবার ভার গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলাম"।

CHAPTER V.

"The sultan was pleased with the proposal; but, recollecting how apt he was to change his humour, and how ill he received me when I returned from his tin-mines, I had the precaution to represent that, as this undertaking would be attended with considerable expense, it would be necessary that a year's salary should be advanced to me before my departure for Golconda; and that, if the payments were not in future regularly made, I should be at liberty to resign my employment, and return to Madras. Prince Abdul Calie was present when the sultan pledged his word to this, and gave me full powers to employ certain of his artificers and workmen.

"I shall not trouble you with a history of all my difficulties, delays, and disappointments, in the execution of my undertaking; however interesting they were to me, the relation would be tirésome to those who have no diamond mines to drain. It is enough for you to know that at length my engines were set a-going properly, and did their business so effectually that the place was by degrees cleared of water, and the workmen were able to open up fresh and valuable

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আমার এই প্রস্তাব শ্রবণে সম্রাট সন্তুষ্ট হইলেন কিন্তু আমি তাঁহার শীঘ্র ভাবান্তরের রীতি জানিয়া এবং দস্তার খনি হইতে আমার প্রত্যাগমন সময়ে তিনি যে অসদাচরণ করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া স্বয়ং সাবধান থাকিবার নিমিত্ত কহিলাম যে উক্ত ব্যাপারে বহু ব্যয়ের সম্ভাবনা আছে অতএব গলকন্দায় যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই এক বৎসরের বেতন আমাকে প্রদান করিতে হইবেক এবং পরেও নিয়মানুসারে বেতন প্রাপ্ত না হইলে আমি স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মান্দ্রাজ নগরীতে প্রত্যাগমন করিতে পারিব। ইহাতে সোলতান রাজকুমার আবদুলকেলীর সমক্ষে ঐ পণ পালন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া কএক জন শিল্পি ও কর্ম্মকারি লোক নিযুক্ত করিতে আমাকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করিলেন।

"উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে যে কালবিলম্ব ও ব্যাঘাত এবং আশা ভঙ্গ হইয়াছিল তৎসমূহের বিবরণ করিয়া আমি তোমারদিগকে বিরক্ত করিব না, যদিও ঐ সকল বিষয় আমার মনোযোগার্হ বটে তথাপি যাহারদের হীরক খনি শুষ্ক করিবার প্রয়োজন নাই তাঁহাদের পক্ষে তদ্বর্ণনে বিরক্তি হইতে পারিবেক অতএব আপনারদের নিকট এই মাত্র কহিব যে অবশেষে আমাদের যন্ত্র রীতিমতে চলাতে এমত উত্তম রূপে কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছিল যে খনির জল ক্রমশ শুষ্ক হইল এবং খনিক লোকেরা নূতনং মহামূল্য রত্নরাশির প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তিন বৎসর ব্যাপিয়া ঐ কার্য্য হয় তাহাতে আমার সমুদয়

veins. During all this time, including a period of three years, my salary was regularly paid to the Gentoo merchant Omychund, in whose hands I left all my money, upon his promising to pay me as high interest as what I could obtain at Madras. I drew upon him only for such small sums as were absolutely necessary; as I was resolved to live with the utmost economy, that I might the sooner be enabled to return in affluence to my native country.

"And here I must pause to praise myself, or rather to rejoice from the bottom of my soul, that I did not, when power was in my hands, make use of it for the purposes of extortion. The condition of the poor slaves who were employed by me was envied by all the others: and I have reason to know that, even in the most debased and miserable state of existence, the human heart can be wakened by kind treatment to feelings of affection and gratitude. These slaves became so much attached to me that, although the governor of the mines, and certain diamond merchants, were lying in wait continually to get rid of me some way or other, they never could effect their purposes. I was always apprized of my danger in time by some of these trusty slaves; who, with astonishing sagacity and fidelity, guarded me while I lived among them.

"A life of daily suspicion and danger was, however, terrible; and my influence extended but a little way

বেতন উমাইচাঁদ বণিকের নিকট নিয়মানুসারে সমর্পিত হইয়াছিল এবং আমি আমার অপর সমস্ত ধন ঐ ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলাম তিনি আমাকে মান্দ্রাজ নগরীর চলিত নিয়মানুযায়ি কুসীদ দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। আমি কেবল আবশ্যক ব্যয়ের নিমিত্ত তাঁহার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ২ অর্থ গ্রহণ করিতাম তদ্ব্যতীত সকলই সঞ্চয় করিতাম কেননা পরিমিত ব্যয়ে দিনপাত করিয়া অচিরে সধন হওত স্বদেশে প্রত্যাগমন করিব মনে২ এই সঙ্কল্প ছিল।

"এই ক্ষণে আমি কিঞ্চিৎ আত্মশ্লাঘা করিয়া আনন্দ প্রকাশ করি যে আমার সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকিতেও আমি কাহাকেও নিষ্পীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। যে২ দরিদ্র দাস আমার অধীনে ছিল তাহারদের অবস্থা দেখিয়া সকলেই ঈর্ষান্বিত হইত। আমি ইহা বিলক্ষণ অবগত আছি যে মনুষ্য লোক নিতান্ত অপকৃষ্ট ও নীচ অবস্থাতে পতিত হইলেও অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইলে কৃতজ্ঞতা ও অনুরাগ দ্বারা তাহাদের চিত্ত শোধন হয় ফলতঃ খনিক লোকেরা ক্রমে আমার এমত অনুগত হইয়াছিল যে খনির কর্ম্মাধ্যক্ষ ও কোন২ হীরকব্যবসায়িরা যে প্রকারে হউক আমাকে দূর করিবার নিমিত্ত সতত চেষ্টা করিয়াও স্বীয় সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে পারে নাই কেননা ঐ বিশ্বাসি দাসগণের মধ্যে কেহ২ আপদ ঘটিবার পূর্ব্বেই আমাকে তদ্বিষয়ে সাবধান করিয়া যাইত। তাহাদের নিকট আমার অবস্থিতি কালে তাহারা আশ্চর্য্য সতর্কতা ও সরলতা পূর্ব্বক আমাকে রক্ষা করিয়াছিল।

"পরন্তু সন্দিগ্ধ চিত্তে ও বিপদ শঙ্কায় সতত কাল হরণ করা অতি কঠিন, অতএব আমি নিজ যত্নে পরের অধিক সুখ বৃদ্ধি করিতে পারিলাম না। যদিও কিয়ৎ কালের নিমিত্ত খনিক লোকদের দুঃখ শান্তি করিতে আমার সামর্থ্য ছিল তথাপি

in making others happy. I might, for a short season, lessen the suffering of these slaves; but still they were slaves, and most of them were treated scarcely as if they were human beings, by the rapacious adventurers for whom they laboured.

"These poor wretches generally work almost naked; they dare not wear a coat, lest the governor should say they have thriven much, are rich, and so increase his demands upon them. The wisest, when they find a great stone, conceal it till they have an opportunity; and then, with wife and children, run all away into the Visiapore country, where they are secure and well used.

"My heart sickened at the daily sight of so much misery; and nothing but my hopes of finally prevailing on the sultan to better their condition, by showing him how much he would be the gainer by it, could have induced me to remain so long in this situation. Repeatedly Tippoo promised me that the first diamond of twenty pagos weight which I should bring to him, he would grant me all I asked in favour of the slaves under my care. I imparted to them this promise, which excited them to great exertions. At last, we were fortunate enough to find a diamond above the weight required. It was a well-spread stone, of a beautiful pale rose-colour, and of an adamantine hardness. I am sure that the sight of that famous stone which is known by the name of Pitt's diamond, never

তাহারা ক্রীত দাস থাকাতে তাহারদের ধন লোলুপ বণিক্ স্বামিরা অধিকাংশকে প্রায় মনুষ্য জ্ঞান করিত না।

"ঐ দরিদ্র ও দুর্ভাগ্য দাসেরা প্রায় বিবস্ত্র হইয়া কার্য্য করিত, অধ্যক্ষ তাহারদিগকে স্বচ্ছন্দে থাকিতে দেখিলে ধনাঢ্য জ্ঞান করিয়া অধিক অর্থের প্রয়াস করিবেন এই শঙ্কায় তাহারা কখন এক খান উত্তরীয় বস্ত্র ব্যবহার করিতেও সাহস করিত না। তাহারদের মধ্যে যাহারা সুচতুর তাহারা কোন বৃহৎ রত্ন প্রাপ্ত হইলে লুকাইয়া রাখিত পরে সুযোগ ক্রমে দারা পুত্র সমভিব্যাহারে বিসিয়াপুরে পলায়ন করিত, সে স্থানে তাহারা নির্ভয়ে এবং স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পাইত। . . .

"প্রত্যহ ভূরিং লোকের এইরূপ দুরবস্থা দর্শনে আমার অত্যন্ত মনঃপীড়া হইতে লাগিল, তাহাদের অবস্থা ভাল হইলে সম্রাটের উপকার হইবে আমি ইহা সপ্রমাণ করিয়া তাঁহাকে উহারদের দুঃখ মোচনে প্রবৃত্ত করিবার আশয়ে কেবল এত দিন পর্য্যন্ত ঐ স্থানে বাস করিয়াছিলাম। রাজা বারম্বার আমার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে বিংশতি পেগো পরিমাণ এক হীরক আনিলেই আমি আমার অধীন দাস গণের নিমিত্ত যাহা প্রার্থনা করিব তাহাতে সম্মত হইবেন। আমি দাসদিগের নিকট রাজার ঐ কথা ব্যক্ত করাতে তাহারা উৎসুক হইয়া পরিশ্রম করিতে লাগিল এবং অবশেষে আমরা সৌভাগ্য ক্রমে পূর্ব্বোক্ত পরিমাণাপেক্ষা গুরুতর এক হীরক প্রাপ্ত হইলাম ঐ রত্নের আকার প্রশস্ত এবং বর্ণ ঈষৎ গোলাবি ও মনোহর আর তাহা মাণিক্যের ন্যায় কঠিন ছিল। পিটের হীরক নামে বিখ্যাত রত্ন দর্শনে তদধিকারির যদ্রূপ আনন্দ হইয়াছিল, উক্ত মণি প্রাপ্ত হও-

gave its possessor such heartfelt joy as I experienced when I beheld this. I looked upon it as the pledge of future happiness, not only to myself, but to hundreds of my fellow-creatures.

"I set out immediately for Tippoo Sultan's court. It was too late in the evening, when I arrived, to see the sultan that night; so I went to Omychund, the Hindoo merchant, to settle my affairs with him. He received me with open arms, saying that he had thriven much upon my pagodas and rupees, and that he was ready to account with me for my salary; also for the interest which he owed me; for all which he gave me an order upon an English merchant at Madras with whom I was well acquainted.

"This being settled to my satisfaction, I told him the business which now brought me to Tippoo's court, and showed him my rose-coloured diamond. His eyes opened at the sight with a prodigious expression of avaricious eagerness. 'Trust me,' said he, 'keep this diamond. I know Tippoo better than you do: he will not grant those privileges to the slaves that you talk about; and, after all, what concern are they of yours? They are used to the life they lead. They are not Europeans. What concern are they of yours? Once in your native country, you will dream of them no more. You will think only of enjoying the wealth you shall have brought from India. Trust me, keep the diamond. Fly this night towards Madras. I

য়াতে, আমার ততোধিক হর্ষ জন্মিল আর আমি তাহাকে আমার আপনার ও অন্যান্য শতং প্রাণির ভাবি সুখের আকর জ্ঞান করিতে লাগিলাম।

"অনন্তর আমি ঐ হীরক লইয়া অবিলম্বে রাজ সদন প্রস্থান করিলাম সেখানে দিবাবসানে উপস্থিত হওয়াতে সে রাত্রিতে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ হইল না তন্নিমিত্ত আপন বিষয় নিষ্পত্তি করণার্থ উমাইচাঁদ বণিকের আলয়ে গমন করিলাম। তিনি আমাকে অতিশয় হৃদ্যতার সহিত অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন যে আমার স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রাতে তাঁহার যথেষ্ট লাভ হইয়াছে এবং তিনি আমার সঞ্চিত বেতনের কুসীদ সমেত সংখ্যা করিতে প্রস্তুত আছেন। পরে আমার যে প্রাপ্য হইল তৎপরিশোধার্থ মান্দ্রাজ নগরস্থ আমার পরিচিত এক ইংরাজ বণিকের নামে হুণ্ডি লিখিয়া দিলেন।

"উক্ত বিষয় এইরূপ অনায়াসে নিষ্পন্ন হওয়াতে আমি উমাইচাঁদকে আমার রাজসদনে উপস্থিত হইবার তাৎপর্য্য জ্ঞাপন করিয়া গোলাবীয় হীরক তাঁহাকে দেখাইলাম তিনি তাহাতে লোভ দৃষ্টি করিয়া কহিলেন "আমার কথা শুন, এই হীরক আপনি রাখ, টিপু সোলতানকে তোমা অপেক্ষা আমি বিলক্ষণ রূপে জানি, দাসগণের উপকারার্থ তুমি যেং কথার উল্লেখ করিতেছ তাহাতে তিনি কখন সম্মত হইবেন না, এবং তাহাতে তোমারই বা প্রয়োজন কি আছে? দাসগণের ঐ রূপে দিনপাত করা অভ্যাস হইয়াছে, তাহারা কিছু তোমার স্বদেশীয় লোক নহে, অতএব তাহারদের ইষ্ট সাধনে তোমার প্রয়োজন কি? তুমি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে তাহারদের বিষয় স্বপ্নেতেও চিন্তা করিবা না, তখন কেবল ভারতবর্ষে সঞ্চিত ধন সম্পত্তি ভোগ করিতেই তোমার মনোভিনিবেশ হইবে, অতএব আমার কথা শুনিয়া ঐ হীরক আপনার সঙ্গে লইয়া অদ্য রাত্রিতেই মান্দ্রাজে পলা

have a slave who perfectly knows the road across the country: you will be in no danger of pursuit, for the sultan will suppose you to be still at Golconda. No one could inform him of the truth but myself; and you must see, by the advice I now give you, that I am your firm friend.'

"As he finished these words, he clapped his hands, to summon one of his slaves, as he said, to give instant orders for my flight. He looked upon me with incredulous surprise, when I coolly told him that the flight which he proposed was far from my thoughts; and that it was my determination to give the sultan the diamond that belonged to him.

"Seeing that I was in earnest, Omychund suddenly changed his countenance; and, in a tone of raillery, asked me whether I could believe that his proposal was serious. Indeed I was left in doubt whether he had been in earnest or not; and, at all events, I gave him to understand that I was incapable of betraying him to the sultan.

"The next morning, as early as I could, I presented myself before the sultan, who singled me from the crowd, and took me with him into the apartment of Prince Abdul Calie.

"I proceeded cautiously: Tippoo was all impatience to hear news of his diamond mine, and repeatedly interrupted me in my account of what had been done there, by asking whether we had yet come to any

য়ন কর। আমার এক ভৃত্য ঐ দেশের পথ সম্পূর্ণ রূপে অবগত আছে, অধিকন্তু তুমি এখনও গলকান্দায় অবস্থিতি করিতেছ সোলতান এই ভাবিয়া তোমার সন্ধানের নিমিত্ত লোক প্রেরণও করিবেন না, আর আমি ব্যতীত অন্য কেহ সম্রাটকে ইহার তথ্য জ্ঞাপন করিতে পারিবে না অপর আমি যে তোমার পরম সুহৃৎ ইহা আমার মন্ত্রণাতেই তোমার বিলক্ষণ বোধ হইবে"।

"উমাইচাঁদ এই কথা সমাপ্ত করিয়া তৎক্ষণাৎ এক জন ভৃত্যকে আহ্বান করিবার মানসে কর ধ্বনি করতঃ কহিলেন আমার পলায়নে সাহায্য করণার্থ তাহাকে আদেশ করিবেন। আমি স্থিরচিত্তে তাহাকে কহিলাম যে আমার পলায়ন করিবার মানস নাই ইহাতে তিনি আমার প্রতি চমৎকার দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আমি আরও কহিলাম যে রাজার হীরক রাজাকে সমর্পণ করিতে প্রতিজ্ঞা স্থির করিয়াছি।

"উমাইচাঁদ আমাকে হীরক সমর্পণে একান্ত উদ্যত দেখিয়া অকস্মাৎ অন্য প্রকার মুখের ভঙ্গি করিয়া শ্লেষ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন আমি কি মনে করি তিনি আপনার অভিমত যথার্থ প্রকাশ করিয়াছেন? বস্তুতঃ তাঁহার বাক্যের যথার্থ তাৎপর্য্য কি তাহা আমি স্থির করিতে পারিলাম না এ নিমিত্ত আমি তাঁহাকে কহিলাম যে আমি সম্রাটের নিকট এ কথা কখন প্রকাশ করিব না।

"পর দিবস প্রত্যূষে আমি রাজসমীপে উপস্থিত হইলে তিনি আমাকে আহ্বান করিয়া লোকের জনতা হইতে কুমার আবদুলকেলীর মন্দিরে লইয়া গেলেন।

"আমি অতি সাবধানে কহিতে লাগিলাম, সম্রাট হীরক খনির সম্বাদ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া বারম্বার আমার কথা ভঙ্গ করত জিজ্ঞাসা করিলেন কোন হীরক প্রাপ্ত

diamonds? I produced first one of a violet colour, which I had reserved as a present for Prince Abdul Calie; it was a fine stone, but nothing equal to our rose-coloured diamond. Tippoo admired this, however, so much, that I was certain he would be in raptures with that which I had in store for him. Before I showed it to him, in speaking of the weight of that which I had designed to present to the prince, I reminded him of his royal promise with respect to the slaves. 'True,' cried the sultan: 'but is this diamond twenty pagos weight? when you bring me one of that value, you may depend upon having all you ask.' I instantly produced the rose-coloured diamond, weighed it in his presence, and, as the scale in which it was put descended, Tippoo burst forth into an exclamation of joy. I seized the favourable moment; he nodded as I knelt before him, and bade me rise, saying my request was granted; though why I should ask favours for a parcel of mean slaves, he observed, was incomprehensible.

"Prince Abdul Calie did not appear to be of this opinion; he at this instant cast upon me a look full of benevolence; and while his father was absorbed in the contemplation of his rose-coloured diamond, which he weighed, I believe, a hundred times, the generous young prince presented to me that violet-coloured diamond which I brought for him. A princely gift made in a princely manner.

হইয়াছে কি না? আমি প্রথমতঃ এক পীত বর্ণ হীরক দেখাই-লাম যাহা কুমার আবদুলকেলীকে সমর্পণ করিতে মনস্থ করিয়াছিলাম। সেই হীরক যদিও অতি সুন্দর ছিল তথাপি গোলাবি হীরকের তুল্য নহে কিন্তু সোলতান তাহার এমত প্রশংসা করিলেন যে আমি মনে২ অনুমান করিলাম তিনি অবশিষ্ট রত্ন দর্শনে অত্যন্ত মোহিত হইবেন। আমি সেই হীরক সম্রাটকে দেখাইবার পূর্ব্বে রাজকুমারকে সমর্পণার্থ আনীত রত্নের গুরুত্বের প্রসঙ্গ করত সম্রাট দাসগণের উপ-কারার্থ প্রতিশ্রুত আছেন ইহা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলাম তাহাতে সোলতান কহিলেন "ঐ অঙ্গীকার যথার্থ বটে কিন্তু হীরকের গুরুত্ব পরিমাণ কি বিংশতি পেগো হইবে? ঐ পরিমাণানুযায়ি রত্ন আনয়ন করিলে প্রার্থিত বিষয় সকলি প্রাপ্ত হইবা" তখন আমি তৎক্ষণাৎ সেই গোলাবি বর্ণ হীরক বাহির করিয়া তাঁহার সমক্ষে তোলন করিতে লাগি-লাম তাহাতে যে তুলাতে ঐ রত্ন স্থাপিত হইল সোলতান সেই তুলাকাটি নত হইতে দেখিয়া হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিলেন। আমি ইষ্টসাধনের এই সুযোগ পাইয়া তাঁহার সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইলাম তাহাতে তিনি মস্তক নাড়িয়া আমাকে গাত্রোত্থান করিতে আদেশ করিয়া কহিলেন "তোমার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল" কিন্তু আমি কএক জন দাসের উপকারার্থ কি নিমিত্ত প্রয়াস করিতাম তিনি তাহা অবধারণ করিতে পারিলেন না।

"কুমার আবদুলকেলী আমার তাৎপর্য্য গ্রহ করিতে অস-মর্থ ছিলেন না, তিনি দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া আমার প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার পিতা ঐ গোলাবি-হীরক শত২ বার তোলন করিয়া ভাবনায় মগ্ন আছেন এমত সময়ে তাঁহার নিমিত্ত আনীত পীত বর্ণ হীরক বদান্যতা পূর্ব্বক আমাকে দান করিলেন। তিনি ঐ রাজযোগ্য ধন তদুপযুক্ত ভাবে আমার হস্তে সমর্পণ করিলেন;

"Tippoo's secretary made out for me the necessary order to the governor of the mines, by which a certain share of the profits of his labour was, by the sultan's command, to belong to each slave; and all those who had been employed in my service were, as a reward for their good conduct, to be emancipated. A number of petty exactions were by this order abolished; and the property acquired in land, dress, &c. by the slaves was secured to them. Most gladly did I see the sultan's signet affixed to this paper; and when it was delivered into my hands, my heart bounded with joy. I resolved to be the bearer of these good tidings myself. Although my passport was made out for Madras, and two hircarrahs, by the sultan's order, were actually ready to attend me thither, yet I could not refuse myself the pleasure of beholding the joy of the slaves, at this change in their condition; and, to the latest hour of my life, I shall rejoice that I returned to Golconda the messenger of happiness. Never shall I forget the scene to which I was there a witness; never will the expressions of joy and gratitude be effaced from my memory which lighted up the dark faces of these poor creatures! who, say what we will, have as much sensibility, perhaps more, than we have ourselves.

"অনন্তর সোলতানের লেখক খনি কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে এক আদেশ পত্র প্রস্তুত করিয়া আমাকে সমর্পণ করিলেন তাহাতে প্রত্যেক খনিককে স্বীয় পরিশ্রম জনিত উপস্বত্বের কিয়দংশ দান করিতে আজ্ঞা হইল ও আমার অধীনে যে২ দাস কর্ম্ম করিয়াছিল তাহারা আপন২ সদাচরণের পুরস্কার স্বরূপে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইল। এই আদেশে দরিদ্রদের নিষ্পীড়ন রহিত হইল এবং দাসগণ যে ভূমি বস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্য উপার্জ্জন করিয়াছিল তাহা নিরাপদে ভোগ করিতে অনুমতি পাইল। আমি ঐ পত্রে সোলতানের মুদ্রাক্ষর অঙ্কিত দেখিয়া আনন্দে পুলকিত হইলাম এবং তাহা আমার হস্তে সমর্পিত হইলে আমার অন্তঃকরণ আহ্লাদে প্রফুল্ল হইল। অপর আমি স্বয়ং দাস গণের নিকট এই সুসংবাদের দূত হইয়া যাইতে প্রতিজ্ঞা করিলাম। আমার মান্দ্রাজ নগরীতে প্রত্যাগমন নিমিত্ত রাজার আজ্ঞা পত্র প্রস্তুত হইয়াছিল এবং দুই জন হরকরাও তাঁহার আদেশে আমার সমভিব্যাহারে গমন করিতে উপস্থিত ছিল কিন্তু আমি দাসগণের অবস্থা শোধনে যে আনন্দের সম্ভাবনা ছিল তাহা স্বচক্ষে দর্শনে নিবৃত্ত হইতে পারিলাম না ফলতঃ গলকন্দায় সুসম্বাদের দূত হইয়া গমন করিয়াছিলাম তন্নিমিত্ত আমার যাবজ্জীবন সুখানুভব হইবে। অপর সে স্থানে যে ব্যাপার দর্শন করিয়াছিলাম তাহা কখন বিস্মৃত হইব না এবং তদুপলক্ষে সেই দরিদ্র জনগণের অসিত বদন অন্তরস্থ কৃতজ্ঞতা ভাব ও আনন্দ দ্বারা যেরূপ উজ্জ্বল হইয়াছিল তাহাও আমার মন হইতে কখন দূর হইবে না। আমরা তাহারদের প্রতি কূলে যাহা কহি কিন্তু তাহাদের মন আমারদের ন্যায় অথবা বরং আমারদের অপেক্ষা অধিক কোমল ছিল ইহাতে সন্দেহ নাই।

"No sooner was I awake, the morning after my arrival, than I heard them singing songs under my window, in which my own name was frequently repeated. They received me with a shout of joy when I went out among them; and, crowding round me, they pressed me to accept of some little tokens of their gratitude and good-will, which I had not the heart to refuse. The very children, by their caresses, seemed to beg me not to reject these little offerings. I determined, if ever I reached Europe, to give all of them to you, sir, my good master, as the best present I could make to one of your way of thinking.

"The day after my arrival was spent in rejoicings. All the slaves who had worked under my inspection had saved some little matters, with which they had purchased for their wives and for themsleves coloured cottons, and handkerchiefs for their heads. Now that they were not in dread of being robbed or persecuted by the governor of the mines, they ventured to produce them in open day. These cottons of Malabar are dyed of remarkably bright and gaudy colours; and when they appeared decked in them, it was to me one of the gayest spectacles I ever beheld. They were dancing with a degree of animation of which, till then, I never had an idea. I stood under the shade of a large banian-tree, enjoying the sight; when suddenly I felt from behind a blow on my head which stunned me. I fell to the ground; and

"আমি সে স্থানে উপস্থিত হইয়া পর দিবস প্রত্যুষে নিদ্রা ভঙ্গ হইবা মাত্র শুনিলাম তাহারা আমার শয়নাগারস্থ বাতায়নের নিম্ন ভাগে আনন্দে গান করিতেছে এবং তৎসহ আমার নাম বারম্বার উচ্চারণ করিতেছে। পরে আমি তাহাদের নিকট গমন করিলে তাহারা আনন্দ ধ্বনি করিয়া আমার অভ্যর্থনা করিল এবং আমার চতুষ্পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতজ্ঞতা ও অনুরাগের চিহ্ন স্বরূপ কএক দ্রব্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। আমি তাহা কোন মতে অগ্রাহ্য করিতে পারিলাম না। শিশুগণ পর্য্যন্ত নানা প্রকার ভঙ্গিমা দ্বারা আমাকে ঐ সকল দ্রব্য গ্রহণ করিতে প্রার্থনা করিল। আমি তাহা গ্রহণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম যদি ইউরোপে কোন কালে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারি তবে আমার দয়াবান প্রভুকে এই সমস্ত বস্তু সমর্পণ করিব কারণ আপনি যে ভাবের লোক তাহাতে আমি আপনাকে উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর দ্রব্য প্রদান করিতে অক্ষম।

"আমি সেখানে উপস্থিত হইলে তৎপর দিবস কেবল আমোদ আহ্লাদে যাপিত হইল। আমার অধীনে যে সকল দাস কর্ম্ম করিয়াছিল তাহারা কিঞ্চিৎ২ অর্থ সঞ্চয় করিয়া তদ্দ্বারা স্ত্রী পরিবার ও আপনাদের নিমিত্ত বিচিত্র কার্পাস বস্ত্র ও মস্তক আচ্ছাদনের নিমিত্ত রুমাল ক্রয় করিয়াছিল। খনির অধ্যক্ষ দ্বারা সে সকলে বঞ্চিত হইয়া নিষ্পীড়িত হইবার শঙ্কা দূর হওয়াতে তাহারা ঐ সকল পরিচ্ছদ প্রকাশ্য রূপে পরিধান করিতে সাহস করিল। মালাবার দেশস্থ কার্পাস বস্ত্র বিবিধ উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়া থাকে দাসগণ তাহাতে সুসজ্জিত হইলে তাহাদের অপূর্ব্ব শোভা হইল পরে তাহারা যে রূপ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল তাহা আমার কল্পনার অতীত ছিল। আমি এক বট বৃক্ষের ছায়াতে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদের শোভা দর্শন করিতেছিলাম ইতিমধ্যে হঠাৎ

when I came to my senses, found myself in the hands of four armed soldiers and a Hindoo, who was pulling my diamond ring from my finger. They were carrying me away amid the cries and lamentations of the slaves, who followed us. 'Stand off! it is in vain you shriek,' said one of the soldiers to the surrounding crowd: 'what we do is by order of the sultan. Thus he punishes traitors!'

"Without further explanation, I was thrown into a dungeon belonging to the governor of the mines, who stood by with insulting joy to see me chained to a large stone in my horrid prison. I knew him to be my enemy: but what was my astonishment when I recollected, in the countenance of the Hindoo who was fastening my chains and loading me with curses, that very Saheb whose life I had formerly saved! To all my questions no answer was given but—'It is the will of the sultan;' or—'Thus the sultan avenges himself upon traitors!'

"The door of my dungeon was then locked and barred, and I was left alone in perfect darkness. 'Is this,' thought I, 'the reward of all my faithful services?' Bitterly did I regret that I was not in my native country, where no man, at the will of a sultan, can be thrown into a dungeon without knowing his

পশ্চাৎ ভাগ হইতে মস্তকোপরি এক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া মূর্চ্ছাগত হওত তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পতিত হইলাম পরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইলে দেখিলাম যে চারিজন অস্ত্রধারি সৈন্য এবং এক জন হিন্দুর হস্তে পতিত হইয়াছি ঐ হিন্দু আমার অঙ্গুলি হইতে হীরক অঙ্গুরী আকর্ষণ করিতেছিল। তাহারা আমাকে লইয়া যাইবার সময় দাসগণ চতুর্দ্দিক হইতে ক্রন্দন ও বিলাপ করিতে২ আমাদের পশ্চাদ্বর্ত্তি হইল তাহাতে এক জন সেনা চতুর্দ্দিকস্থ লেকেরদিগকে কহিল "দূরে যাও? তোমরা বৃথা ক্রন্দন করিতেছ, আমরা সম্রাটের আদেশ মতে এরূপ করি-তেছি, বিশ্বাসঘাতকি ব্যক্তিকে রাজা এইরূপ দণ্ড করিয় থাকেন"।

"অনন্তর সেনারা অন্য কোন কথা না কহিয়া খনি কর্ম্মা-ধ্যক্ষের অধীনে মৃত্তিকার নীচে যে কারাগার ছিল তাহাতে আমাকে লইয়া গিয়া বদ্ধ করিল। কর্ম্মাধ্যক্ষ এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া আমাকে শৃঙ্খল দ্বারা বৃহৎ প্রস্তরে বদ্ধ দেখিয়া আমোদ করিতে লাগিলেন। তিনি আমার বিপক্ষ ইহা আমি পূর্ব্বেই জানিতাম কিন্তু আমি সাহেব নামক যে হিন্দু বালকের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলাম তাহাকে শৃঙ্খল বন্ধন ও আমার প্রতি কটূক্তি করিতে দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইলাম। আমি কোন২ বিষয়ের প্রশ্ন করাতে সে কেবল এই মাত্র উত্তর করিল যে "সম্রাটের এই আজ্ঞা" অথবা "বিশ্বাসঘাতকি ব্যক্তিকে সাম্রাট এইরূপ দণ্ড করেন"।

"পরে কারাগারের কবাট অর্গল দ্বারা বদ্ধ হইলে আমি একাকী প্রগাঢ় তমসাবৃত সেই স্থানে থাকিয়া মনে২ চিন্তা করিতে লাগিলাম "হায়! সম্রাটের উপকারের নিমিত্ত এতা কর্ম্ম করিবার কি এই পুরস্কার হইল! অপর স্বদেশ ত্যাগ করিয়া আসিবার নিমিত্ত নিতান্ত আক্ষেপ হইতে লাগিল কারণ সেখানে কেহ সম্রাটের ইচ্ছা মাত্রে আপন দোষ ও প্রতিবাদির

crime or his accusers. I cannot attempt to describe to you what I felt during this most miserable day of my existence. Feeble at last for want of food, I stretched myself out as well as my chains would allow me, and tried to compose myself to sleep. I sank into a state of insensibility, in which I must have remained for several hours, for it was midnight when I was roused by the unbarring of my prison door. It was Saheb who entered, carrying in one hand a torch, and in the other some food, which he set before me in silence. I cast upon him a look of scorn, and was about to reproach him with his ingratitude, when he threw himself at my feet, and burst into tears. 'Is it possible,' said he to me, that you are not sure of the heart of Saheb? You saved my life—I am come to save yours. But eat, master,' continued he, 'eat while I speak, for we have no time to lose. To-morrow's sun must see us far from hence. You cannot support the fatigues you have to undergo without taking food.'

"I yielded to his entreaties, and while I ate, Saheb informed me that my imprisonment was owing to the treacherous Hindoo merchant Omychund; who, in hopes, I suppose, of possessing himself in quiet of all the wealth which I had intrusted to his care, went to the sultan, and accused me of having secreted certain diamonds of great value, which he pretended I had shown to him in confidence. Tippoo, enraged at this, despatched immediate orders to four of his

ন্যস্ত অবগত না হইয়া কারাবদ্ধ হইতে পারে না অতএব ঐ প্রকাণ্ড দুঃখের দিবসে আমার কিরূপ মনঃপীড়া হইয়াছিল তাহা আমি বর্ণনা করিতে সক্ষম নহি। পরে অনশন প্রযুক্ত অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিলে যেমত সাধ্য হয় তদনুসারে অঙ্গ বিস্তীর্ণ করিয়া নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। অনন্তর কএক ঘটিকা পর্য্যন্ত অচৈতন্যাবস্থায় থাকিয়া নিশীথে কারাগারের দ্বার অনর্গল করিবার শব্দে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল তখন সাহেব এক হস্তে দীপ ও অপর হস্তে খাদ্য দ্রব্য ধারণ করত প্রবেশ করিয়া মৌনী ভাবে তাহা আমার সম্মুখে রাখিল। আমি তাহার প্রতি অবজ্ঞা দৃষ্টি করিয়া তাহাকে কৃতঘ্ন বলিয়া ভৎর্সনা করিবার উদ্যোগ করিতে ছিলাম এমত সময়ে সে আমার পদতলে পতিত হইয়া সজল নয়নে কহিল "আপনি কি সাহেবের অন্তঃকরণের ভাব সম্পূর্ণ রূপ অবগত নহেন? আপনি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন আমিও আপনার জীবন রক্ষা করিতে আসিয়াছি, আপনি আহার করুন, আমি কথা কহিতেছি, কেননা এইক্ষণে বিলম্ব করা হইবে না, কল্য সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই এস্থান হইতে বহু দূরে গমন করিতে হইবে। অতএব তাহাতে আপনার যে পরিশ্রম হইবে তাহা অনাহারে সহ্য হইবে না"।

"সাহেব এই রূপ বিনতি করাতে আমি আহার করিতে লাগিলাম ঐ অবসরে সে আমাকে কহিল যে উমাইচাঁদ বণিকের বিশ্বাসঘাতকতার নিমিত্ত আমি কারারুদ্ধ হইয়াছি। বোধ হয় ঐ বণিক্ আমার ন্যস্ত ধন অনায়াসে ভোগ করিবার প্রত্যাশায় সম্রাট সমীপে উপস্থিত হইয়া আমার এই অপবাদ প্রচার করিয়াছিল যে আমি কতিপয় বহু মূল্য হীরক গোপনে তাহাকে দেখাইয়া লুকাইয়া রাখিয়াছি। টিপু সোলতান ঐ কথা শ্রবণে রাগান্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ সৈন্য চতুষ্টয়ের প্রতি এই আদেশ করিয়াছিলেন যে তাহারা যেন আমাকে অন্বেষণ

soldiers to go in search of me, seize, imprison, and torture me till I should confess where these diamonds were concealed. Saheb was in the sultan's apartment when this order was given, and immediately hastened to Prince Abdul Calie, whom he knew to be my friend, and informed him of what had happened. The prince sent for Omychund, and after carefully questioning him was convinced, by his contradictory answers, and by his confusion, that the charge against me was wholly unfounded: he dismissed Omychund, however, without letting him know his opinion, and then sent Saheb for the four soldiers who were setting out in search of me. In their presence he gave Saheb orders aloud to take charge of me the moment I should be found, and secretly commissioned him to favour my escape. The soldiers thought that in obeying the prince they obeyed the sultan; and consequently, when I was taken and lodged in my dungeon, the keys of it were delivered to Saheb.

"When he had finished telling me all this, he restored to me my ring, which he said he snatched from my finger as soon as I was seized, that I might not be robbed of it by the governor, or some of the soldiers.

"The grateful saheb now struck off my chains; and my own anxiety for my escape was scarcely equal to his. He had swift horses belonging to soldiers in readiness; and we pursued our course all

করিয়া বন্ধন পূর্ব্বক কারারুদ্ধ করে ও হীরক সকল কোন্ স্থানে লুক্কায়িত আছে তাহা যত ক্ষণ পর্য্যন্ত আমি প্রকাশ না করি তৎক্ষণ যেন আমাকে যন্ত্রণা দিতে ক্ষান্ত না হয়। এই আদেশ প্রচার কালে সাহেব সম্রাটের আলয়ে উপস্থিত ছিল এবং কুমার আবদুলকেলীকে আমার বন্ধু জ্ঞান করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট গিয়া ঐ সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিল। রাজকুমার উমাইচাঁদকে ডাকিয়া ঐ বিষয়ের প্রশ্ন করাতে তাহার কথায় অযুক্তি ও বৈলক্ষণ্য দেখিয়া নিশ্চয় অনুমান করিয়াছিলেন যে ঐ অপবাদ সম্পূর্ণ অমূলক কিন্তু উমাইচাঁদের নিকট তাহা প্রকাশ না করিয়া তাহাকে বিদায় করণানন্তর আমার উদ্দেশকারি সৈন্য চতুষ্টয়কে ডাকিতে সাহেবকে প্রেরণ করিয়াছিলেন ও তাহাদের সমক্ষে সাহেবকে এই আদেশ করেন যে আমার উদ্দেশ পাইলে আমাকে বদ্ধ রাখিবার ভার গ্রহণ তিনি স্বয়ং করিবেন পরে সংগোপনে তাহাকে কহেন যেন আমার পলায়নের উপায় করিয়া দেয়। সৈন্যগণ মনে করিয়াছিল যে রাজকুমারের কথা পালন করিলেই রাজাজ্ঞা পালন হইবে সুতরাং আমি ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হইলে কারাগারের চাবি সাহেবের হস্তে সমর্পিত হইয়াছিল।

এই সকল কথা সমাপ্ত হইলে সাহেব আমার অঙ্গুরী আমাকে প্রত্যর্পণ করিয়া কহিলেক যে খনির অধ্যক্ষ অথবা সেনারা যদি তাহা হরণ করে এই শঙ্কায় আমি ধৃত হইবা মাত্র উহা আমার অঙ্গুলি হইতে বল পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিল।

"অনন্তর ঐ কৃতজ্ঞ ব্যক্তি অর্থাৎ সাহেব আমার শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া আমার পলায়নের নিমিত্ত আমা অপেক্ষাও অধিক তৎপর হইল। সে সৈন্য গণের দ্রুতগামি অশ্ব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল তাহাতে আমরা সমস্ত রাত্রি অবাধে গমন করিতে লাগিলাম। সাহেব সম্রাটের সমভিব্যাহারে বারম্বার

night without interruption. He was well acquainted with the country having accompanied the sultan on several expeditions. When we thought ourselves beyond the reach of all pursuers, Saheb permitted me to rest; but I never rested at my ease till I was out of Tippoo Sultan's dominions, and once more in safety at Madras. Dr. Bell received me with great kindness, heard my story, and congratulated me on my escape from Tippoo's power.

"I was now rich beyond my hopes; for I had Omychund's order upon the Madras merchant safe in my pocket, and the whole sum was punctually paid to me. My ring I sold to the Governor of Madras for more even than I expected.

"I had the satisfaction to learn, before I left Madras, that Omychund's treachery was made known to the Sultan by means of Prince Abdul Calie, whose memory will ever be dear to me. Tippoo, as I have been informed, in speaking of me, was heard to regret that he could not recall to his service such an honest Englishman.

"I was eager to reward the faithful Saheb, but he absolutely refused the money which I offered him, saying, 'that he would not be paid for saving the life of one who had saved his.' He expressed a great desire to accompany me to my native country from the moment that I told him we had no slaves there; and that, as soon as any slave touched the English

যাত্রা করাতে ঐ প্রদেশের পথ বিলক্ষণ রূপে অবগত ছিল। পরে কোন ব্যক্তি যদি আমাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হয় এ শঙ্কা দূর হইলে সাহেব আমাকে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতে কহিলেক কিন্তু আমি টিপু সোলতানের রাজ্য উত্তীর্ণ হইয়া নিরাপদে মান্দ্রাজ নগরীতে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না। সেখানে ডাক্তর বেল আমাকে অতিশয় সমাদর পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিলেন এবং আমার সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমি টিপু সোলতানের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়াতে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

"আমি তৎকালে পূর্ব্ব প্রত্যাশার অতিরিক্ত ধনী হইয়াছিলাম কেননা মান্দ্রাজস্থ বণিকের নামে উমাইচাঁদের হুণ্ডি আমার হস্তে ছিল তাহার সমুদয় টাকা উচিত মতে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং মান্দ্রাজের গবর্ণরের নিকট আমার অঙ্গুরী বিক্রয় করিয়া আশার অতিরিক্ত মূল্য প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।

"অপর মান্দ্রাজ হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই আমি অবগত হইলাম যে উমাইচাঁদের বিশ্বাস ঘাতকতা কুমার আবদুলকেলী দ্বারা সম্রাট সমীপে প্রচার হইয়াছে। ঐ রাজকুমারের নাম আমি চিরকাল আদর পূর্ব্বক স্মরণ করিব। আমি আরও শুনিয়াছি যে সম্রাট আমার নাম করিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন যে এমত সৎস্বভাব লোককে আর আপন কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারিলেন না।

"আমি সাহেবকে পুরস্কার করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম কিন্তু সে আমার অর্থ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া কহিল আমার প্রাণ রক্ষকের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত আমি অর্থ গ্রহণ করিব না"। অপর আমাদের দেশে ক্রীত দাস নাই বরং ঐ প্রকার দাস ইংলণ্ড দেশে উপস্থিত হইলে সেখানকার ব্যবস্থা মতে তৎক্ষণাৎ তাহার দাসত্ব মোচন হয় সাহেব আমার নিকট এই কথা শ্রবণ করিয়া আমার সমভিব্যাহারে ইংলণ্ডে

shore, by our laws he obtained his freedom. He pressed me so earnestly to take him along with me as my servant, that I could not refuse; so he sailed with me for Europe. As the wind filled the sails of our vessel much did I rejoice that the gales which blew me from the shores of India were not tainted with the curses of any of my fellow-creatures. Here I am thank Heaven! once more in free and happy England, with a good fortune, clean hands, and a pure conscience, not unworthy to present myself to my first good master, to him, whose humanity and generosity were the cause of—"

Here Mr. R——interrupted his own praises, by saying to those of the miners who had not fallen fast asleep, "My good friends, you now know the meaning of the toast which you all drank after dinner; let us drink it again before we part:—'Welcome home to our friend Mr. Jervas, and may good faith always meet with good fortune!'"

*** The tales contained in this volume, which have been selected from English authors of reputation, have been connected, conformably to Eastern usage, by an introductory narrative. The period at which this is laid is anterior to some of the events of the tales thus prefaced; but this anachronism has seemed of little consequence. It is noticed here only to anticipate the ingenuity of criticism. *Ed. Encyclo. Beng.*

END OF NO X.